উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৬,৭৬৫.৯২ (-৬৯.৮৬)
নিফটি : ২৩,৯৮৫.৩৫ (-১০.৬০)

দুর্নীতি রুখতে বাংলায় টোল ফ্রি নম্বর ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন

র‍্যাফের ছররা গুলি, ফাঁস পুলিশ রেকর্ডে ৭

আসছে ১০, ২০ টাকার প্লাস্টিক নোট
মিলেছে কেন্দ্রের অনুমোদন ৭

শিলিগুড়ি ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 29 July 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 72

অন্ধকার ঘুচিয়ে সোনালি শর্মিলা

বয়স তখন মাত্র দুই, পোলিওর নিষ্ঠুর থাবায় চিরকালের জন্য বাঁ পায়ের জোর হারান শর্মিলা। পরিস্থিতির জাঁতাকলে পড়ে বাল্যবিবাহের ফাঁদে পড়তে হয়। এরপর লাগাতার গার্হস্থ্য হিংসার শিকার। সেই অত্যাচারের ক্ষত মুছে আজ কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চে সোনালি রূপকথা লিখলেন শর্মিলা।

গ্লাসগো, ২৮ জুলাই : শূন্য থেকেও শিখর ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখা যায়। প্রয়োজন শুধু জেদ আর পরিশ্রমের। কথাটা যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করলেন বছর ৪০-এর শর্মিলা ধনকর।

হরিয়ানার এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম। মা দৃষ্টিহীন, বাবা পেশায় কৃষক। অভাব নিত্যদিনের সঙ্গী। বয়স তখন মাত্র দুই, পোলিওর নিষ্ঠুর থাবায় চিরকালের জন্য বাঁ পায়ের জোর হারান শর্মিলা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস শেষ হয়নি এখানেই। পরিস্থিতির জাঁতাকলে পড়ে বাল্যবিবাহের ফাঁদে পড়তে হয়। এরপর লাগাতার গার্হস্থ্য হিংসার শিকার। সেই অত্যাচারের ক্ষত মুছে আজ কমনওয়েলথ গেমসের মঞ্চে

কমনওয়েলথ গেমসের সোনা জয়ের পথে শর্মিলা ধনকর।

সোনালি রূপকথা লিখলেন শর্মিলা। প্যারাঅ্যাথলেটিক্সের শটপাটে সোনা জিতে ইতিহাস গড়লেন তিনি।

হরিয়ানার চিথ্রোলি গ্রামের মেয়ে। যমজ কন্যাসন্তানের জন্মের পর থেকে প্রতিরাতেই সহ্য করতে হয়েছে অকথ্য অত্যাচার। একটা সময় বাধ্য হয়ে সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছাড়েন শর্মিলা। অন্ধকারে ডুবে যাওয়া জীবনে নতুন সকাল আসে দ্বিতীয় স্বামী অজিত সিংয়ের হাত ধরে। সালটা ২০২০। প্যারাঅ্যাথলেটিক্সে হাতেখড়ি হয় শর্মিলার। কোচ টেক চাঁদের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় কঠোর অনুশীলন। মাত্র এক বছরের মধ্যে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। এরপর ফাজ্জা প্যারাঅ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়। ২০২২ বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়। জাতীয় রেকর্ড গড়েও চার নম্বরে শেষ করেন শর্মিলা। তবুও থেমে যাননি। এক সাক্ষাৎকারে শর্মিলা বলেছেন, 'শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য ঠিকভাবে দৌড়াতে পারতাম না। যে বয়সে সবার কেরিয়ার শেষ হয় আমার খেলা শুরুই হয় তখন, ৩৪ বছর বয়সে।' জানিয়েছেন, তাঁর অধ্যবসায় আর স্বামী অজিতের জেদই কমনওয়েলথের আলো ঝলমলে পোডিয়ামে দাঁড় করিয়েছে তাঁকে।

সোমবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে প্যারা শটপাটে ৯.৮১ মিটারের থ্রো সোনার পদক এনে দিল তাঁকে। *এরপর আটের পাতায়*

সরকার চুপ, জামিন ধৃত ১৬ জনেরই

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ জুলাই : বিহার, অসমের মতো সরকারি ঘোষণা কিছু হয়নি। কিন্তু নিট-আন্দোলনে ধৃত ১৬ জনের জামিনের আবেদনে প্রথমে আপত্তি করেও পরে চুপ করে গেল বাংলার সরকার। ফলে গুন্ডা দমন আইনে যাঁদের বিচার বাংলায় প্রথমে হবে বলে বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তাঁরা সবাই জামিন পেয়ে গেলেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ছিল, এঁদের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ করা হবে যাতে তাঁদের তিনপুরুষ মনে রাখে।

প্রশ্নে গুন্ডা দমন আইন

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের নিজের নার্সিং স্কুলে পড়ার সুবিধা
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

মঙ্গলবার দুপুরেও ওই ১৬ জনের জামিনের আবেদনে আপত্তি জানিয়েছিলেন সরকারি আইনজীবীরা। সরকারের সেই মনোভাবের কারণে ব্যাংকশাল আদালতের মুখ্য মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ওই অভিযুক্তদের জামিনের আর্জি খারিজ করে ৩০ জুলাই পর্যন্ত জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই শুনানির সময় ধৃতদের আইনজীবীরা অবশ্য বিহার ও অসম সরকার যে নিট-আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া সবাইকে মুক্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, তা উল্লেখ করেন। মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, নিট-আন্দোলনে গ্রেপ্তার নাবালকদের যদি অতীত অপরাধের রেকর্ড না থাকে, তাহলে তাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে। সেই নির্দেশের কপি হাতে পাওয়ার পর আবার আদালতে শুনানির আর্জি জানান অভিযুক্তদের আইনজীবীরা।

ককরোচ জনতা পার্টি সোমবার নয়াদিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিল, মঙ্গলবারের মধ্যে নিট-আন্দোলনে দেশে ধৃত সবাইকে ছাড়ার ব্যবস্থা না করলে ফের তারা পথে নামবে। এরপর সোমবার গভীর রাতে কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা ককরোচ জনতা পার্টির দুই মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কার সঙ্গে কথা বলেন। দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা বিবৃতি দেয়নি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করে যখন ফের শুনানি হয়, তখন আর সরকারি আইনজীবীরা আপত্তি করেননি। যদিও পরে রাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, নিট আন্দোলনে শামিল *এরপর আটের পাতায়*

রাজনীতিতে থাকবেন গৌতম, ভোটে নয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরছেন গৌতম দেব? আপাতত এমন জল্পনা শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে। সেই জল্পনার আগুন উসকে দিয়ে গৌতম বলছেন, 'পুরভোটে শিলিগুড়িতে দলকে নেতৃত্ব দেব। তবে, আর ভোটে লড়ার ইচ্ছে নেই।'

আপাতত 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি নিয়েছেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র। তিনি বলছেন, 'পুরনিগমের কাজকর্মে পুরোপুরি রাজনীতিকরণ হচ্ছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনকল্যাণ সেবাকেন্দ্রের নামে পুর পরিষেবা দেওয়ার জন্য অফিস খোলা হচ্ছে। আমরাও একসময় প্রশাসক বোর্ড চালিয়েছি। কিন্তু কোনওদিন প্রশাসনিক কাজে রাজনীতিকে মেলাইনি।'

জবাব চাইবেন পুরনিগম নিয়ে

প্রশাসকের হাতে থাকা পুরনিগমের কাজকর্ম নিয়ে যথেষ্টই বিরক্ত গৌতম। তাঁর কথায়, 'ছয় মাস পুরনিগমের কাজকর্মের দিকে নজর রাখব। তারপর নিশ্চয়ই এসব নিয়ে রাস্তায় নেমে কথা বলব।' শহরে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা নিয়ে প্রশাসক বোর্ডের ওপরে চাপ রয়েছে বলে ঘুরিয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাতারাতি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বদলে ফেলেন গৌতম। শিলিগুড়ি আগেও তার ইঙ্গিত পেয়েছে। বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি আসনে প্রার্থী হওয়ার পর তিনি প্রচারেও বলেছিলেন, এটাই তাঁর শেষ নির্বাচনি লড়াই। দল চাইলে পুরনিগমে নেতৃত্ব দেবেন, কিন্তু বিধানসভা ভোটে আর লড়বেন না। ভোটে পরাজয়ের পর অবশ্য গৌতম রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। *এরপর আটের পাতায়*

বিকশিত ভারতের অনুষ্ঠানে উদ্যোগপতিদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ও পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। শিলিগুড়িতে।

শিল্পে জমির ব্যবস্থা করবে সরকারই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : জমির জন্য আর চিন্তা নেই শিল্পপতিদের। শিল্প গড়তে চাইলে জমির ব্যবস্থা করে দেবে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গে শিল্প সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত তৈরিতে মঙ্গলবার এই আশ্বাসই দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) আয়োজনে 'বিকশিত বাংলা' শিল্প সম্মেলন হল শিলিগুড়িতে। সেখানে জমি কোনও সমস্যা হবে না বলে অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিলেও জমির ঊর্ধ্বসীমা আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দিয়েছে শিল্প মহল।

অর্থমন্ত্রীর কথায়, 'উত্তরবঙ্গে শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার জন্য আমাদের আলাদা ভাবনা আছে। আপনারা বিনিয়োগ করুন, প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামো গড়ে দেবে সরকার।' রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৭০ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছে বলেও তিনি জানান। তাঁর মতে, রাজ্যে শিল্পের মন্দার পিছনে 'বাঙালিরা ব্যবসা বিরোধী' অপপ্রচার রয়েছে। স্বপনের বক্তব্য, 'বাঙালিরা ব্যবসা

একদিনে হাজার কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাব উত্তরবঙ্গে

করে, কিন্তু দেশের সর্বত্র নেগেটিভ প্রচার রয়েছে। যা দূর করতে হবে।'

জমি নিয়ে শিল্পপতিদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। কারখানা করতে চাইলে এতদিন তাঁদেরই জমি জোগাড় করতে হত। তৃণমূল সরকার জমির ব্যবস্থা করার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অনড় ছিল। ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিরা কিনতে গেলে জমির দাম বেড়ে যেত, কোথাও কোথাও সিন্ডিকেটের পাল্লায় পড়তে হত। রাতারাতি মাঝে দাঁড়িয়ে যেত দালালরা। সেই সমস্যা দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই বলেছিলেন, তাঁর সরকার শিল্পের জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেবে।

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে উত্তরবঙ্গে এসে শুভেন্দু জানিয়ে গিয়েছেন, আমুল এখানে ১৫ একর জমিতে কারখানা গড়বে। সেই জমি চিহ্নিত করার কাজ চলছে। স্বভাবতই মঙ্গলবারের শিল্প সম্মেলনে জমি নিয়ে আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায়। জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দেন শিল্পপতি উমং মিত্তাল। তাঁর বক্তব্য, 'এই আইনের জন্য জমির সমস্যা দেখা দেয় এবং বিনিয়োগে তেমন কেউ আগ্রহ দেখান না।' *এরপর আটের পাতায়*

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা 'একলা চলোয়' বিশ্বাসী

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পিজিতে ভর্তি অনিশ্চিত

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অব্যবস্থা চরমে উঠেছে। সেকারণেই স্নাতকের ফল প্রকাশের চারদিন পরেও স্নাতকোত্তরের ভর্তি প্রক্রিয়াই শুরু করতে পারল না উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কবে থেকে ভর্তি শুরু হবে তা বলতে পারছেন না কোনও আধিকারিকই। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই প্রথম দফার ভর্তি শেষ করে ফেলেছে। একেবারেই নতুন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েও স্নাতকোত্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষের মুখে। তা সত্ত্বেও উত্তরের সবথেকে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জট কাটিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে না পারায় উঠেছে নানা প্রশ্ন। স্নাতকোত্তরের রেগুলার কোর্সের পাশাপাশি দূরশিক্ষার ভর্তিও শুরু করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে ধীরে ধীরে ভরসা হারাচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। অনেকেই ইতিমধ্যেই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন বা ভর্তির জন্য যোগাযোগ শুরু করেছেন।

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহের মধ্যে ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ করে ১ অগাস্ট থেকে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তরের পঠনপাঠন শুরু করতে হবে। ১৮ মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনই নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। সেই নির্দেশ মেনে বহু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই স্নাতকোত্তরের ভর্তি শেষ করে দিয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে কোনওভাবেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি নির্দেশ মেনে ১ অগাস্ট থেকে স্নাতকোত্তরের পঠনপাঠন শুরু করা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক ও শিক্ষকদের একটা বড় অংশ। চলতি বছর শুধুমাত্র স্নাতক স্তরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সিমেস্টারেই প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রীও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আপাতত ভর্তি নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

মাসখানেক আগেই স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা এবং ফর্ম ফিলআপ নিয়েও তৈরি হয়েছিল জটিলতা। প্রশাসনিক অচলবস্থার জেরে শেষপর্যন্ত পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এবার ভর্তি নিয়ে একই সমস্যা তৈরি হওয়ায় ক্ষোভে

এনবিইউতে চরম ডামাডোল

ফুঁসছেন শিক্ষক, অভিভাবকরা। তবে বিতর্ক এড়াতে কোনও শিক্ষকই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজ্ঞান বিষয়ের এক শিক্ষকের কথায়, 'প্রশাসনিক বিষয় ভালোভাবে না বুঝলেও কয়েকজন শিক্ষক নিজেদের জাহির করার জন্য সেগুলি নিয়ে অযথাই জলঘোলা করছেন। সহজ সমাধানের রাস্তায় না হেঁটে বারবার বিষয়গুলিকে বিনা কারণে জটিল করছেন। আর তার ফল ভুগছে ছাত্রছাত্রীরা। অন্য কারও কিছু হচ্ছে না।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ামক বিশ্বজিৎ সিনহাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় জটিলতার সমাধানে *এরপর আটের পাতায়*

সরল জীবন, কঠিন পরীক্ষা আনন্দময়ের

চিনতে পারেন না টিটিই, নিরাপত্তারক্ষী

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : সাধারণ পোশাক, মাটিতে পা রেখে চলাফেরা আর আড়ম্বরহীন জীবনযাপন। রাজনীতির জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে এই সহজ-সরল অভ্যাসই রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনকে যেন বারবার সমস্যায় ফেলছে। কখনও রেলের টিটিই তাঁকে চিনতে না পেরে প্রশ্ন করেছেন, কখনও কলকাতার রাস্তায় তাঁর লালবাতি গাড়ি আটকে জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে। এবার বাগডোগরা বিমানবন্দরেও সিআইএসএফ জওয়ানদের বাধার মুখে তাঁকে পড়তে হল।

গত সোমবার ঘটনাটি ঘটে। মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে আনন্দময় বাগডোগরা বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। টার্মিনাল ভবনে ঢোকার সময় দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে চিনতে পারেননি। পরিচয়পত্র এবং ভিআইপি প্রোটোকল দেখানোর পর তাঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের (পিএ) মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। এরপর তাঁকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে একইদিনে সাংসদ রাজু বিস্ট এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বিমানবন্দরের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় জওয়ান এবং কয়েকজন আপ্তসহায়ক ছিলেন। তাঁদের ক্ষেত্রে এমন কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি।

তবে বাগডোগরার ঘটনা প্রথম নয়। আনন্দময় এর আগেও একাধিকবার এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন। রেলের টিটিই তাঁকে চিনতে না পেরে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মন্ত্রী কোথায়? আসবেন না?' জবাবে আনন্দময় বলেছিলেন,

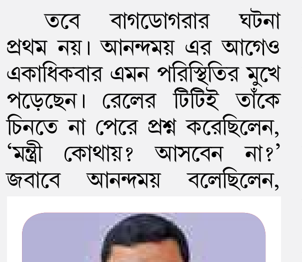

■ আড়ম্বরহীন জীবনযাপনে মন্ত্রী আনন্দময় বারবার সমস্যায় পড়ছেন

■ চিনতে না পারায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়

■ এর আগে রেলের টিটিই তাঁকে চিনতে পারেননি, কলকাতায় গিয়েও একই ধরনের অভিজ্ঞতা

'এখানেই আছেন। কিছু বলার থাকলে আমাকেই বলুন।' পরে তাঁর ব্যক্তিগত আপ্তসহায়ক পরিচয় জানালে বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

সাধারণ যাত্রীর মতো প্রশ্নের মুখে পড়লেও মন্ত্রী সেই সময় রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কয়েক দিন আগে কলকাতাতেও তাঁর একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। লালবাতি লাগানো গাড়ি মাঝরাস্তায় আটকে কর্তব্যরত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। তবে অনেক সময় এমন ঘটনায় আনন্দময় নিজেই হাসতে থাকেন।

কিন্তু একের পর এক এমন অভিজ্ঞতায় তিনি এবার ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। ক্ষমতার দম্ভ বা ভিআইপি সংস্কৃতির বাইরে থেকে যাঁরা সাধারণ মানুষের মতো থাকতে চান, তাঁদের কি প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের পরিচয় প্রমাণ করে যেতে হবে? সহজ জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই মন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, 'পোশাক আর চেহারাই কি তবে মানুষের পরিচয়ের আসল মাপকাঠি?'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সমাজে এখনও পদ ও ক্ষমতার বাহ্যিক প্রকাশকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। দামি পোশাক, দেহরক্ষীর বলয় বা আড়ম্বর না থাকলে একজন মন্ত্রীকেও চিনতে সমস্যা হতে পারে। আনন্দময়ের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা সেই মানসিকতারই একটি উদাহরণ বলে তাঁরা মনে করছেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরের ঘটনার পর মন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, শুধু পোশাক, জাঁকজমক কিংবা চেহারা দেখে কি কোনও মানুষের মূল্যায়ন বা পদমর্যাদা বিচার করা উচিত? মন্ত্রী নিজে পেশায় শিক্ষক। আর শিক্ষক হিসেবে এই বিষয়টি তাঁকে যে খুবই কষ্ট দেয় তা পরিষ্কার।

বাঘ আসবে-বাঁচবে বাস্তুতন্ত্র, আশা বক্সায়

জঙ্গলের নীরবতা ভেঙে বক্সায় ফিরছে রাজকীয় গর্জন। বাঘ শুধু প্রাণী নয়, একটি সুস্থ অরণ্যের হৃৎস্পন্দন। কয়েক দশকের দীর্ঘ শূন্যতা কাটিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে বাঘ ফেরানোর তোড়জোড়ে এখন নতুন ভোরের আলো বক্সায়। আজ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে বিশেষ প্রতিবেদন।

দীপ সাহা

জঙ্গলের কোনও ভাষা নেই। তবু সে কথা বলে।

কখনও পাতা ঝরার শব্দে, কখনও হরিণের সতর্ক ডাকে, কখনও ময়ূরীর নাচে। আবার কখনও বা দীর্ঘ নীরবতায়। সেই নীরবতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অরণ্যের সবচেয়ে বড় সত্য।

আমরা বাঘকে দেখি শক্তির প্রতীক হিসেবে। ভয় পাই তার হিংস্রতা দেখে। কিন্তু প্রকৃতি তাকে অন্য পরিচয়ে চেনে। বাঘ আসলে একটি অরণ্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। সে বেঁচে থাকলে বোঝা যায়, বন এখনও সুস্থ। শিকারের জন্য প্রাণী রয়েছে। গাছপালা, পাখি, পোকামাকড়, অণুজীব- সবাই নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ একটি বাঘের বেঁচে থাকা মানে একটি নদীর বেঁচে থাকা, একটি জঙ্গলের বেঁচে থাকা, শেষপর্যন্ত মানুষেরও বেঁচে থাকা।

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসের

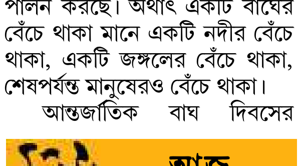

প্রাক্কালে উত্তরবঙ্গের বক্সা টাইগার রিজার্ভ যেন সেই কথাটাই নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

সরকারি তথ্য বলছে, বিশ্বের প্রায় ৭০ শতাংশ বুনো বাঘের আবাস এখন ভারত। ২০২২ সালের সর্বভারতীয় বাঘ গণনায় দেশে বাঘের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৬৮২। ২০০৬ সালে যা ছিল মাত্র ১,৪১১। একসময় যে প্রাণীকে বিলুপ্তির আশঙ্কা ঘিরে ধরেছিল, আজ তার পুনরুত্থানের গল্প শুনছে গোটা বিশ্ব।

বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ, 'প্রোজেক্ট টাইগার', জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের নজরদারি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ, সব মিলিয়ে ভারত আজ বাঘ সংরক্ষণে

বিশ্বের অন্যতম সফল দেশ। কিন্তু এই সাফল্যের মানচিত্রে একটি অরণ্য আজও খানিকটা নীরব। তার নাম বক্সা।

১৯৮৩ সালে 'প্রোজেক্ট টাইগার'-এর আওতায় বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের স্বীকৃতি পায়। ব্যঙ্গাত্মক হলেও সত্যি, সেই স্বীকৃতির কয়েক বছরের মধ্যেই জঙ্গল থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করে বাঘ। যে অরণ্যের পরিচয় ছিল বাঘের নামে, সেই অরণ্যই কয়েক দশক ধরে 'বাঘহীন'। গত কয়েকবছরে বেশ কয়েকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়লেও সেগুলো আদতে 'পরিযায়ী' বলেই মত প্রাক্তন বনকর্তাদের। আর সেই কারণেই এবার পরীক্ষামূলকভাবে বাঘ আনার *এরপর আটের পাতায়*

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tenders are invited from reputed firms for Out side painting works with branding of BPHU at different blocks' (02 nos.) in the District of Dakshin Dinajpur N.I.e.T. No. –03(Const.) of 2026-'27 (2nd Call). The last date & time of online bid submission: 05.08.2026 upto 05:30PM visit www.wbtenders.gov.in Sd/-Secretary DH&FWS & CMOH, Dakshin Dinajpur ICA-T13574(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice
Tenders are invited from reputed firms for Supply of Cooked Diet to the Indoor patients of Govt. hospitals in Uttar Dinajpur. NIeT No. – 02 of 2026-2027. The last date & time of online bid submission as per NIT documents is 14.08.2026 up to 05.00 PM. For details, please visit www.wbhealth.gov.in & www.wbtenders.gov.in. Sd/- Secretary DH&FWS & CMOH, Uttar Dinajpur ICA-T13573(3)/2026

E-TENDER NOTICE
e-Tender is being invited by the Secretary, Siliguri RMC for the following works, details of which may be had from this office during the office hours or in the website, namely - https://tenders.wb.gov.in.
1. Tender Ref. No: RMC/02-SEC/SLG/2026-27, Dated: 28/07/2026 Vide Tender ID. No. 2026_WBSMB_5017478_1
2. Tender Ref. No: RMC/03-SEC/SLG/2026-27, Dated: 28/07/2026 Vide Tender ID. No. 2026_WBSMB 5017493_1

Last Date of submission of bid (Online): 17/08/2026 at 05.00 hours.
Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৩অব ২০২৬, তারিখ: ২৪-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ডিসিইএসটি এমএলজি-২০-২০২৬। কাজের নাম ও স্থান: (ক) ইকো পার্ক আমিনগাঁও-এ কমান্ড সাথে গ্রিনহাউস কাম ইকোলজিক্যাল হাট-এর ব্যবস্থা ও নির্মাণ। (খ) নামবাড়ী-এ: এসএসই /ডব্লিউ/নামবাড়ী অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের ঝুঁকিপূর্ণ জমিতে দখল রোধ করার জন্য বাউন্ডারি ওয়াল-এর নির্মাণ (৩.৬ কিমি)। টেন্ডার মূল্য: ৩,৭০,৫৬,৯৫৫.১৪ টাকা; বায়নার ধন: ৭,৪১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিওয়াই. চিফ ইঞ্জিনিয়ার/এস্টেট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মডার্নাইজেশন-এর জন্য নেটওয়ার্কের আপগ্রেডেশন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১৯, তারিখ: ২৩-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে পিআরএস নেটওয়ার্ক-এ মডার্নাইজেশন-এর জন্য নেটওয়ার্কের আপগ্রেডেশন। টেন্ডার মূল্য: ৩,৭৯,২৩,১২৩.২৩ টাকা, বায়নার ধন: ৭,৫৮,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIQ No. 01/Q/2026-27/EE/RGJ/SS/PWD
Tender ID : 2026_WBPWD_5017450_1
e-Quotation is hereby invited by the undersigned for engagement of different categories of security personnel vide quotation number mentioned above. Online bid submission closing date and time is 14.08.2026 up to 6:00 p.m. For detail information and quotation documents please visit https://tenders.wb.gov.in Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, Social Sector, PWD, Karnajora, Raiganj, Uttar Dinajpur, 733130. Sd/- Executive Engineer, Raiganj Division, Social Sector, PWDte. ICA-T13636(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 9 of 2026-2027. EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- 1. Routine Sanitary Wash and repair to newly allotted quarters and hostel rooms at North Bengal Medical College & Hospital at Sushrutanagar in the district of Darjeeling. Tender ID:- 2026_WBPWD_5017425_1. 2. Day to day civil infrastructure maintenance at North Bengal Medical College & Hospital at Sushrutanagar in the district of Darjeeling. Tender ID:- 2026_WBPWD_5017425_2. Bid submission start date (online) 28.07.2026 12:00 P.M. Bid submission closing date (online) 07.08.2026 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of W.B. ICA-T13638(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Quotation Notice No. 04 of 2026-27 of Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division. Name of Work: Supply of 1 (one) No Good condition Motor/Maxi Cab with commercial permit with driver on per day hire as and when necessary and purely on temporary basis for official duty of the office of the Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate, Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5017435_1. Estimated Amount: 0.00. Bid Submission start date (online) 30.07.2026 from 02.00 PM, Closing date of Bid Submission on 12.08.2026 upto 2.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Raiganj Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate ICA-T13619(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge e-Tender Notice
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, financially sound and experienced agency/ farm for the work of "Works related to Kohinur TG PWSS" against NIe-T No.: 35/ALD/2026-27. Both Technical and financial bid submission closing date (online) for Tenders: 18-08-2026 upto 02:00 P.M. Details may be viewed in the http://www.wbtenders.gov.in website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. ICA-T13652(3)/2026

টেন্ডার নোটিস নং. ডিওয়াই.সিই/সি/এনজেপি/ই/০৭/২০২৬ তারিখ: ২৯-০৬-২০২৬ এর বিপরীত সংশোধনী নং. ৩ এবং ৪
টেন্ডার নং. ই-সি-এন-এস-০১-২৬-২৭-সিওএম এর জন্যে সংশোধনী-৩ এবং ৪ প্রকাশিত করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in অবলোকন করুন।
ডিওয়াই.সিই, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Notice No. 06 of 2026-27 by Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate invites online e tender for the work of: 1. Providing of road safety measures i.e. bituminous speed breakers, road marking, road studs on Jatiyakali more to Gadra road at chainage 0.00kmp to 9.30km under Jalpaiguri Highway Division during the year 2026-27. Estimated Cost: Rs. 449311.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5017438_1. 1. Bid submission start date (on Line): 31-07-2026 at 16.00 HOURS. 2. Bid submission closing date (on Line): 07-08- 2026 Upto 14.00 HOURS. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (on Line): 10-08-2026 after 13.00 HOURS. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Jalpaiguri Highway Sub-Division, Jalpaiguri. ICA-T13620(3)/2026

পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ও ট্র্যাকের কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ৩৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৪-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং: ১৪-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম: ২ বছরের মেয়াদের জন্য এসএসই/পি-ওয়ে/কোচবিহার -এর এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় পি-ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ট্র্যাকের কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,৬১,২৯,৫০৬.৬৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,২২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tenders are invited from reputed firms for 'Construction of Health & Wellness Centre (HWC Type-A) at Guriapara under Gangarampur Block, District of Dakshin Dinajpur. N.I.e.T. No. –02 (Const.) of 2026-27 (2ND Call). The last date & time of online bid submission: 12.08.2026 upto 05:30PM visit www.wbtenders.gov.in Sd/-Secretary DH&FWS & CMOH, Dakshin Dinajpur. ICA-T13575(3)/2026

জেনারেল ইলেকট্রিক লাইটিং-এর কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এপি/ইএল/১২/২৬-২৭। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি/ইএল/১২/২৬-২৭; কাজের নাম: [illegible] টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

সেতুর কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/০৪/২০২৬/এনজেপি তারিখঃ ২১-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল০৪২০২৬এনজেপি। কাজের নামঃ এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি অংশের অধীনে ২৫টি লোডিঙের দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ আলিপুরদুয়ার খণ্ডের ৭১/৪-৬ কিলোমিটারে সেতু নং. ৮৮ ডাউন (৩×৪৫.৭ মিটার), ৮৪/২-৩ কিলোমিটারে সেতু নং. ৯৪ ডাউন (৩×৪৫.৭ মিটার), ১৪২/৬-৮ কিলোমিটারে সেতু নং. ১৫০ আপ (৪×৪৫.৭ মিটার) স্প্যানের ওপেন ওয়েব স্টীল ব্রীজ গার্ডারের নির্মাণ, যোগান এবং প্রতিস্থাপন। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ২৩,৯৪,৪৮,০৫১.৪৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪৭,৮৯,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০৫ ঘণ্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
টোকাঃ এল.নং. ২০১৪/সিই-III/বিআর/ব্রিজ, তারিখ ০৮-০৬-২০১৬ অনুযায়ী ওয়ার্কশপ ব্রিজ পলিসি অনুসারে ইডব্লিউএস/বঙ্গাইগাঁও এ ৯৪০.১ মেট্রিক টন (আনুমানিক) পরিমাণের হেতু সেতু নং ১৫০ আপ (৪×৪৫.৭ মিটার) এবং সেতু নং ৯৪ ডাউন (৩×৪৫.৭ মিটার)-এর জন্য গার্ডার নির্মাণ করা হবে।
ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট
আমার প্রকৃত নাম Amisha Sharma Rai, DOB: 30.5.1998, স্বামী- Manit Rai, যা আমার আধার ও ভোটার কার্ডে নথিভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমার কন্যা, Ritu Rai-এর বার্থ সার্টিফিকেটে (No: B 2018190559600154, DOB: 24.11.2018, dt of Rgn. 28.11.2018)-এ আমার নাম Amisha Rai উল্লেখ রয়েছে। তাই ২৭/৭/২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে Amisha Sharma Rai ও Amisha Rai একই ব্যক্তি। (C/122086)

Lost/found
আমি Galaxy Indira Tirkey, পিতা Late Gyan Prakash Tirkey, ঠিকানা: কালচিনি থানা লাইন, পো: কালচিনি, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (NO: 125/Kal/SC) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন- 9933649275. (C/122083)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridge e-Tender Notice
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, financially sound and experienced agency/farm for the work of "Different Works related to different PWSS" against NIe-T No.: 34/ALD/2026-27. Both Technical and financial bid submission closing date (online) for Tenders : 18-08-2026 upto 02:00 P.M. Details may be viewed in the http://www.wbtenders.gov.in website. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. ICA-T13595(3)/2026

Govrenment of West Bengal
ABRIDGE 1st Corrigendum against e-SNIT No.- WBIW/EE/MID/e-SNIT-03/2026-27, Sl. No.-04
Tender Id:- 2026_IWD_1034318_4
The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda circulate 1st Corrigendum (Date) of above mentioned e-SNIT, Sl. No.-04 under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last date of Bid Submission 31-07-2026 & Time upto 12:00 Hrs Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site https://www.iwd.wb.gov.in/ & https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Construction of Dais, Gallery, Boys & Girls Toilet, Surface Drain, Boundary wall & Ground Development of Samsi College Ground in the District of Malda, under Malda Division PWD, during the year 2025-2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5017447_1, Estimated Amount: Rs. 82,49,866.00, e-NIT No. 09 of 2026-27 (2nd Call) of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 30/07/2026 from 11:00 A.M. Bid submission closing date & time (online): 13/08/2026 upto 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T13631(3)/2026

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/০২/২৬-২৭/আরটি তারিখঃ ২৩-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/০২/২৬-২৭/আরটি। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলেঃ ০৪ টি এলসি গেটে আইপিএস, ব্যাটারি এবং রিলে কক্ষ, গেট গুমটির নির্মাণের জন্যে বৈদ্যুতিক কাজ (এলসি গেট নং. সিএ-১, সিএ-৮, সিএ-১৯ এবং সিএ-২০)। টেন্ডার রাশিঃ ৮,১৮,৩৩২.২৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি
Vibahao.com এর জন্য Computer জানা পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী চাই। M - 9339913356. (C/113865)

অ্যাফিডেভিট
আমি Naushad Hossain গত 08/07/26 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে Affidavit No. 15620 বলে Naushad Hossain থেকে Pappan Choudhury নামে পরিচিত হলাম। (C/122486)

●

আমি Dulari Oraon W/o- Late Mangra Oraon, গ্রাম ও পো- দক্ষিণ কামাক্ষাগুড়ি, থানা- কুমারগ্রাম, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার পুত্র Surajit Oraon, গত 13/5/2026 ইং তারিখ বক্সিরহাট থানার অন্তর্গত বোচামারী চৌপথিতে বাইক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, কেস নং- 58/2026, তারিখ- 13/5/2026। মৃত পুত্রের শংসাপত্র পাওয়ার জন্য 19/6/26 তারিখ আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে 066/26 নং অ্যাফিডেভিটে হলফনামা দিলাম। (D/S)

●

আমি Indrajit Barman, পিতা: Jitendranath Barman, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB6920060891354-এ পিতার নাম ভুলবশত G.N Barman উল্লেখ আছে। তাই ২৮/০৭/২০২৬ আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Jitendranath Barman এবং G.N Barman একই ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হল। (C/122085)

e-TENDER NOTICE
Applications are invited through the e-Tender Portal for the following tender IDs :
2026_HFW_1033864_1, 2026_HFW_1033865_1
Last Date & Time for Submission 30-07-2026, 05:00 PM.
2026_HFW_1034366_1, 2026_HFW_1034370_1. Last Date & Time for Submission 03/8/2026 5:00 PM. Tender Portal : **https://wbtenders.gov.in**
Superintendent, Mal SDH, Jalpaiguri

Office of the Principal
Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital
e-Tender Notice
Tender is invited for "Providing of General Duty Attendant (GDA) Personnel 2nd Call" at MJNMCH Vide Memo No. MJNMC/PRIN/1751/2026, Dated 28/07/2026. Details are available from the following sites : **www.tenders.wb.gov.in**, **www.coochbehar.gov.in**, **www.mjnmch.ac.in**
Sd/-
Principal, MJNMC&H
Cooch Behar

LL.B ভর্তি
Uttarayan College of Law, Madhupur, Coochbehar এ LL.B কোর্সে সীমিত আসন ফাঁকা আছে। যোগ্যতা-B.A/B.Com/B.Sc. যোগাযোগ- 9593678888. (C/A)

অ্যাফিডেভিট
আমার নথিভুক্ত খতিয়ান নং L.R. 115, J.L. No 037, মৌজা ঃ ইচ্ছামারী আমার নাম Tapash Ghosh-এর পরিবর্তে Tapesh Ghosh নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 15-07-2026, C.J. (Jr. Divn.) Addl Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Tapash Ghosh এবং Tapesh Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার প্রকৃত পুরো এবং শুভ নাম Tapash Ghosh প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ ইচ্ছামারী, পোঃ হাতিদুবা, থানা ঃ পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃ বঃ (ভারত)। (C/122619)

●

I Payal Bhujel D/o- Sunil Bhujal with my full address of Fakna Jote, Fakna P.O. & P.S. Naxalbari, 734429, do hereby solemnly affirm and declare, that the correct name of my father is Sunil Bhujal which is recorded in my Aadhaar Card Pan Card and Voter ID Card. In all my educational certificate where my father name recorded as Sunil Kumar Bhujel that Sunil Bhujal and Sunil Kumar Bhujel is the same one and single identical person. i.e. my father I have corrected the same vide affidavit dated on 28- July 2026 from Notary Public at Siliguri Court. (C/123063)

●

আমি, Tagari Saha, W/o Gopal Saha ঠিকানা :- মধ্য চয়নপাড়া, শিলিগুড়ি, ওয়ার্ড নং 37, পঃ বঃ - 734006 আমার সব কিছু নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Tagari Saha উল্লেখ আছে। কিন্তু ভুলবশতঃ আধার কার্ডে আমার নাম Sankari Roy থাকায়, গত 18/7/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে LD. 1st ক্লাস J.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Sankari Roy থেকে Tagari Saha নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/123062)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5017448_1. Bid Submission end Date: 14.08.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T13630(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D. NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender by the **E.E./NBDD Vide NIeT No.11 (Sl-01 to 15) of 2026-27 & NIeT No. 12 (Sl-01 to 15) of 2026-27 of the E.E, NBDD.**
Details of works will be seen in the above mentioned NIeT in the website :-
www.wbtenders.gov.in & www.wbnorthbengaldev.gov.in.
Executive Engineer
North Bengal Development Department

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
N.B.D.D INVITING QUOTATION
Tender Notice Inviting Quotation by the E.E(EL)./NBDD, Vide: 06 (EE/EL) (SL No. 01 to 08) of 2026-27, 07 (EE/EL) (SL No. 01 to 12) of 2026-27, 08 (EE/EL) (SL No. 01 to 10) of 2026-27, 09 (EE/EL) (SL No. 01 to 10) of 2026-27, 10 (EE/EL) (SL No. 01 to 08) of 2026-27, 11 (EE/EL) (SL No. 01 to 12) of 2026-27, 12 (EE/EL) (SL No. 01 to 10) of 2026-27, 13 (EE/EL) (SL No. 01 to 10) of 2026-27, 14 (EE/EL) (SL No. 01 to 10) of 2026-27, Details of works be seen in the above mentioned NIQ in the website: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.
SD/-
Executive Engineer (Elect)
North Bengal Development Department
Govt. of West Bengal

ডাটাকম সরঞ্জাম ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশের আধুনিকীকরণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এসএন্ডটি/এপিডিজে/১২, তারিখ: ২৩-০৭-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; ক্রম নং -১; টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১২-২০২৬-২৭; কাজের নাম: সারা ভারত জুড়ে পিআরএস আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সমস্ত পিআরএস স্থানে ডাটাকম সরঞ্জাম এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশের উন্নতিকরণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ২,৩৫,১৪,৮৪৮.০৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,৩০,৩০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২১-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা ২১-০৮-২০২৬ তারিখ, বন্ধের পরে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Deputy Director of Agriculture (Administration), Uttar Dinajpur
Tender Notice (e-Tender Mode Only)
Procurement Rate contract for Inputs as per requirement of the office of the Deputy Director of Agriculture (Administration), Uttar Dinajpur. Items are to be supplied to different blocks (O/o the Assistant Directors of Agriculture, Blocks) of Uttar Dinajpur district. Tender Reference Nos.: (1) **AGRI/UD/e-NIT-04/2026-27/Herbicides, Dated-10/07/2026** (Estimated initial procurement value is Rs. 70.515 lakh). Last date of bid submission for the e-tenders is 07/08/2026. (2) **AGRI/UD/e-NIT-05/2026-27/Pesticides, Dated-10/07/2026** (Estimated initial procurement value is Rs. 143.255 lakh). Last date of bid submission for the e-tenders is 07/08/2026. Corrigendum (If any) will be published/uploaded in http://wbtenders.gov.in only. All Details will be available at http://wbtenders.gov.in Sd/- Deputy Director of Agriculture (Admin), Uttar Dinajpur District. ICA-T13591(3)/2026

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME
STATION CELL (ECHS), BENGDUBI
E-mail: shqbengdubi@echs.gov.in
EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage following Para Medical & Non Medical Staff on contractual basis in ECHS Polyclinic Bengdubi & Raiganj for a period of one year renewable for additional period of one year/till attaining the maximum age subject to performance of candidates/other conditions according to the criteria as mentioned against each post. Civilian candidate if selected in lieu of ESM reserve vacancy will be eligible to serve only for 11 months from the date of appointment. The said vacancy will fall vacant thereafter for being made available to ESM.

Appointment	Minimum Qualification	No of Vac Tentative	Fixed Remuneration PM	Remarks
FOR POLYCLINIC BENGDUBI				
Pharmacist	B Pharmacy from a recognized institute, Diploma in Pharmacy from an Institute recognized council of India & 3 years experience.	01	36,500/-	
FOR POLYCLINIC RAIGANJ				
Pharmacist	B Pharmacy from a recognized institute, Diploma in Pharmacy from an Institute recognized council of India & 3 years experience.	01	36,500/-	
Dental Hygienist	Diploma in Dental Hygienist/Class-I DH/DORA course (Armed Forces) & 3 years experience.	01	36,500/-	
Female Attendant	Literate, 05 years experience in civil/Army health institute.	01	21,800/-	
Chowkidar	Class 8th or GD Trade for Armed Forces personel	01	21,800/-	
House Keeper	Literate & 05 Yrs service.	01	21,800/-	

2. All employees may be employed or transferred to any polyclinic under station cell (ECHS) Bengdubi i.e Bengdubi and Raiganj for a temp period or entire period. A reserve pool will be maintained amongst the candidate found will be employed subsequently for a period upto 31 March 2027 on creation of vacancy during the year. Subsequently extension one year will follow as per existing protocols. Preference will be given to ESM in each category
3. For Terms & Conditions, application Form & Remuneration. Kindly see our website www.echs.gov in for additional details; email ID shqbengdubi@echs.gov.in. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-servicemen.
4. Last date of receipt of application as per format given at our website. Application as per requisite format alongwith self attested photocopies in support of Educational Qualifications and work experience will be submitted to OIC, Station HQ (ECHS Cell), Bengdubi by 12 Aug 2026 in duplicate. Any application received after 12 Aug 2026 will not be accepted.
5. Interview date, Timing & Venue. Candidate must reach Station Cell (ECHS), Bengdubi (near SBI Bengdubi) at 0830 hrs on 14 Aug 2026 for the interview to be held between 0900 hrs to 1500 hrs. Candidates must bring all the original certificate/mark sheets/degree of 10th /Matric, 10+2 & Graduation/post Graduation/Diploma/Course. work experience and two passport size colour photographs at the time of interview. In addition to the above, ESM to bring discharge book, PPO, service records. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Minimum Qualification Requirement may apply.
6. Overlapping of Handing/Taking Period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assests). 10 days of handing/ taking over between the key appoint (OIC, Pharmacist, DEO, Chowkidar, Peon, Dental Hygienst. Female Attendant and House Keeper) at polyclinic will be carried out. The APR in respect of OIC with regards to immovable & movable property will be deposited with Station HQ before tenanting the appointment. This will be applicable for both initial appointment & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected candidate will have to undergo 10 days On the Job Training (OJT) and obtain a certificate from OIC ECHS before signing the contract. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charges as a contractual employee.

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী
আগস্ট' ২০২৬ মাসের জন্য লামডিং মণ্ডল অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৬	০৫-০৮-২০২৬, ১৮-০৮-২০২৬ এবং ২৮-০৮-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল সামগ্রী প্রবন্ধক/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের (এগারোটি) এনএসজি-৫ ও ৬ ক্যাটাগরির স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি
বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সি/৪৪২/এপি/এসটিবিএ/পিটি.I তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০২৬
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন, পোস্ট: আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা: আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনস্থ এনএসজি-৫ ও ৬ ক্যাটাগরির স্টেশনে যাত্রীদের জন্য অসংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করার লক্ষ্যে তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) হিসেবে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সিল করা খামে আবেদনপত্র আহ্বান করছেন।
আবেদনপত্র সংগ্রহের তারিখ ও সময়: ২৮-০৭-২০২৬ থেকে ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের মধ্যে যেকোনো কার্যদিবসে ১০:০০ টা থেকে ১৭:০০ টা পর্যন্ত।
আবেদনপত্রের বক্সে জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়: ৩০-০৭-২০২৬ তারিখ ১০:০০ টা থেকে ২০-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত।
আবেদনপত্রের বক্স খোলার তারিখ ও সময়: এসিএম/আলিপুরদুয়ার জংশন -এর চেম্বারে ২০-০৮-২০২৬ তারিখ ১৬:০০ টায়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in দেখুন।
সিনিয়র ডিসিএম/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪২৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২১৯৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ গুরু, দুপুর ১২.০০ গুরু, বিকেল ৩.৩০ জানেমন, সন্ধে ৬.৩০ মেজদিদি, রাত ৯.৩০ দাদা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.৩০ গ্রেফতার, বিকেল ৫.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.৩০ আই লভ ইউ, রাত ১১.০০ নবাব
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ দিওয়ানা, বেলা ১১.৩০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.০০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৫.০০ রাজার মেয়ে পারুল, সন্ধে ৭.৩০ তিনমূর্ত্তি, রাত ১১.০০ দান প্রতিদান
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কুহেলী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিরোধ
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০৩ দ্য ডিপ্লোম্যাট, ২.১৩ এভোলিউশন, বিকেল ৩.৫৪ ভাইয়াজি, সন্ধে ৬.১০ মহা, সন্ধে ৭.৫৫ মেজর, রাত ১০.৩৫ নরাপ্পা
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.২০ আতিশ, বিকেল ৪.২০ ক্ষত্রিয়, সন্ধে ৭.৫৫ সড়ক, রাত ১০.১০ ড্রাঙ্কেন মাস্টার

জানেমন বিকেল ৩.৩০
জলসা মুভিজ

গুরুদক্ষিণা দুপুর ২.০০
জি বাংলা সোনার

টাইগার ফিশ : আফ্রিকাজ পিরানহা রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

দিনপঞ্জি
শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ৭ শ্রাবণ, ২৯ জুলাই ২০২৬, ১২ শাওন, সংবৎ ১৫ আষাঢ় সুদি, ১৪ শফর। সূঃ উঃ ৫।৯, অঃ ৬।১৯। বুধবার, পূর্ণিমা রাত্রি ৭।৪০। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।১৮। প্রীতিযোগ রাত্রি ১।৩১। বিষ্টিকরণ দিবা ৬।৫৪ গতে ববকরণ রাত্রি ৭।৪০ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, অপরাহ্ণ ৪।১৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৪।১৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ৭।৪০ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৮।২৬ গতে ১০।৫ মধ্যে ও ১১।৪৪ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৬ গতে ৩।৪৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৭।৪০ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা, প্রাতঃ ৫।৪২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ, প্রাতঃ ৫।৪২ গতে অপরাহ্ণ ৪।১৮ গতে বিক্রয়বাণিজ্য নববস্ত্রপরিধান বিপণ্যারম্ভ, অপরাহ্ণ ৪।১৮ গতে বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- রাত্রি ৮।৫৭ গতে ২।৬ মধ্যে মীন মেষ ও বৃষলগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৪।২০ গতে ৫।৯ মধ্যে কর্কটলগ্নে সুতহিকবুকযোগে যজুর্বির্ব্বাহ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। আষাঢ়ী পূর্ণিমা ও গুরুপূর্ণিমা। শ্রীশ্রীব্যাস পূজা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৬ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১ গতে ১০।৩১ মধ্যে।

আজকের দিনটি
শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও ভিনরাজ্যে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। দুপুরের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। বৃষ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। পরিবারে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। মিথুন : ব্যবসায় গোপন শত্রুরা ক্ষতির চেষ্টা করলেও সফল হবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা। কর্কট : খুব সাবধানে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করুন। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ায় ঋণ করতে হতে পারে। সিংহ : স্ত্রীর পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। প্রেমে শুভ। কন্যা : ছেলের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বাড়িতে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার আগে বড়দের থেকে পরামর্শ নেবেন। তুলা : বাবার শারীরিক সমস্যায় মানসিক চাপ বাড়বে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃশ্চিক : পেটের কারণে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হবে না। নতুন যানবাহন কেনার সুযোগ পাবেন। ধনু : কেউ টাকা ধার চাইলে, না বলার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপের কারণে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। মকর : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কুম্ভ : সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আটকে থাকা কোনও কাজের সমাধান হবে। মীন : অন্যের কথায় কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগে প্রতারিত হতে পারেন। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটবে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ঝুলন্ত দেহ

তপন, ২৮ জুলাই : তপন থানার অন্তর্গত ১ নম্বর রামপাড়া-চেঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খোসালপুর এলাকায় মঙ্গলবার এক বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম বন্দনা বাড়ই (২০)। পরিবারের দাবি, পারিবারিক বিবাদের জেরে তিনি বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়েছেন। তপন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

Government of West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUPERINTENDENT MATIGARA CHILDREN HOME FOR GIRLS
P.O. NEW RANGIA, DISTRICT-DARJEELING, PIN-734013
Email-ID: matigarchildrenhomeforgirls@gmail.com

EXTRACT OF THE E-TENDER (2nd Call) NOTICE

Memo No.: 152/MCHG/SLG-26 Dated: 27.07.2026

E-tenders are invited to agencies for One year for Matigara Children Home for Girls, Siliguri, Dist. Darjeeling vide Memo No.141/MCHG/SLG-26 dated 09.07.2026 & Memo No. 138/MCHG/SLG-26 dated 09.07.2026 respectively through online in the portal of the government of West Bengal of https://tenders.wb.gov.in/ within 07.08.2026 till 5 P.M.

Sd/-
SUPERINTENDENT
MATIGARA CHILDREN HOME FOR GIRLS
DARJEELING

বালুরঘাট - ভাতিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেসের পথপরিবর্তন

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য উত্তর রেলওয়ের ওল্ড দিল্লি ইয়ার্ডে পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের কারণে বালুরঘাট - ভাতিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস ট্রেনের পথপরিবর্তন সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত পথপরিবর্তনটি নিম্নরূপে সংশোধিত হয়েছে : (১) **১৫৭৩৩ বালুরঘাট - ভাতিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৮.২০২৬) গাজিয়াবাদ - ওল্ড দিল্লি - সবজি মান্ডি হয়ে চলার পরিবর্তে গাজিয়াবাদ - নিউ দিল্লি - সবজি মান্ডি হয়ে চলবে এবং দিল্লি শাহদারা জং. ও ওল্ড দিল্লি জং. স্টেশনে থামবে না। (২) **১৫৭৪৩ বালুরঘাট - ভাতিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৮.২০২৬ ও ০৫.০৮.২০২৬) গাজিয়াবাদ - ওল্ড দিল্লি - দিল্লি কিশনগঞ্জ হয়ে চলার পরিবর্তে গাজিয়াবাদ - নিউ দিল্লি - দিল্লি কিশনগঞ্জ হয়ে চলবে এবং দিল্লি শাহদারা জং. ও ওল্ড দিল্লি জং. স্টেশনে থামবে না।

দ্রষ্টব্য : ১৫৭৩৩ বালুরঘাট - ভাতিন্ডা ফরাক্কা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৮.২০২৬) স্বাভাবিক পথে গাজিয়াবাদ - ওল্ড দিল্লি - সবজি মান্ডি হয়ে চলবে। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

আগস্ট' ২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৬	১৩-০৮-২০২৬ এবং ২৭-০৮-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৬	১৩-০৮-২০২৬ এবং ২৭-০৮-২০২৬

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৬	১৩-০৮-২০২৬ এবং ২৭-০৮-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office : Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata - 700 091
CIN: U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in
WBSEDCL

NOTICE TO CONSUMER

Gist of the Order dated 24/07/2026 of the West Bengal Electricity Regulatory Commission (in short "Commission") to pass on the benefit of tariff subsidy granted by the Government of West Bengal to the Agriculture (Irrigation) consumers under West Bengal State Electricity Distribution Company Limited (WBSEDCL) for the energy consumption effective from consumption month of August 2026.

1) The Commission has passed an Order dated 24/07/2026 directing WBSEDCL to extend the benefit of tariff subsidy to the Agriculture (Irrigation) consumers as granted by the State Government vide Order No. 62-Pr.S(P)/2026 dated 22.07.2026 of the Department of Power, Government of West Bengal in public interest.
2) The Order of the Commission, along with the directive of the State Government, has been posted on the website of WBSEDCL - **www.wbsedcl.in**.
3) The gist has been published in compliance with the directive given by the Commission in its Order dated 24/07/2026.
4) For any further interpretation/ clarification, the Order of the Hon'ble Commission dated 24/07/2026 may be referred to.

N.B.: However, difference if any, from the original Order is found anywhere in this gist, due to misprinting or any other reason, the version as available in the original Order would prevail.

Place: Bidhannagar
Date: 29.07.2026

ICA-N190(4)/2026

Shyamal Kanti Das
Chief Engineer (Regulation)

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের মালবাজার, তুফানগঞ্জ, চাংরাবান্ধা, নিউ ময়নাগুড়ি এবং কামাখ্যাগুড়ি (দ্বিতীয় প্রবেশদ্বার) রেল স্টেশনে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অস্থান ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৫৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের মালবাজার স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমএক্স-৪১-২৬-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের তুফানগঞ্জ স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	চাংরাবান্ধা স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং - মিশ্রড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন পরিসরের প্রবেশ পথের ডানদিকে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-কেএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং - মিশ্রড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশ পথে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের উপর বাহনের জন্যে মিশ্রড পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৮-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং **বন্ধ হবেঃ** ১২.১০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আইআইটি খড়্গপুরের সাহায্যে নতুন নীতি শংকরের মুখে

পর্যটক-সুবিধায় অ্যাপ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : পর্যটনের উন্নয়নে পর্যটন নীতি তৈরি করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি সাহায্য নেওয়া হচ্ছে আইআইটি খড়্গপুরের। একইসঙ্গে সর্বজনীন দুর্গাপুজোকে বিশ্বজনীন করে তুলতেও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিআই) আয়োজিত 'বিকশিত বাংলা' শিল্প সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় তাঁর দপ্তরের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা এভাবেই তুলে ধরলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির একটি হোটেলে আয়োজিত শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত শিল্পপতিদের উত্তরের পর্যটনে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানান তিনি।

বাংলার দুর্গাপুজোকে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি' স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেসকো। ২০২১ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্যারিসে এই ঘোষণা করা হয়। এশিয়ার একমাত্র উৎসব হিসেবে হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া দুর্গাপুজো পর্যটনকে নতুন দিশা দেখাতে পারে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। সে কারণে রাজ্যে বিদেশি পর্যটক টানতে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে পর্যটন প্রচারে কাজে লাগাতে চাইছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'দুর্গাপুজোকে গ্লোবালাইজেশন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে বাংলাকে আমরা বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাইছি।' 'ব্র্যান্ড বেঙ্গল' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খড়্গপুর আইআইটির সাহায্য নেওয়ার কথা জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, পর্যটন প্রসারে এবং উন্নতিতে কোথায় কী কাজ বা পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা সমীক্ষা করে রিপোর্ট দেবে খড়্গপুর আইআইটি। তার ভিত্তিতে কাজ করবে পর্যটন দপ্তর। আইআইটি খড়্গপুর নতুন ডেস্টিনেশনের খোঁজ দেবে বলেও জানান তিনি। নতুন পর্যটন নীতি তৈরির ঘোষণাও এদিন করেন পর্যটনমন্ত্রী। ওই নীতিতে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

দার্জিলিংকে 'ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিশ্ব পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে দার্জিলিং জেলাকে গড়ে তুলতে আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ করবে কেন্দ্র। এই প্রকল্পে সুন্দরবন যাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই চেষ্টা তিনি করবেন বলে জানান শংকর। পর্যটনে প্রতারণা রুখতে 'অ্যাপ' চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে পর্যটন দপ্তর। বিভিন্ন ডেস্টিনেশন সহ সরকারি নথিভুক্ত পর্যটন সংস্থা, হোটেল, ট্যাক্সি সহ পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল সকলকে এই অ্যাপের আওতায় নিয়ে আসা হবে। অ্যাপের মাধ্যমে হোটেল থেকে ট্যাক্সি বুক করতে পারবেন পর্যটকরা। যেহেতু সমস্ত কিছু নথিভুক্ত হয়ে যাবে, ফলে পর্যটনে প্রতারণার সংখ্যা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। শংকর বলেন, 'বিভিন্ন সময় প্রতারিত হতে হয় পর্যটকদের। যার ফলে ওই অঞ্চলের পর্যটনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এ ধরনের ঘটনা এড়াতেই অ্যাপ চালুর সিদ্ধান্ত রাজ্যের।' গ্লোবাল ট্যুরিজম সার্কিটে বাংলার অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পরামর্শ নেওয়া হবে বলেও জানান পর্যটনমন্ত্রী। জেলাভিত্তিক পরিকল্পনার কথাও শোনা গিয়েছে শংকরের মুখে।

শিল্প সম্মেলনে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। -সূত্রধর

- বিদেশি পর্যটক টানতে ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া দুর্গাপুজোর বিশ্বজনীন প্রচার
- ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশনে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সুন্দরবনকে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা
- গ্লোবাল ট্যুরিজম সার্কিটে বাংলার অন্তর্ভুক্তিতে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পরামর্শ নেওয়ার সিদ্ধান্ত

আয়কর হানা ৪ নার্সিংহোমে

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ২৮ জুলাই : শিলিগুড়ি শহরের একাধিক নার্সিংহোমে আয়কর দপ্তরের হানা। মঙ্গলবার দুপুরে শহরের তিনটি জায়গায় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা পৌঁছে নার্সিংহোমগুলিতে নথি যাচাই করেন। পাশাপাশি চলে জিজ্ঞাসাবাদ। নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তবে সঠিক কী কারণে এদিন নার্সিংহোমগুলিতে আয়কর দপ্তর হানা দিয়েছে, তা স্পষ্ট হয়নি কোনও আধিকারিক মুখ না খোলায়।

নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফেও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এমনকি এ নিয়ে দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। তবে শহরের একাধিক নার্সিংহোমে আয়কর দপ্তরের হানার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরের পাশাপাশি এদিন কোচবিহারেও আচমকা হানা দিলেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রথমে এদিন দুপুর নাগাদ কোচবিহার শহরের একটি নার্সিংহোমে এবং বিকেলে একটি বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দেন। তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও উপস্থিত ছিলেন। খবর লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছে। তবে আয়কর দপ্তর, নার্সিংহোম এবং ল্যাবরেটরি কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও বক্তব্য মেলেনি। এদিন আধিকারিকরা নার্সিংহোম ও ল্যাবরেটরিতে ঢোকার পরই সেখানকার নথিপত্র খতিয়ে দেখতে শুরু করেন।

সূত্রের খবর, নথি যাচাইয়ের সময় সেখানকার কর্মীদের মোবাইল ফোন নিজেদের হেপাজতে রেখেছিলেন আয়কর আধিকারিকরা। যদিও কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিক বলেছেন, 'এ বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও খবর নেই।'

নগেনের গ্রেপ্তার দাবি ফরওয়ার্ড ব্লকের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৮ জুলাই : বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামল ফরওয়ার্ড ব্লক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানায় নগেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল তারা। তবে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় মঙ্গলবার কোচবিহারে একটি বড় মিছিল করেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা। নগেনের সাংসদ পদ খারিজ ও গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ফব'র জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'সাংসদ নগেন নেতাজি সম্পর্কে যে ধরনের মন্তব্য করেছেন, সেজন্য তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। নেতাজির অপমান কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। তাই আমরা তাঁর সাংসদ পদ খারিজ করার এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছি।'

এদিন কোচবিহার শহরে ফব'র জেলা কার্যালয়ে জমায়েত করেন নেতা-কর্মীরা। সেখান থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। কয়েকদিন আগে দিনহাটায় দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একটি কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে নগেন নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে একের পর এক কুরুচিকর মন্তব্য করেন। সেখানেই থেমে না থেকে পরবর্তীতে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে তিনি নেতাজির উদ্দেশে একই ধরনের মন্তব্য করেন। পরবর্তীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নগেনের ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানানো হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক, আমরা বাঙালি সহ বিভিন্ন সংগঠনের তরফে বেশ কয়েকটি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্টজনরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান। এমন পরিস্থিতিতে ফরওয়ার্ড ব্লক শুধুমাত্র কাগজে-কলমে প্রতিবাদ জানানোয় সীমাবদ্ধ না থেকে সরাসরি রাস্তায় নেমেছে। দলীয় নেতারা জানান, দ্রুত যদি নগেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনে নামবেন।

কোচবিহার শহরে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি : জয়দেব দাস

> **সাংসদ নগেন নেতাজি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সেজন্য তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে। নেতাজির অপমান কিছুতেই মানা হবে না।**
>
> **দীপক সরকার** জেলা সভাপতি, ফরওয়ার্ড ব্লক

বাইক চাপা পড়ে মৃত শিশু

মালদা, ২৮ জুলাই : খেলতে গিয়ে মোটরবাইক চাপা পড়ে মৃত্যু হল পাঁচ বছরের শিশুর। মৃতের নাম সায়ন মণ্ডল। তার বাড়ি মানিকচকের ডাল্লুটোলা ডোমহাট এলাকায়। পরিবার জানিয়েছে, সোমবার বিকেলে বাবার দোকানের পাশে খেলছিল সায়ন। সেখানে একটি মোটরবাইক দাঁড় করানো ছিল। কোনওভাবে মোটরবাইকটি সায়নের ওপর পড়ে যায়। মাথায় গুরুতর চোট পায় শিশুটি। তড়িঘড়ি তাকে প্রথমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

OFFICE OF THE JALPAIGURI ZILLA PARISHAD
1st Corrigendum of NIT No- WBZP/03-DE/JLP/2026-27
Memo no- 364/Eng, Date- 27/07/26

The last date of e-Tender is hereby extended upto 31/07/2026 due to insufficient bids received for the Electrical Installation work at Matiali Bunglow vide **Tender ID_2026_ZPHD_1031413_1**. For further details login to **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Engineer
Jalpaiguri Zilla Parishad

ডিব্রুগড়–কলকাতা–ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেন আরও পাঁচ ট্রিপ চলবে

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে **০৫৯৩২/০৫৯৩১ ডিব্রুগড়–কলকাতা–ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেন** তাঁদের বর্তমান পথ, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে আরও ০৫ ট্রিপ চলবেঃ **চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখঃ ডিব্রুগড় থেকে ০৫৯৩২ঃ** ০১, ০৮, ১৫, ২২ ও ২৯.০৮.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০৫ ট্রিপ এবং **কলকাতা থেকে ০৫৯৩১ঃ** ০৩, ১০, ১৭, ২৪ ও ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ০৫ ট্রিপ।

এছাড়াও, **০৫৯৩১ কলকাতা–ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেনের রঙ্গিয়া স্টেশনের** সময়সূচি ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ (যাত্রা শুরুর তারিখ) থেকে নিম্নরূপে সংশোধিত হবেঃ **রঙ্গিয়াঃ পৌঁছবেঃ ২০.৩০ ঘ.ঃ, ছাড়বেঃ ২০.৪০ ঘ.ঃ।** অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

উধনা–মালদা টাউন–উধনা স্পেশাল ও গান্ধীধাম - ভাগলপুর - গান্ধীধাম স্পেশাল ট্রেনের চলাচল অব্যাহত

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৯০৩৩/০৯০৩৪ উধনা - মালদা টাউন - উধনা স্পেশাল ও ০৯৪৫১/০৯৪৫২ গান্ধীধাম - ভাগলপুর - গান্ধীধাম স্পেশাল** ট্রেনগুলি তাদের বর্তমান চলাচলের দিন, স্টপেজ, সময়সূচী ও গঠন অনুযায়ী নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে আরও ট্রিপ চলবে :- ● **০৯০৩৩ উধনা - মালদা টাউন স্পেশালঃ চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ :** ৩০.০৭, ০৬.০৮, ১৩.০৮, ২০.০৮ ও ২৭.০৮.২০২৬ তারিখ (বৃহস্পতিবার) = ০৫ ট্রিপ। ● **০৯০৩৪ মালদা টাউন - উধনা স্পেশালঃ চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ :** ০২.০৮, ০৯.০৮, ১৬.০৮, ২৩.০৮ ও ৩০.০৮.২০২৬ তারিখ (রবিবার) = ০৫ ট্রিপ। ● **০৯৪৫১ গান্ধীধাম - ভাগলপুর স্পেশালঃ চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ :** ০৭.০৮, ১৪.০৮, ২১.০৮ ও ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০৪ ট্রিপ। ● **০৯৪৫২ ভাগলপুর - গান্ধীধাম স্পেশালঃ চলাচলের সম্প্রসারিত তারিখ :** ১০.০৮, ১৭.০৮, ২৪.০৮ ও ৩১.০৮.২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ০৪ ট্রিপ। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

ছাতা ও বর্ষাতি বিতরণেও রাজনীতির অঙ্ক

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : ছাতা ও বর্ষাতি বিতরণেও রাজনৈতিক অঙ্ক? মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ১০ নম্বর ওয়ার্ডে ছাতা এবং বর্ষাতি বিতরণ করেন বিজেপির পুরোনো 'বিক্ষুব্ধ' কয়েকজন নেতা। কর্মসূচিতে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এবং রাজ্য বিজেপির কোষাধ্যক্ষ প্রবীণ আগরওয়াল উপস্থিত থাকলেও তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। পুরভোটের টিকিট পাওয়াকে লক্ষ্যে রেখেই এমন কর্মসূচি কি না, উঠছে সেই প্রশ্নও।

কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ পাল এবং প্রাক্তন অফিস সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমানে দলের সক্রিয় কোনও পদে তাঁরা নেই। জেলা সভাপতি হিসেবে অরুণ মণ্ডল দায়িত্ব নেওয়ার পরই তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে পুর নির্বাচনকে পাখির চোখ করে অনেকেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। প্রবীণ '২২-এর পুর ভোটে প্রার্থী না হলেও এবার তাঁর নাম নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা চলছে। অন্যদিকে, প্রসেনজিৎ গত পুর ভোটে ১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তৃণমূলের কমল আগরওয়ালের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এবারও তিনি নিজেকে প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট বলে ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর। তবে বর্তমান জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব থাকায় তাঁর টিকিট পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতাদের এই আয়োজন কি তবে দল ভারী করার ইঙ্গিত? এমন প্রশ্ন ঘিরে দলের অন্দরে জল্পনা রয়েছে। যদিও এদিনের কর্মসূচিতে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিন বিধায়কের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। শংকর জানান, তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও অন্য কর্মসূচি থাকায় তিনি থাকতে পারেননি। কলকাতায় রয়েছেন আনন্দময়। তবে দুর্গার উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যদিও তিনি বরাবরই শাসক গোষ্ঠীর থেকে দূরে থাকেন বলে দলের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। যদিও কর্মসূচির সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। প্রসেনজিতের বক্তব্য, তিনি জেলা সভাপতিকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তবে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। অন্যদিকে, দলের ক্ষমতাসীন অংশের একাংশের মতে, জেলা সভাপতির অনুপস্থিত থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ, জেলা সভাপতি অরুণ কর্মসূচিতে যোগ দিলে দলে বিক্ষুব্ধদেরই বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হত। ফোন না ধরায় অরুণের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

টাকা ফেরত পেলেন পর্যটক

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : গ্যাংটকে যাওয়ার সময় ড্রাইভারকে কোচবিহারের এক বাসিন্দা অতিরিক্ত ৪৫৯ টাকা দিয়ে ফেলেছিলেন। যদিও সেই টাকা চাইতে গেলে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। ট্যুরিস্ট হেল্পলাইনের সহযোগিতায় অবশেষে সেই অতিরিক্ত টাকা ফিরে পেলেন ওই ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১১ তারিখ তিনি এই সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। গত ১৪ তারিখ এব্যাপারে ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে নিজের অভিযোগ জানান তিনি। অবশেষে সেই টাকা ফিরে পেয়েছেন ওই ব্যক্তি।

পারিশ্রমিক দাবি

ইসলামপুর, ২৮ জুলাই : বইমেলায় অনুষ্ঠান করার পরেও মেলেনি টাকা। এমন অভিযোগে মঙ্গলবার ইসলামপুর পুরসভা অফিসে হাজির হন শিল্পীরা। তাঁরা জানান, প্রায় সাত মাস পার হয়ে গেলেও বইমেলায় অনুষ্ঠান করার জন্য টাকা পাননি। এছাড়া ইসলামপুর রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চে দর্শক আসনের জায়গায় স্থায়ী শেড তৈরি, নির্মীয়মাণ নেতাজি সুভাষ মঞ্চে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করার দাবি জানান তাঁরা। বিষয়গুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ দিবস

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা দিতে পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণ দিবস। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে এই উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে মাইক্রোগ্রিন পদ্ধতিতে কীভাবে বাড়িতে চাষ করা সম্ভব এব্যাপারে পড়ুয়াদের হাতেকলমে কর্মশালা করান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফাম-এর বিভাগীয় প্রধান ডঃ অমরেন্দ্র পান্ডে। এছাড়াও বিজ্ঞানকেন্দ্রে ঘুরতে আসা সকলের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়াহয়।পরিবেশরক্ষারজন্যকেন গাছের সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং এতে আমাদের ভূমিকা কী, তা বোঝান বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। এদিন পরিবেশ সম্পর্কিত কুইজও অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কোফাম-এর বিজ্ঞানী ডঃ সুপর্ণা সাহা ভাওয়াল।

থানায় অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : সোমবার কলকাতার 'তিরঙ্গা যাত্রা'-য় তাদের দলীয় পতাকা পোড়ানোর অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানাল ডিওয়াইএফআই। মঙ্গলবার ডিওয়াইএফআই-এর দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে এই ঘটনায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা বলেন, 'কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবমাননা করা হয়েছে। এছাড়াও ডিওয়াইএফআই-এর পতাকারও অবমাননা করেছে। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি জন্য আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।' এদিন বাবুপাড়া ডিআই ফান্ড মার্কেটে সংগঠনের কার্যালয় থেকে মিছিল করে শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

নদীঘাট লিজে দিয়ে রাজস্ব আদায়ে জোর অর্থমন্ত্রীর

বালি-পাথর চুরির কথা স্বীকার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে শুরু হওয়া উত্তরবঙ্গের নদীগুলি থেকে দেদারে বালি ও পাথর চুরি রাজ্যে পালাবদলের পরেও অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে একথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। উত্তরবঙ্গ সংবাদ দীর্ঘদিন ধরে নদী থেকে এই লাগামহীন লুটের কথা বারবার তুলে ধরেছে। সেই খবরে কার্যত সিলমোহর দিয়ে এদিন শালবাড়িতে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির (এসআইটি) একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আগের জমানায় তৈরি হওয়া দুর্নীতির শিকড় সিস্টেমের অনেক গভীরে ঢুকে পড়েছে। তবে রাজ্যের রাজস্ব আদায় বাড়াতে দ্রুত এই চুরি সম্পূর্ণ বন্ধ করে বিভিন্ন নদীঘাট নতুন করে লিজ দেওয়ার পথে হাঁটবে রাজ্য সরকার।'

নতুন সরকারের মাথায় বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রয়েছে। তা সত্ত্বেও, নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পূরণে রাজকোষ উজাড় করে বাজেটে বিপুল বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু সেই বাজেটের অর্থ কোথা থেকে আসবে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। টাকার উৎস প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী জানান, বিগত সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অনেক সুবিধা গ্রহণ করেনি। তবে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকার তহবিল বের করে আনতে পেরেছে। এর পাশাপাশি নদীঘাটগুলি থেকে বালি ও পাথরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর দিকেও সরকার যে জোর দিচ্ছে, সেই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন।

বিগত সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তোপ দেগে অর্থমন্ত্রী বক্তব্য, 'তৃণমূল আমলে বেশিরভাগ নদীতে বালি-পাথর তোলার ক্ষেত্রে লিজের কোনও বালাই ছিল না। সব জায়গা থেকেই চুরি চলছিল এবং বর্তমানে এখনও অনেক নদী থেকে বালি ও পাথর চুরি চলছে। সেটা আমাদের দ্রুত বন্ধ করতে হবে। সিস্টেমের মধ্যে গভীরভাবে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছিল। সেগুলিকে বের করতে কিছুটা সময় লাগছে। তবে আমরা নিশ্চিত যে সমস্ত দুর্নীতি খুঁজে বের করব।'

শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও স্বপন দাশগুপ্ত। মঙ্গলবার।

তরাই এলাকার বালাসন ও মহানন্দা থেকে শুরু করে ডুয়ার্সের লিস, ঘিস, তিস্তা ও তোর্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলি থেকে দীর্ঘদিন ধরে দেদার বালি ও পাথর লুট হয়ে চলেছে। অভিযোগ, বিগত সরকারের আমলে বছরের পর বছর ধরে এই নদীঘাটগুলির লিজ পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। হাতেগোনা যে কয়েকটি নদীঘাটে লিজ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলিও পেয়েছিলেন তৎকালীন শাসকদলের শীর্ষ নেতাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরাই। অভিযোগ, রাজ্যের তৎকালীন নেতা-মন্ত্রীদের অঙ্গুলিহেলনে এবং পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের প্রত্যক্ষ মদতে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে তা খোলা বাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন অনেক নেতা। এও অভিযোগ উঠেছে যে, দুর্নীতির সেই বিপুল পরিমাণ টাকা পুলিশি পাহারায় জেলা থেকে কলকাতায় পৌঁছে যেত। এর ফলে বছরের পর বছর ধরে রাজ্যের বিপুল পরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে এবং এর পাশাপাশি রাতারাতি অনেক নেতাই দুর্নীতি করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন।

শর্তসাপেক্ষে জামিন জিয়ারুলের

চোপড়া, ২৮ জুলাই : পুরোনো একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত চোপড়ার তৃণমূল নেতা জিয়ারুল হকের জামিন মঞ্জুর করেছে ইসলামপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। মঙ্গলবার বিচারক প্লাবন মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ৪৮৩ নম্বর ধারায় দায়ের করা জামিনের আবেদন মঞ্জুর হয়। আদালত সূত্রে খবর, চোপড়া থানার ৪৯৬/২০১৮ নম্বর মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২ ও ৩৪ নম্বর ধারার পাশাপাশি অস্ত্র আইনের ২৫(১-এ)/২৭ ধারায় অভিযোগ রয়েছে জিয়ারুলের বিরুদ্ধে।

অভিযুক্তের আইনজীবী স্নেহাশিস দাস জানান, গত ২৯ জুন একটি খুনের মামলা সহ মোট দুটি মামলায় অভিযুক্ত স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পরবর্তীতে আরও দুটি মামলা যোগ হয়। আগেই বাকি ৩টি মামলায় জামিন মিলেছিল। এদিন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে খুনের মামলার শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন বিচারক। যদিও এর আগে ইসলামপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। এরপর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতে নতুন করে আবেদন করা হয়।

সরকারপক্ষের আইনজীবী মুক্তার আহমেদ বলেন, 'একটি খুনের পুরোনো মামলায় জিয়ারুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার চার্জশিট আগেই জমা পড়েছে। শুনানি শেষে আদালত জিয়ারুল হকের জামিন মঞ্জুর করেছে।' আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ড এবং ৫ হাজার টাকা করে দুজন জামিনদার প্রদানের সাপেক্ষে জামিন পাবেন জিয়ারুল। পাশাপাশি আদালত শর্ত দিয়েছে, অভিযুক্ত কোনও সাক্ষীকে ভয় দেখাতে, প্রভাবিত করতে বা প্রলোভন দিতে পারবেন না।

একদা চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের ডানহাত হিসেবে পরিচিত জিয়ারুলের গ্রেপ্তার ঘিরে এলাকায় ব্যাপক রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছিল। পাশাপাশি পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন একটি মামলার পুনর্নির্মাণের জন্য এলাকায় ঘোরানোর সময় তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল। এরইমধ্যে, গ্রেপ্তারের এক মাসের মধ্যেই জিয়ারুলের জামিনের খবরে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে।

লিফট চালু

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : বুধবার চালু হতে পারে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের লিফট। কমবেশি ২০ লক্ষ টাকায় তা তৈরি করা হয়েছে। কাজ শুরু হয়েছিল তৃণমূলের বোর্ডের আমলে। রাজ্যে পালাবদলের পরে সভাধিপতি পদত্যাগ করেছেন। বর্তমানে মহকুমা পরিষদ পরোক্ষে বিজেপির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে বলে দাবি। ফলে উদ্বোধনে পদ্ম শিবিরের নেতাদের ভূমিকাই বেশি থাকার কথা। এতদিন লিফট না থাকায় পরিষদে ভবনের চারতলায় উঠতে সমস্যা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ও মাঝি রে।। ধূপগুড়িতে ডুডুয়া নদীর তীরে ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ সরকার।

প্রাইভেট স্কুলগুলির তথ্য চাইল সরকার

কোচবিহার, ২৮ জুলাই : শুধু সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুল নয়, এবার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও কড়া নিয়মের বেড়াজালে বাঁধতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। জেলাজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট স্কুলগুলোর নথিপত্র খতিয়ে দেখতে কড়া নির্দেশিকা পাঠিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। তাতে ডিপার্টমেন্টাল 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট', ইউডাইস কোড, ফায়ার সেফটি লাইসেন্স এবং 'বাংলা শিক্ষা পোর্টালে' নাম নথিভুক্ত রয়েছে কি না, আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে তার যাবতীয় তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর সরকারের এই আকস্মিক পদক্ষেপে কালঘাম ছুটছে জেলার অধিকাংশ স্কুল কর্তৃপক্ষের। শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'সরকারের তরফে আমাদের মাধ্যমে প্রাইভেট স্কুলগুলির কাছে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হয়েছে। আমরা সেগুলি স্কুলগুলিকে জানিয়েছি।'

রাজ্যে হাজার হাজার সরকারি স্কুল থাকার পরেও তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে অভিভাবকদের প্রাইভেট স্কুলগুলির প্রতি ঝোঁক কেন বাড়ছে, রাজ্যের নতুন সরকার তা একেবারেই ভালোভাবে নিচ্ছে না। তারা চাইছে প্রাইভেট স্কুল নয়, ছেলেমেয়েরা বেশি করে সরকারি স্কুলে ভর্তি হোক। তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপও করতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় দুইদিন আগে রাজ্য সরকারের তরফে জেলার প্রাইভেট স্কুলগুলির কাছে এইসব তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের এই পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছে বেসরকারি বিদ্যালয় কল্যাণ সমিতিও। বেসরকারি বিদ্যালয় কল্যাণ সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মলয় রায় বলেন, 'সরকার সমস্ত স্কুলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার জন্য এসব করছে। এতে সরকারি নিয়ম মেনে চলা প্রাইভেট স্কুলগুলির কোনও সমস্যা নেই। যারা নিয়ম মেনে চলছে না, তাদের সমস্যা হতে পারে। সরকারের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।'

অভিযোগ, কোচবিহারে প্রায় ৩০০টি বেসরকারি স্কুল চললেও তার সিংহভাগই প্রয়োজনীয় সরকারি বিধি মানছে না। অনুমোদনহীনভাবে চলা এসব স্কুলের ভবিষ্যৎ এখন ঘোর অনিশ্চয়তায়। তবে অনেক স্কুলের দাবি, আবেদন করা সত্ত্বেও ডিপার্টমেন্টাল এনওসি ঝুলে রয়েছে। যেমন চিলাখানা বিবেকানন্দ শিশুতীর্থের শিক্ষক রতন রায় বললেন, 'আমাদের প্রায় সব কাগজই রয়েছে কিন্তু ২০১২ সালে জমা দেওয়া সত্ত্বেও ডিপার্টমেন্টাল এনওসি আজও হাতে পাইনি।'

একই সুর অন্য প্রধান শিক্ষকদের গলাতেও। সরকারি স্কুল থেকে মুখ ফিরিয়ে অভিভাবকদের প্রাইভেটমুখী হওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতেই রাজ্য এই কড়া অবস্থান নিচ্ছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। শেষপর্যন্ত বেআইনি স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই এখন নজর জেলাবাসীর।

দুটি রাস্তার দায়িত্বে পূর্ত দপ্তর

পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : পাহাড়ের যোগাযোগে গতি আনতে তৎপর রাজ্য সরকার। দার্জিলিং যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোহিণী রোড সহ পাহাড়ের দুটি রাস্তা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) কাছ থেকে নিয়ে পূর্ত দপ্তরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নবান্ন থেকে নির্দেশিকাও জারি হয়েছে। পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং পর্যটনশিল্পকে আরও গতিশীল করতে এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পূর্ত দপ্তরের দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশন দুটি রাস্তার দায়িত্ব নেবে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাস্তাগুলির সম্প্রসারণ এবং মজবুতিকরণের জন্য দ্রুত ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের দার্জিলিং হাইওয়ে ডিভিশন জানিয়েছে, রাজ্যের নির্দেশমতো সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে রাস্তা দুটির দায়িত্ব নেওয়া হবে। তারপরেই রাস্তার বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখে সেগুলির মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

২০০৩ সালে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের (ডিজিএইচসি) চেয়ারম্যান সুবাস ঘিসিংয়ের উদ্যোগে রোহিণী রোড তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সেই সময় ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (হাডকো) এই রাস্তা তৈরির জন্য ডিজিএইচসি-কে ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিল। ২০১৫ সালে সুবাস ঘিসিংয়ের মৃত্যুর পর রাস্তাটি 'সুবাস ঘিসিং মার্গ' হিসাবে নামকরণ করা হয়।

২০০৭ সালে উদ্বোধন হওয়ার পর ধীরে ধীরে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড এবং পাঙ্খাবাড়ি রোডের পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং হয়ে দার্জিলিং যাতায়াতের জন্য তৃতীয় বিকল্প হিসাবে রোহিণী রোড জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাছাড়া হিলকার্ড রোডের তুলনায় শিলিগুড়ি থেকে রোহিণী হয়ে কার্সিয়াংয়ের দূরত্ব অন্তত ১০ কিলোমিটার কম। অন্যদিকে, পাঙ্খাবাড়ি রোড ভীষণ চড়াই হওয়ায় সেই পথে সমস্ত যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ। তবে, এই রাস্তাটি তৈরির কয়েক বছরের মধ্যেই খানাখন্দে ভরে যায়। ২০১১ সালে রাজ্যে সরকার বদলের পর রাস্তাটির সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১২ সালে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে জিটিএ গঠন হওয়ার পর এই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টোল প্লাজা চালু করে।

■ রোহিণী রোড সহ পাহাড়ের দুটি রাস্তা জিটিএ'র কাছ থেকে নিয়ে পূর্ত দপ্তরকে দিয়েছে রাজ্য

■ রাস্তাগুলির সম্প্রসারণ এবং মজবুতিকরণের জন্য দ্রুত ডিপিআর তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

তবে '২৬-এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই রোহিণীর টোল প্লাজা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি ওঠে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও এই দাবির প্রতি সহমত জানান। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনাও করেন তিনি। সেইমতো রাজ্যের নির্দেশে জিটিএ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে গত জুন মাস থেকে টোল প্লাজা বন্ধ করেছে। এরই মধ্যে রাস্তাটির দায়িত্ব দেওয়া হল পূর্ত দপ্তরকে। অন্যদিকে, দার্জিলিং শহরে যাতায়াতে যানজট কমাতে ২০১৮ সালে লেবং থেকে রঙ্গারুন চা বাগান হয়ে ৩ মাইল (থার্ড মাইল) পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল জিটিএ। এই রাস্তার ডিপিআরে রাজ্যের সম্মতিও পেয়েছিল। কিন্তু রাস্তা তৈরির জন্য বেশ কিছু জনবসতিকে অন্যত্র পুনর্বাসন এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হত। সেই নিয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়ায় রাস্তার কাজ আটকে থাকে। এই রাস্তাটিও পূর্ত দপ্তরের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।

যৌনপল্লি থেকে ফেরার তরুণী

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : যৌনপল্লি থেকে এক তরুণী উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যৌনপল্লি এলাকায় হুলুস্থুল কাণ্ড তৈরি হয়।

এদিকে, ওই তরুণীর সাত বছরের এক পুত্রসন্তান ও তিন বছরের এক কন্যাসন্তান রয়েছে। ওই দুজনকে রেখেই ওই তরুণী উধাও হয়ে যান বলে যৌনপল্লি সূত্রে খবর।

এদিকে, এদিন সকালে পুরো বিষয়টা খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশের নজরে আসতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। আপাতত তরুণীর দুই শিশুকে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। এদিকে প্রাথমিক তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই তরুণীর আসল বাড়ি অসমে। তরুণীর বেশ কিছুদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ওই সম্পর্কের সূত্র ধরেই ওই তরুণী উধাও হয়ে গিয়েছেন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। যদিও উধাও হওয়ার পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণীর খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পড়তে হবে

মঙ্গলবার চারের পাতায় প্রকাশিত 'সৈকতের গ্রেপ্তারি চেয়ে সরব শিখা' শীর্ষক খবরে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের ভাইয়ের নাম সুবোধ ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রীর নাম অপর্ণা ভট্টাচার্য পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

দেখতে পারেন দুর্নীতির ফাইল

আগামী মাসের শুরুতেই পুরনিগমে অগ্নিমিত্রা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : ফের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অগাস্টের ১ তারিখ তাঁর শিলিগুড়িতে পৌঁছানোর কথা। ওই দিনই শিলিগুড়ি পুরনিগমের সেমিনার হলে বৈঠক করবেন বলে খবর। বৈঠকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার পুরসভার আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিব, প্রতিটি জেলার জেলা শাসক, সাংসদ ও বিধায়ক সহ পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত থাকার কথা।

সূত্রের খবর, বৈঠকে শহর এলাকার উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন কাজকর্ম, ডেঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবিলা, পরিচ্ছন্নতা সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। যদিও এনিয়ে জেলা প্রশাসন সহ শিলিগুড়ি পুরনিগমের আধিকারিকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে তাঁরা জানিয়েছেন, মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেই মতো প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রথম উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন অগ্নিমিত্রা। সেসময় উত্তরকন্যায় বৈঠকের পর তিনি পাহাড় সফরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে জলপাইগুড়ি জেলায় যান। তবে শিলিগুড়ি পুরনিগমে আসেননি। যদিও সেসময় পুর কর্তৃপক্ষের তরফে জানিয়েছিল, মন্ত্রী পুর এলাকার উন্নয়নকল্পে পৃথক তিনটি প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখবেন। যদিও শেষপর্যন্ত জলপাইগুড়ি থেকেই তিনি কলকাতায় ফিরে যান। তবে, এবার অবশ্য শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাজকর্মও সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন।

> কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকলে অবশ্যই তা খতিয়ে দেখা উচিত। আশা করছি, এবার দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসবে। যারা দুর্নীতিতে জড়িত তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।
>
> **অমিত জৈন**

অগাস্টে মন্ত্রীর সফরের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্দরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দফায় দফায় পুরনিগমে একাধিক বৈঠক হয়। খোদ পুর কমিশনারও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি পুরনিগমের সেমিনার হলে হতে চলা বৈঠকে তৃণমূল জমানায় বিভিন্ন প্রকল্পের নথি খতিয়ে দেখতে পারেন মন্ত্রী। সেক্ষেত্রে পুরকর্তারাও আগাম প্রস্তুতি সেরে রাখছেন। তাঁদের কথায়, মন্ত্রী কোনও ফাইল চাইলে তৎক্ষণাৎ তা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এমন কখনও হয়নি। কলকাতা পুরনিগম বা কোথাও একাধিক পুরসভাকে নিয়ে বৈঠক হয়নি। বৈঠকের জন্য অনেক জায়গা আছে। তবে নতুন ভবন যেটা তৈরি করা হয়েছিল তা ভালো করে দেখুক।' অন্যদিকে, তৃণমূল জমানার ফাইল প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'উনি মন্ত্রী যা খুশি করতে পারেন। এনিয়ে কিছু বলব না।'

পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা অমিত জৈন বললেন, 'কোনও দুর্নীতি হয়ে থাকলে অবশ্যই তা খতিয়ে দেখা উচিত। আশা করছি, এবার দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসবে। যারা দুর্নীতিতে জড়িত তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।'

তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়ি পুরনিগমে দুর্নীতি নিয়ে সম্প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে পুরনিগমে এসে বৈঠকের পরামর্শও দিয়েছিলেন।

হাসিমারা বিমানবন্দরের জমি সমীক্ষা শেষ

হাসিমারা, ২৮ জুলাই : হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে প্রস্তাবিত সিভিল এয়ারপোর্ট চালুর লক্ষ্যে জমি সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। রাজ্যের নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য ২৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রায় এক মাসের মধ্যেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমীক্ষার কাজ শেষ করেছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা জানিয়েছেন, সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। দ্রুত সেই রিপোর্ট অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের কাছে পাঠানো হবে। মন্ত্রকের সবুজ সংকেত মিললেই জমি অধিগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হাতে তা তুলে দেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর বায়ুসেনা ঘাঁটি সংলগ্ন মধু চা বাগান এবং সাতালি মণ্ডলপাড়া এলাকায় জমি সমীক্ষা করেছে। যদিও প্রাথমিকভাবে ২৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতের প্রয়োজন বিবেচনায় প্রায় ৪০ একর জমির সমীক্ষা করা হয়েছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'রাজ্য সরকারের কাছে সমীক্ষা রিপোর্ট পাঠানোর পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বায়ুসেনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।'

২০২২ সালে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক প্রথম হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটিতে সিভিল এয়ারপোর্ট চালুর প্রস্তাব দিয়েছিল। বিজেপির অভিযোগ, সেই সময়ে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে প্রকল্পটি এগোয়নি। পরে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। হাসিমারায় সিভিল এয়ারপোর্ট চালু হলে পর্যটন, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে বলে বিভিন্ন বণিক সংগঠনের মত। কালচিনি ব্লক চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক রাকেশ পান্ডে বলেন, 'সিভিল এয়ারপোর্ট হলে শুধু কালচিনি ব্লক ও জয়গাঁই নয়, সমগ্র ডুয়ার্সে উন্নয়নের জোয়ার আসবে।'

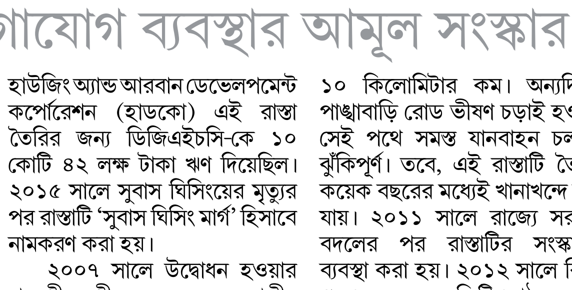

এদিকে, গত বছরের মে মাস থেকে মধু চা বাগান বন্ধ রয়েছে। শ্রম দপ্তর সূত্রে খবর, বাগানের মালিকের লিজ এখনও বাতিল হয়নি। ফলে জমি অধিগ্রহণ হলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। বাগান খোলার লক্ষ্যে শ্রম দপ্তর ইতিমধ্যেই ৬ অগাস্ট ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছে। একদিকে বাগান খোলার সরকারি উদ্যোগ, অন্যদিকে জমি অধিগ্রহণের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণ, এই দুই কারণে কর্তৃপক্ষ বাগান চালু করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে ২০২২ সালেও মধু চা বাগানের ৩৭ একর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব উঠেছিল। পরে সেই পরিকল্পনা বদলে সাতালি চা বাগানের জমি নিয়ে আলোচনা ও সমীক্ষা হয়। তবে বর্তমানে সাতালি চা বাগানের জমি অধিগ্রহণের কোনও প্রস্তাব নেই বলে মন্ত্রী বিশাল লামা জানিয়েছেন। মধু চা বাগানের জমি অধিগ্রহণ হলে হাসিমারা-কালচিনি রাজ্য সড়কের এমইএস গেট সংলগ্ন এলাকা দিয়ে প্রস্তাবিত বিমানবন্দরের মূল প্রবেশদ্বার হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অপহরণের অভিযোগে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২৮ জুলাই : দুই শিশুকে অপহরণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম লক্ষ্মীকান্তি বাউরি। সেইসঙ্গে অপহৃত ৪ ও ৫ বছরের দুই শিশুকে উদ্ধার করেছে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। তাদের একজনকে পুরুলিয়া এবং অপরজনকে বিহারের কিশনগঞ্জ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ২৬ জুলাই রাতে ফাঁসিদেওয়া থানার ভইশালপট্টির এক বাসিন্দা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। তিনি জানান, তাঁর ৪ বছরের ভাইপো এবং ৫ বছরের ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছে লক্ষ্মীকান্তি। পুলিশ দুটি দল তৈরি করে অভিযানে নামে। সোমবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানা এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেখান থেকেই অভিযোগকারীর ছেলেকে উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরেক শিশুকেও উদ্ধার করা হয়েছে। দুই শিশুকেই সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। অপহরণের পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আগুনে ছাই ঘর

চোপড়া, ২৮ জুলাই : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গন্দুগছ গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় ৫টি ঘর। ৪টি গবাদিপশুও ঝলসে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রহিদুল হকের বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে ইসলামপুর থেকে দমকল পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। কী কারণে আগুন লেগেছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তরুণ গ্রেপ্তার

নকশালবাড়ি, ২৮ জুলাই : মাদক সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। তালতলা এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সুজয় মহন্ত। তিনি নকশালবাড়ির স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা।

সোমবার রাতে তালতলায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে সুজয়কে আটক করে তল্লাশি চালালে ধৃতের হেপাজত থেকে প্রায় ৬৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মাদক হাতবদলের উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় গিয়েছিলেন অভিযুক্ত। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।

চালুর দ্বিতীয় দিনেই যানজট বর্ধমান রোডের নতুন ফ্লাইওভারে।

দ্বিতীয় দিনেই হিমসিম অবস্থা পুলিশের

ফ্লাইওভার চালু হলেও যানজট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : বর্ধমান রোডের নতুন ফ্লাইওভার চালু হতেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশকে মঙ্গলবার দিনভর নাস্তানাবুদ হতে হল। সরু ফ্লাইওভারে দু'দিকের যানবাহন একসঙ্গে চালানো, এয়ারভিউ মোড়ে যানবাহনের চাপ সামলানো এবং বিভিন্ন দিক থেকে ওঠানামা করা গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পুলিশকে একাধিক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকর্তারাও দিনভর এয়ারভিউ মোড়ে উপস্থিত ছিলেন।

ফ্লাইওভার চালু হওয়ার পর থেকেই দেখা যায়, কোনও গাড়ি ফ্লাইওভারে উঠছে, আবার কোনও গাড়ি বাঁদিক দিয়ে ঝংকার মোড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। জলপাই মোড়ের দিক থেকে ফ্লাইওভার হয়ে এয়ারভিউ মোড়ে এসে গাড়ি বাঁক নিতেই দীর্ঘ যানজট তৈরি হচ্ছে। একইভাবে এয়ারভিউ মোড় থেকে ফ্লাইওভারে উঠে কারবালা ময়দানের সামনে শেষ হওয়া অংশ দিয়ে নামার পর গাড়িগুলি সরাসরি এগোতে পারছে না। নির্দিষ্ট লেন ধরে বাঁদিকে ঘুরে যেতে হওয়ায় সেখানেও যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।

পরিস্থিতি বোঝার জন্য মাঝেমধ্যে কিছু সময় ফ্লাইওভারে যান চলাচল বন্ধ রেখেও পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে কিছু যানবাহন ফ্লাইওভার দিয়ে এবং কিছু নীচের রাস্তা দিয়ে চালানো হয়। তবু দিনের বিভিন্ন সময়ে ফ্লাইওভারে দীর্ঘ যানজট দেখা গিয়েছে। এদিকে স্কুলের পোশাক পরে, পিঠে ব্যাগ নিয়ে কয়েকজন শিশুকে ফ্লাইওভারে উঠে নীচের দিকে উঁকি মারতেও দেখা যায়। দুর্ঘটনা এড়াতে গোটা ফ্লাইওভারে সিসিটিভি নজরদারির দাবিও উঠেছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'একটা নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

- নতুন ফ্লাইওভার চালুতেই যান নিয়ন্ত্রণে চাপে পড়ল ট্রাফিক পুলিশ
- সরু ফ্লাইওভারে দ্বিমুখী যান চলাচল নিয়ে বাড়ছে নিরাপত্তার প্রশ্ন
- পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার পর স্থায়ী ট্রাফিক পরিকল্পনার আশ্বাস পুলিশের

প্রথমদিকে কিছু সমস্যা হবে। আমরা সমস্ত কিছুই পর্যবেক্ষণ করছি। যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে নতুন করে ট্রাফিক সিগন্যালও বসানো হচ্ছে। দ্বিমুখী যানবাহন চলাচল করলেও কিছু গাড়ি নিয়ন্ত্রণের ভাবনা রয়েছে।' সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার (আরওবি) উদ্বোধন করার পর থেকেই সেখানে যান চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু মাত্র সাত মিটার চওড়া ফ্লাইওভারে দ্বিমুখী যান চলাচল কতটা স্বাচ্ছন্দে সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) দুটি বড় বাস একে অপরকে পাশ কাটানোর সময় দু'পাশের রেলিংয়ের সঙ্গে প্রায় গা ঘেঁষে চলতে হচ্ছে। ফলে সেই সময়ে একটি মোটরবাইক বা স্কুটার থাকলে নিরাপদে পার হওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। বাস দুটির মাঝেও খুব বেশি ফাঁক থাকছে না।

এয়ারভিউ মোড়ে ট্রাফিক বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার সুবীর দত্তের নেতৃত্বে পুলিশ পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে আসা যানবাহন ফ্লাইওভারে ওঠা ও নামার সময় যানজটে আটকে পড়ছিল। ফ্লাইওভার থেকে নেমে আসা যাত্রীবাহী বাস ও পণ্যবাহী গাড়িগুলিও এয়ারভিউ মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ায় ফ্লাইওভারের ওপরেও যানজট তৈরি হচ্ছিল। এতে যাত্রী ও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। অনেকেরই দাবি, ফ্লাইওভার ব্যবহার করেও আগের তুলনায় বেশি সময় লাগছে। কেউ কেউ দ্বিমুখী যান চলাচলকে ঝুঁকিপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেছেন।

তবে পুলিশের দাবি, সমস্ত ব্যবস্থা এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। কোন যানবাহন ফ্লাইওভার ব্যবহার করবে এবং কোনগুলি নীচের রাস্তা দিয়ে চলবে, তা কয়েকদিনের মধ্যেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।

ডাম্পারের ধাক্কা, আহত

চোপড়া, ২৮ জুলাই : মঙ্গলবার সকালে চোপড়া বাসস্টপ এলাকায় একটি সরকারি বাসের পেছনে ধাক্কা মারে একটি ডাম্পার। ঘটনায় জখম হয়েছেন একাধিক বাসযাত্রী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থেকে বহরমপুরগামী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ওই বাসটি চোপড়ায় যাত্রী নামানোর জন্য দাঁড়ায়। ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি বালিবোঝাই ডাম্পার বাসটির পেছনে ধাক্কা মারে। আহতদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাম্পারটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ২৮ জুলাই : বাম ছাত্র ও যুব সংগঠনের তরফে মঙ্গলবার খড়িবাড়ি বাজারে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। সোমবার কলকাতায় আয়োজিত একটি মিছিলে এসএফআই ও ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা মাটিতে ফেলে অবমাননা করার ঘটনার প্রতিবাদে এই মিছিল বের হয়। মিছিলটি খড়িবাড়ি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায়। এরপর খড়িবাড়ি থানার ওসিকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক উমেশ সিংহ, এসএফআইয়ের খড়িবাড়ি ব্লক আহ্বায়ক দেবা দাস প্রমুখ। এছাড়া নেতাজিকে নিয়ে সম্প্রতি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে সংগঠনের তরফে এদিন থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

মারপিটে ধৃত

চোপড়া, ২৮ জুলাই : বিজেপির চোপড়া বিধানসভার যুব মোর্চার কনভেনার তন্ময় বিশ্বাসকে মারপিটের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি মামলায় সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করল চোপড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃত বিজেপি নেতাকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বিমল

গোর্খাল্যান্ড নয়, আপাতত উন্নয়ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান হিসাবে গোর্খাল্যান্ডের দাবি থাকলেও আপাতত উন্নয়ন নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে বসছেন বিমল গুরুং। পাহাড় পরিস্থিতি, এখানকার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রধান। সেখানে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) বর্তমান অভিভাবকহীন পরিস্থিতি, কীভাবে পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ শুরু করা যায় সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হবে বলে বিমল জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পাহাড়ের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীকে বেশকিছু প্রস্তাব দেব।' পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গে বিমলের বক্তব্য, 'ওই দাবি তো আছেই। কিন্তু আপাতত উন্নয়ন নিয়েই আলোচনা হবে।' তাঁর নেতৃত্বে জিটিএ-তে প্রশাসক বোর্ড হতে পারে বলে জল্পনা থাকলেও বিমল নিজেই সরাসরি সেই জল্পনায় জল ঢেলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে মঙ্গলবার দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরিকে নিয়ে বিমল কলকাতায় পৌঁছেছেন। সেখানে মন্দিরে পুজো দেওয়ার পরে তিনি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করেন। পঞ্চায়েত প্রধানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে পঞ্চায়েত আধিকারিকদের হাতে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। সূত্রের খবর, পাহাড়েও বহু পঞ্চায়েত প্রধানরা অফিসে আসছেন না। এক্ষেত্রে সরকার কী পদক্ষেপ করবে সেটা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়ে দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে সেখানকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দুর্যোগ মোকাবিলা কেন্দ্র চালু করার দাবিও করা হয়েছে।

বিমল এদিন জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বৈঠকে ডেকেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা পাহাড়ের উন্নয়ন চাই। উন্নয়নই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।' আর গোর্খাল্যান্ড? বিমলের বক্তব্য, 'গোর্খাল্যান্ডের দাবি তো রয়েছে। সেটা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়েই কথা বলতে এসেছি।'

জুন মাসে অনীত থাপা জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তারপর থেকে জিটিএ'র সদর দপ্তর লালকুঠি কার্যত অভিভাবকহীন। উন্নয়নের

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠকে বিমল গুরুং।

> আমরা পাহাড়ের উন্নয়ন চাই। উন্নয়নই এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।
>
> **বিমল গুরুং**
> *প্রধান, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা*

সমস্ত কাজকর্মও থমকে। অথচ রাজ্যের নতুন সরকার পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য জিটিএ-কে ৩০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দিয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও ২৫০ কোটি টাকার কাজ পাহাড়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া জিটিএ'র হাতেও বিভিন্ন খাতের প্রায় কয়েকশো কোটি টাকা রয়েছে। এই টাকায় দ্রুত পাহাড়ের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, পর্যটনকেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজগুলি শুরু করতে চাইছে রাজ্য। সেই জন্য জিটিএ-তে হয় কোনও আমলাকে প্রশাসকের দায়িত্ব দিতে পারে রাজ্য সরকার। অথবা সাংসদ, বিধায়ক সহ অন্য জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে প্রশাসক বোর্ড তৈরি করতে পারে। বুধবার কলকাতার বৈঠক থেকে কী সিদ্ধান্ত হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়।

চারু মজুমদারের শহিদ দিবসে শিলিগুড়িতে র‍্যালি। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

চারু মজুমদার সংগ্রহশালার দাবি

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : ফের চারু মজুমদারের মৃত্যুর তদন্তের দাবি উঠল। নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সিপিআই (এমএল)-এর প্রথম সাধারণ সম্পাদক চারু মজুমদারের ৫৪তম মৃত্যু দিবসে মঙ্গলবার শহিদ দিবস পালন করে নকশালবাড়ি শহিদ স্মৃতি রক্ষা কমিটি। সংগঠনের তরফে এদিন সুভাষপল্লি হাতি মোড়ে চারু মজুমদারের আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। তার আগে এয়ারভিউ মোড়ের সামনে থেকে লিবারেশনের তরফে একটি মিছিল বের করা হয়।

মিছিল শেষে হাতি মোড়ে চারু মজুমদারের আবক্ষমূর্তির পাশে সভা করা হয়। অনেক বছর ধরেই চারু মজুমদারের স্মৃতিতে সংগ্রহশালা তৈরির দাবি করছে লিবারেশন। এদিনের সভাতেও ওই দাবি ওঠে।

একসময় চারু মজুমদারের মৃত্যুদিবসে অলিখিতভাবে বনধ পালিত হত শিলিগুড়িতে। যদিও এখন আর তেমন কিছু হয় না। তবে ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে এবং সমকালীন শ্রেণি আন্দোলনে চারু মজুমদারের রাজনীতি ও দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন তাঁর ছেলে অভিজিৎ মজুমদার।

৫৪তম মৃত্যুদিনে সভা

বিজেপিকে নিশানা করে এদিন সভায় তিনি বলেন, 'নকশালপন্থা একটা মতাদর্শ। বিজেপি নকশালমুক্ত ভারতের কথা বললেও তা শেষ হয়ে যাবে না। মতাদর্শকে কোনওদিন ধ্বংস করা যায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে বিজেপি স্বৈরাচারী শাসন চালাচ্ছে। বুলডোজাররাজ, উচ্ছেদ, এসআইআরে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। এছাড়াও বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে।' ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তিনি জানান, শুধুমাত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনমত তৈরি করে সিজেপি যেভাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে, তা মনে করায় নকশাল আন্দোলনকে।

নকশাল আন্দোলনও ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। বর্তমান সময়ে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র পথ গণ আন্দোলন বলে মন্তব্য করেন সিপিআই (এমএল) নিউ ডেমোক্র্যাসি নেতা নোটন কর। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য নেতা বাসুদেব বসু।

পঞ্চায়েত সংশোধনী ঘিরে বিতর্ক

কবিতা গুহ রায়

শিবমন্দির, ২৮ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সম্প্রতি পাশ হওয়া 'পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন' ঘিরে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক ছড়িয়েছে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বিধানসভায় সংশোধনী বিলটি পেশ করেন। নতুন আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। আইন অনুযায়ী অর্থ সংক্রান্ত অনুমোদন, বিল পরিশোধ এবং চেকে সইয়ের মতো আর্থিক কাজ আর প্রধানের একক কর্তৃত্বে থাকবে না। পঞ্চায়েত সচিব ও এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট যৌথভাবে সেই দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান বা উপপ্রধান অনুপস্থিত, অক্ষম কিংবা নিষ্ক্রিয় থাকলে প্রশাসনের মনোনীত আধিকারিকের হাতে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, এতে আর্থিক স্বচ্ছতা বাড়বে, দুর্নীতি রোধ সহজ হবে এবং প্রশাসনিক কাজের গতিও বৃদ্ধি পাবে। তবে বিরোধী রাজনৈতিক দল, আইনজ্ঞ এবং পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের একাংশের অভিযোগ, এই সংশোধনের ফলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসন ক্ষুণ্ণ হবে।

মাটিগাড়া-১ এর প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলেন, 'এই সংশোধন সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। নির্বাচিত প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলে তাঁদের হাতে শুধু দায়িত্বই থাকবে, কিন্তু কার্যকর ক্ষমতা থাকবে না।' তবে একই পঞ্চায়েতের সচিব মহম্মদ জাহিদুল জানান, এখনও তাঁর কাছে সরকারের কোনও আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা পৌঁছায়নি।

অন্যদিকে, চম্পাসারির প্রধান জনক সাহা সংশোধনীকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আর্থিক বিষয়গুলি প্রশাসনিক আধিকারিকরা দেখলে স্বচ্ছতা বাড়বে। জনপ্রতিনিধিরা তখন উন্নয়নমূলক কাজে আরও বেশি সময় দিতে পারবেন।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রধানের দাবি, সরকারি নির্দেশিকা জারির আগেই তাঁর পঞ্চায়েতে সচিব কার্যত অধিকাংশ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন।

শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবী ও প্রাক্তন মেয়র গঙ্গোত্রী দত্ত বিষয়টির সমালোচনা করেছেন। তাঁর কথায়, 'ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে সরকারি আধিকারিকদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে গ্রামীণ স্তরে জবাবদিহিতার কাঠামো দুর্বল হবে।' তাঁর মতে, দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও তার জন্য গোটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষমতা সীমিত করা উচিত নয়। রাজ্য বার কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অরুণ সরকার বলেন, 'দুর্নীতি দমনের অজুহাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের পরিপন্থী।' অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলা বিজেপির সম্পাদক ও আইনজীবী নান্টু পালের দাবি, 'এই সংশোধনী মোটেও অসাংবিধানিক নয়। এখন তো তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ প্রধানই কাজে ফাঁকি দিয়ে অফিস এড়াচ্ছেন। নাগরিক পরিষেবা লাটে উঠেছে।'

তদন্ত কমিটি

ইসলামপুর, ২৮ জুলাই : পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষিকার দ্বারা কলেজ ছাত্রীকে হেনস্তা। সেই অভিযোগের তদন্ত কমিটি তৈরি হল ইসলামপুর মহকুমার একটি কলেজে। পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার ইসলামপুর থানায় এক কলেজ ছাত্রীর অভিযোগে উঠে আসে ১৪ জুলাই পরীক্ষা চলাকালীন তাঁকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করেন এক শিক্ষিকা। এ বিষয়ে মঙ্গলবার কলেজে একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী বৈঠকও হয় এবং সেখানে ১২ জন সদস্যের একটি 'ইন্টারনাল কমপ্লেইন কমিটি' গঠন করা হয়।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কমিটি পুরো বিষয়টি তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দেবে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

বরখাস্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটর

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : কর্তব্যে গাফিলতি, অনিয়মিত অফিসে যাতায়াত সহ বিভিন্ন অভিযোগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যা নিয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অন্দরে তীব্র হইচই পড়েছে। কলেজে নতুন অধ্যক্ষ কাজে যোগ দিতেই একজন কর্মীকে কাজ থেকে ছাঁটাইয়ের ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

তবে মেডিকেল সূত্রের দাবি, পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। সোমবার থেকে ওই কর্মীকে কলেজে হাজিরা খাতায় সই করতে দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে চায়নি। পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'আমি এখন আর উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নেই।' তবে, বরখাস্ত হওয়া ওই কর্মী দাবি

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

করেছেন যে, তিনি এই ধরনের কোনও চিঠি পাননি। মঙ্গলবারও তিনি অফিসে গিয়েছিলেন।

ঋতন্ময় ঘোষাল নামে একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ২০১৮ সালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে কাজে যোগ দেন। রীতিমতো পরীক্ষা নেওয়ার পরে স্বাস্থ্য ভবন থেকে তাঁকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। সরকারি নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ২৮ অগাস্ট তাঁকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিয়োগের সময় দেওয়া শর্তগুলি সঠিকভাবে পালন করছিলেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই কর্মীকে বরখাস্তের চিঠিতে তাঁকে ঠিক কী কী কারণে কাজ থেকে সরানো হল সেগুলি স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বেশ কয়েকমাস ধরে মেডিকেলে নির্দিষ্ট বিভাগে তাঁর উপস্থিতি অত্যন্ত অসন্তোষজনক। যার ফলে অফিসের কাজকর্ম ভালোভাবে হচ্ছিল না। বারবার নির্দেশ দেওয়ার পরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। শারীরিক অসুস্থতার কথা বলায় তাঁকে সেই অসুস্থতা মূল্যায়নের জন্য রাজ্যের গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানেও হাজিরা দেননি। অফিসের কাজকর্মের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অনীহা, কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার অভাব এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হচ্ছে বলে বরখাস্তের চিঠিতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে। এ নিয়ে কলেজ ও হাসপাতালের অন্দরে তীব্র হইচই পড়েছে। চিকিৎসকদের একাংশ মনে করছে, কর্মসংস্কৃতির হাল ফেরাতে এবার কলেজ ও হাসপাতাল দু'দিকেই কড়াকড়ি করা হবে।

বেহাল কোর্ট ময়দানে শুধুই মেলা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২৮ জুলাই : একের পর এক মেলার চাপে খেলাধুলোর উপযুক্ত পরিবেশ হারাচ্ছে ইসলামপুর কোর্ট ময়দান। শহরের প্রধান খেলার মাঠটি আবর্জনা, জলকাদা আর খোঁড়াখুঁড়িতে বেহাল। প্রশাসনের আশ্বাসের পরও ছবিটা বদলায়নি। এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা। যদিও ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সৌমেন ধুত্তুরাজ জানান, মাঠের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে খেলার উপযোগী দুটি মাঠ রয়েছে। একটি ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠ, অপরটি কোর্ট ময়দান। তবে হাইস্কুল মাঠটি স্কুল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষ কোর্ট ময়দানেই খেলাধুলো, শরীরচর্চা করেন। পাশাপাশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয়। তবে প্রায় তিন মাস সেসব বন্ধ।

২৮ মে থেকে কোর্ট ময়দানে এক্সপো শুরু হয়। মেলা শেষ হয় ৭ জুলাই। এরপর দেখা যায়, আবর্জনা, জলকাদা, গর্তের জেরে মাঠের দফারফা। অভিযোগ, মেলা শেষের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও ময়দান সংস্কারে কোনও উদ্যোগ নেয়নি এক্সপো কর্তৃপক্ষ। মেলার পরিচালকদের পক্ষে ভাস্কর দে বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বৃষ্টির জন্য মাঠ ঠিক করতে পারিনি। এসডিও আমাকে মাঠ ক্লিয়ারেন্সের চিঠি করেছিলেন। শীঘ্রই মাঠ ঠিক করে দেব।'

ইসলামপুরের কোর্ট ময়দানের বর্তমান হাল।

এক্সপোতে মাঠ এমনিতেই বেহাল হয়ে পড়েছিল। সেই মাঠেই আবার ১৬ ও ২৩ জুলাই রথযাত্রার মেলা হয়। তাতে কোর্ট ময়দানের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে বলে জানাচ্ছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা ক্রীড়াপ্রেমী মহম্মদ ফেসি ক্ষোভ উগরে বললেন, 'খেলার মাঠে তো শুধু মেলাই হচ্ছে। তাহলে ক্রীড়াপ্রেমীরা কোথায় যাবেন? মেলার জন্য শহরে তো আরও জায়গা রয়েছে, সেখানে মেলা হোক, তাতে কারও অসুবিধা নেই। ক্রীড়াপ্রেমীদের কথাও তো ভেবে দেখা উচিত।'

প্রায় দু'বছর আগে মহকুমা অফিস ক্রীড়া সংস্থার তরফে আয়োজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মঞ্চ থেকে জানানো হয়েছিল, 'কোর্ট ময়দানের চারপাশের ভগ্নপ্রায় সরকারি আবাসনগুলি ভেঙে এক সাইডে গ্যালারি করা হবে।' তবে দু'বছরে কাজ হয়নি। একই মঞ্চ থেকে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেছিলেন, 'শীঘ্রই পুরসভার পক্ষ থেকে মাঠে ঘাসের চারা রোপণ করা হবে।' যদিও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। কানাইয়ালালের সাফাই, 'সময়ের অভাবে সেটি হয়নি।'

২০১৯ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রায় ৬২ লক্ষ টাকায় ইসলামপুর কোর্ট ময়দানের চারপাশে প্রাচীর এবং রেলিং দেওয়া হয়েছিল। এর তিন বছর পর্যন্ত মাঠে কোনও মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে নির্দেশ দেওয়া হয়, কেউ যদি মাঠ নষ্ট না করে মেলা করতে পারে, তবে করবে। এখন মাঠে ফের মেলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। মাঠ বাঁচানোর শর্ত কি আয়োজকদের দেওয়া হচ্ছে না? প্রশ্ন তুলছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। তবে উত্তর মিলছে না।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭২ সংখ্যা, বুধবার, ১২ শ্রাবণ ১৪৩৩

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল

ভিনরাজ্যে বাংলার অনেক শ্রমিক কাজ করেন। তথ্যটা কারও অজানা নয়। এটাকে ভবিতব্য ধরে নিয়েছেন প্রায় সবাই। মাঝে মাঝে সরকারের অবশ্য টনক নড়ে। বিশেষ করে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক আক্রান্ত হলে। কিংবা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে। সম্প্রতি সিকিমে কাজ করতে গিয়ে ২৫ জনের প্রাণ গিয়েছে সুড়ঙ্গ ধসে। যাঁদের অর্ধেকের বেশি উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। নিহতদের পরিবারকে নিজের হাতে ক্ষতিপূরণ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চাকরির আশ্বাসও দিয়েছেন।

এই ব্যবস্থা তো কয়েকটি মাত্র পরিবারের জন্য। কিন্তু বাংলার প্রতি জেলা থেকে কম করে লক্ষাধিক শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন। অনিশ্চয়তায় ভরা তাঁদের জীবন, জীবিকা। নিরাপত্তার বালাই বলতে কিছু নেই। তাঁদের কী হবে? উত্তরবঙ্গে এসে শুভেন্দু অধিকারী ডাক দিলেন তাঁদের- ফিরে আসুন সবাই। সরকার আপনাদের কাজের ব্যবস্থা করবে। একই ডাক দিয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিনরাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের ওপর হামলার পর তিনি ওই ডাক দিয়েছিলেন।

ফিরে এলে প্রাথমিকভাবে ভাতা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন মমতা। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় কিছু শ্রমিক ফিরে এসেছিলেন বটে। কিন্তু ভাতার টোপ দিয়েও তাঁদের বেঁধে রাখা যায়নি। অনেকে ভাতা নিয়েও ফের ভিনরাজ্যে গিয়েছেন কাজ করতে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। কেন না, কাজ না জুটলে সামান্য ভাতার টাকায় জীবন চলে না কারও। কাজের ব্যবস্থা করতে পারেনি তৃণমূল সরকার।

বিজেপি সরকার আশ্বাস দিচ্ছে, কাজ দেওয়া হবে। কোথায় কাজ? কলকারখানা তৈরি হবে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে। আমূলের দুটি কারখানা হবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে। সরকারি স্তরেও কর্মসংস্থান হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, বাংলায় উন্নয়নের অমৃতকাল চলছে। ফলে শ্রমিকরা ফিরে এলে কাজের অভাব হবে না। বাস্তবে অবশ্য গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। সবই হবের পর্যায়ে রয়েছে। এটা ঠিকই, বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর একের পর এক শিল্পসংস্থা লগ্নি করবে শোনা যাচ্ছে।

দু'-একটি কারখানার শিলান্যাস হয়েছে। লগ্নির আশ্বাস কিংবা শিলান্যাস আর কারখানা চালুর মধ্যে বাস্তবে বহু যোজন দূরত্ব। এখনই যদি পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান শুনে, তাঁদের কাজ দেবে কে? তাছাড়া যেসব কারখানা ইত্যাদির কথা শোনা যাচ্ছে, সেগুলি শেষপর্যন্ত তৈরি হলেও কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। অথচ বাংলার প্রতি জেলা থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন।

ভিনরাজ্যে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সকলের শিক্ষাগত যোগ্যতা সরকারি চাকরির উপযুক্ত নয়। তাছাড়া সরকারি স্তরে না হয় কয়েক হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা কি সরকার দিতে পারবে? প্রশ্নটা উঠছেই। প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক শুনে যাঁরা ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ আবার ভিনরাজ্যমুখী হয়েছিলেন। না হলে সংসারের পেট চলবে না যে।

শুভেন্দু অধিকারীর আহ্বান শুনে একই কারণে দলে দলে শ্রমিক বাংলামুখী হবেন- এমন নিশ্চয়তা নেই। বাস্তবের মাটিতে যতক্ষণ না কর্মসংস্থান দৃশ্যমান হচ্ছে, ততক্ষণ ফিরে আসার কথা শ্রমিকরা ভাববেন কী করে? বাংলায় নতুন কর্মসংস্থান বন্ধ অনেক বছর ধরে। তৃণমূল জমানায় কার্যত কাজের কোনও ব্যবস্থাই হয়নি। বরং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানও ধাক্কা খেয়েছিল।

এতদিন কাজের ব্যবস্থা না হওয়ায় বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে বেড়েছে। অন্য উপায় না দেখে তাই ঘর ছেড়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। যাঁদের মধ্যে তরুণ প্রজন্মের সংখ্যাও প্রচুর। যেমন-তেমন কাজের লোভ দেখিয়ে তাঁদের ফেরানো কঠিন। ভিনরাজ্যে যে উপার্জন হয়, তা ছেড়ে কেনই বা আসবেন তাঁরা? ফিরে আসার আহ্বান জানানোর আগে সরকারের তাই এই বাস্তব পরিস্থিতি ভেবে দেখা দরকার। নাহলে শুধুই ফেরার ডাক প্রহসনে পরিণত হবে!

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

উচ্চশিক্ষার অসুখ, সরকারের অগ্নিপরীক্ষা

দীর্ঘদিনের পরিকাঠামো সংকট, নিয়োগের অনিশ্চয়তা ও প্রশাসনিক দুর্বলতার মুখে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ কোন পথে?

দেবদূত ঘোষঠাকুর

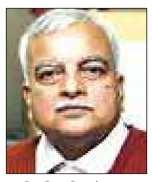

অনেকে বলেন, কারও কর্তব্যপরায়ণতা যাচাই করার জন্য দুই মাস যথেষ্ট সময় নয়। তবে এটুকু বুঝেছি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি দিনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই ক্ষেত্রের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সময়ই সবচেয়ে বড় সম্পদ। ছোটবেলায় পড়েছিলাম, 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়, যে জন না বুঝে, তারে ধিক শত ধিক। বলিছে সোনার ঘড়ি, টিক টিক টিক।' আমার মনে হয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মন্ত্রী, আমলা, আচার্য, উপাচার্য, বিকাশ ভবন, নবান্ন, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সবাইকে ধরে ধরে এই কবিতাটির সারমর্ম বোঝানো হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভেবেছিলেন, রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পরে শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা শুধু দুর্নীতির আখড়া হয়ে থাকবে না, সেখানে অন্তত পড়াশোনা কিংবা গবেষণার পরিবেশ তৈরি হবে, রাজ্যের সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী এসে ভর্তি হবেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগামছাড়া ফি তাঁদের উচ্চশিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যথাযথ পরিকাঠামো তৈরি হবে এবং উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নত হবে।

মনে রাখতে হবে রাজ্যে যে ৩৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেগুলির শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা কিন্তু ঠিকাশ্রমিক। নতুন সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আবার পুরোপুরি 'দিনমজুর'। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এখনও পর্যন্ত ওইসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপাচার্যদের সঙ্গে কোনও বৈঠক না করলেও, আচার্য রাজ্যপাল দুই ভাগে প্রথমে লোকভবন ও পরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। সেখানে উপাচার্যরা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা, পঠনপাঠনের হাল, কীভাবে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও উন্নত করতে চান সে ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন। রাজ্যপাল আলাপচারিতায় রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গিয়ে নিজের চোখে সেগুলির হাল দেখবেন বলে জানিয়েছেন। ওই দুটি বৈঠকে রাজ্যপাল যে বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তা পরপর সাজালে উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে।

(১) রাজ্যের দুটি পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মুহূর্তে স্থায়ী বা অস্থায়ী উপাচার্য নেই অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ এবং রবীন্দ্রভারতী। (২) দুটি বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ তিন বছর ধরে চলছে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়ে যথা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বা ম্যাকাউট এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। অস্থায়ী উপাচার্যের পাশাপাশি সেখানে আপাতত রেজিস্ট্রারও অস্থায়ী এবং সেখানে দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে সম্প্রতি। (৩) দুটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যথা হুগলির রানি রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি এবং পূর্ব মেদিনীপুরের মহাত্মা গান্ধি ইউনিভার্সিটি বছর আট আগে পঠনপাঠনের কাজ শুরু করলেও, তাদের নিজস্ব ভবন এখনও হয়নি। অন্য সরকারি কলেজে অনেকটাই অবাঞ্ছিত হিসেবেই তারা পঠনপাঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষার আগে আগেই কোনও কোনও বাড়িওয়ালা কলেজ ভাড়াটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য ল্যাবরেটরির দরজায় তালা দিয়ে রাখছে। কখনও বা পরীক্ষা হল বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করতে পারবে না বলে হুলিয়া জারি করছে। (৪) নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ১২ থেকে ৬ বছরের মধ্যে তৈরি হওয়া সবক'টিতে এই মুহূর্তে স্থায়ী উপাচার্য থাকলেও, স্থায়ী রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক বা অন্য কোনও অফিসার বা কর্মী একজনও নেই। নেই কোনও স্থায়ী শিক্ষকও। (৫) নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা ঠিকা হলেও, ভাড়াটে শিক্ষকরা ইউজিসির নিয়মমতো ক্লাসভিত্তিক ৫০০ টাকার বিনিময়ে ভবিষ্যতের সুনাগরিক তৈরি করেন। নিজেদের বিষয়ে সুপরিচিত অবসর নেওয়া এমন সব শিক্ষক সেখানে ক্লাস নেন, যাঁদের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করছেন। ওইসব দিনমজুর শিক্ষকের বেতনও আবার কখনো-সখনো আটকে দেয় বিকাশ ভবন। (৬) জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী এখন স্নাতকোত্তর শাখায় অনেক বেশি বিষয় পড়াতে হয়। হাতেকলমে কাজ শেখার উপরে জোর দেওয়া হয়। নিত্যনতুন বিষয় খোলার ফরমান দেওয়া হয়। নতুনদের কথা বাদ থাক, প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত সমস্যায় পড়ে যায়। রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তর ফরমান জারি করেই দায়িত্বমুক্ত হয়।

আর্থিক সুযোগসুবিধা আটকে না রাখা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আচার্য কোনও আশার কথা না শোনালেও, ওঁর একটি কথায় উপাচার্যরা আশান্বিত হয়েছেন। আচার্য বলেছেন, তিনি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে নিজের চোখে পরিস্থিতি দেখে আসবেন। এক উপাচার্যের কথায়, আচার্য যত তাড়াতাড়ি আসবেন, ততই আমাদের পক্ষে ভালো এবং তাতে অন্তত বিকাশ ভবন প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পাবে।

অতি সম্প্রতি রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী রাজ্য বিধানসভায় বাজেট বক্তৃতায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাল নিয়ে বক্রোক্তি করেছেন। তাতে পরিষ্কার যে রাজ্য সরকার সেখানকার হাল সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নিয়ে কোনও দিশা দেখাতে পারেননি তিনি।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষার করুণদশা কাটাতে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মহলে বহু প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তীব্র পরিকাঠামো সংকট, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের গভীর অনিয়ম এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থার বাস্তব চিত্রটা আজও উদ্বেগজনকভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে। নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হলেও শিক্ষক হাজিরা থেকে শুরু করে আইটিআই বেসরকারিকরণের মতো একাধিক সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধেছে। শিক্ষার এই বহুমুখী সংকট থেকে মুক্তির কোনও স্থায়ী রাস্তা কি আদৌ খুঁজে পেল বর্তমান সরকার?

ক্ষমতার বসার দুই মাসের মধ্যে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে তিনটি ঘোষণা করেছেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। প্রথম ঘোষণা, কলেজে ভর্তি নিয়ে অসাধু কারবার বন্ধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির কোনও হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। দ্বিতীয় ঘোষণা, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলিতে নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে কোনও আপস করা চলবে না। তাই চালু হবে স্মার্ট কার্ড। নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়টি ঘোষণা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে উপাচার্যের পর্যন্ত জেল হতে পারে। বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, রাজ্যের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির অভিভাবক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। এক কর্তার ইঙ্গিত, তদন্তে আরও গুরুতর অনিয়ম সামনে আসতে পারে। চতুর্থ ঘোষণা, রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা আইটিআইগুলির বেসরকারিকরণ করতে চায় রাজ্য সরকার।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা করা দ্বিতীয় দাওয়াইটি কার্যকর করা নিয়ে সমস্যা হতে পারে ইঙ্গিত দিয়েছে বিকাশ ভবন। তাঁদের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষকদের একাংশকে এই নিয়ম পালনে বাধ্য করা যাবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তিনি বলেন, নিয়মানুবর্তিতার নিয়ম ঘোষণার পরেই বায়োমেট্রিক চালু থাকা একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জুলাই মাস থেকে এই ব্যবস্থা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শ্রেণির কর্মীদের জন্য ২০২৪ থেকে এই ব্যবস্থা চালু থাকলেও, শুধু স্থায়ী শিক্ষকদের জন্য এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। একবার তাঁদের জন্য এই শৃঙ্খলার দাওয়াই কার্যকর করার ঘোষণা করেও ১২ ঘণ্টার মধ্যে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নেয় কর্তৃপক্ষ। বিকাশ ভবন মনে করছে, নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থায়ী শিক্ষকরাও বায়োমেট্রিক ব্যবস্থার আওতায় পড়বেন এই আশঙ্কায় তাঁদের চাপেই এই বায়োমেট্রিক ব্যবস্থাটিকেই বোধহয় তুলে দিল বিশ্ববিদ্যালয়। আর এই ঘটনাটি যেদিন ঘটেছে, অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০২৬, সে দিনটা ছিল এই বায়োমেট্রিক হাজিরা প্রথা প্রণয়ন করা স্থায়ী রেজিস্ট্রারের চাকরিজীবনের শেষ দিন। অবসর নিলেন বটে কিন্তু ছাড়পত্র পেলেন না ওই রেজিস্ট্রার। আটকে গেল পেনশনও। এর সঙ্গে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি কার্যকর করার সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করছে বিকাশ ভবন। অস্থায়ী উপাচার্যের পরে অস্থায়ী রেজিস্ট্রার আসায় দুর্যোগের মেঘ দেখছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা এবং বিভ্রান্ত ছাত্রছাত্রীরাও।

তবে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের চতুর্থ সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ আইটিআইগুলির বেসরকারিকরণ, রুগ্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে একই নীতির ইঙ্গিত দিচ্ছে কি? আপাতত সেই প্রশ্ন ও আশঙ্কাই এখন উচ্চশিক্ষা মহলের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৯১

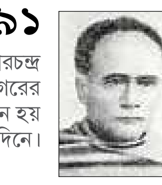

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০০৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচিত

কোনও জয় বা সাফল্যের উদযাপন সম্মানের সঙ্গে হওয়া উচিত। সেখানে যেন সংযম, বিনয় এবং দায়িত্ববোধের প্রতিফলন থাকে। প্রকৃত সাফল্যের বীজ শুধুমাত্র লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে নিহিত থাকে না। বরং সেটা কীভাবে স্বীকৃতি পায়, তা ভালো করে দেখা উচিত।

- সোনম ওয়াংচুক

ভাইরাল/১

অসমের ভয়াবহ বন্যায় ভাসছে একের পর এক গ্রাম। ঘোলা জলে একজন সাঁতার কাটছেন। আর হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন একটি প্লাস্টিকের গামলা। ভেতরে রয়েছে তাঁর তিন সন্তান। বাবার ভালোবাসা নেটদুনিয়ায় চর্চার কেন্দ্রে।

ভাইরাল/২

১২ তলা থেকে বিড়াল ছুড়ে ফেলার ভিডিও ভাইরাল। মহারাষ্ট্রের অম্বরনাথের একটি আবাসনের লিফট লবিতে বিড়ালটি বসে ছিল। একজন সেটিকে নীচে ছুড়ে ফেলেন। দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নেটিজেনরা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি।

জনমন জনমত

হস্টেলে হামলায় কয়েকটি প্রশ্ন

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী এবিএন শীল কলেজের বয়েজ হস্টেলে ঢুকে এবিভিপি'র আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই। এই ঘটনায় কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে। যেমন হস্টেলে কীভাবে দুষ্কৃতীরা অবাধে প্রবেশ করল? হাসপাতালে আবাসিকদের উপর রেইকির পর কীভাবে তারা আবার কলেজ হস্টেলে ঢুকে এলোপাতাড়ি রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চালাল? পুলিশকে খবর দেওয়ার পরেও দুষ্কৃতীরা যখন পুলিশের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হল না?

একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানে হামলায় জখম হওয়া ছাত্রদের যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে, উলটে আবাসিক ছাত্রদের ১০ দিনের ছুটি দিয়ে হস্টেল ছাড়তে বাধ্য করা হল। ছাত্রদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে কর্তৃপক্ষের এহেন পদক্ষেপে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠছে। দূরদূরান্তের ছাত্ররা কয়েকদিন ক্লাস করবে কীভাবে? উত্তর নেই কোনও পক্ষ থেকেই।

ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানাই এবং অবিলম্বে আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি কলেজ হস্টেলে বারবার দুষ্কৃতীদের এমন হামলার দায় কর্তৃপক্ষকেও নিতে হবে এবং অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ পদক্ষেপ করতে হবে। দলমতনির্বিশেষে সকল ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, অধ্যাপক, অভিভাবক ও সচেতন জনসাধারণকে একযোগে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আসিফ আলম
জেলা সম্পাদক, এআইডিএসও, কোচবিহার।

প্রকৃত পথপ্রদর্শক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জানা নেই এমন শিক্ষিত বাঙালি নেই বললেই চলে। অন্ধ সমাজের বুকে তিনি যেন আলোকশিখা। তাঁর নিরলস চেষ্টায় বিধবারা বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পেয়েছেন বাঁচার নতুন প্রেরণা।

আজ মেয়েরা ঘরের চার দেওয়ালে বিন্দ না থেকে যে শিক্ষার আঙিনায় পদার্পণ করেছে তার পথপ্রদর্শক ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। সমাজজীবনের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

তাঁর বর্ণপরিচয়ের হাত ধরেই আমাদের প্রথম বর্ণপাঠ। দয়া, সেবা, মায়া- এই তিনের সমার্থক যেন তিনি। বিদ্যাসাগর আজও যেন বাঙালির বিস্ময়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় আজও আমরা বলি, 'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়'। তাই আজও ২৯ জুলাই তারিখটিকে আপামর বাঙালি জাতি ভোলেনি। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বাঙালির আবেগ সবসময় বেশি। তাঁর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই তাঁর চরণে। তাঁর কাছে আমরা সত্যিই ঋণী।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যাসে কি সহ্যের সংকট?

স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যাস এবং সুবিধার প্রত্যাশা বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের মানসিক সহ্য ক্ষমতা কমছে কি না বলে প্রশ্ন উঠছে।

সাহানুর হক

'উফ! রোজ এভাবে দূরের জার্নি আর ভালো লাগে না।' চলন্ত বাসের সিটে বসে এক তরুণী স্বাস্থ্যকর্মী বিরক্তির স্বরে বললেন, 'কবে যে বাড়ির কাছে প্লেসমেন্ট নিতে পারব কে জানে!' পাশের সিটে তারই আরেক তরুণী সহকর্মী প্রত্যুত্তরে বললেন, 'ঠিক বলেছিস রে। প্রতিদিনকার এক রুটিনের দৌরাত্ম্যে মাথা ধরা, শারীরিক যন্ত্রণা লেগেই থাকে আমারও। এভাবে কি আর বেঁচে থাকা যায়?' তরুণী স্বাস্থ্যকর্মীর এই কথাটি শুনে একই বাসে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকা এক মধ্যবয়স্ক বাদাম বিক্রেতা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন দু'দণ্ড।

এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়? কী অসম্ভব কঠিন একটি প্রশ্ন! নাকি প্রজন্মকে ঘিরে জন্ম নেওয়া সহস্র প্রশ্নের প্রতিধ্বনি এটি? প্রশ্ন জাগে, প্রজন্ম কি ধীরে ধীরে এমন এক মানসিকতার দিকে এগোচ্ছে, যেখানে সামান্য অস্বস্তিও দুর্বিষহ মনে হয়? যেখানে সুযোগসুবিধা অভ্যাস থেকে ক্রমশ অধিকারে পরিণত হচ্ছে দিন-দিন? সাময়িক অসুবিধাকে জীবনের বড় সংকট হিসেবে দেখে দেখে আমাদের মানসিক সহনশীলতার পরিধি কি সংকুচিত হয়ে পড়ছে না? যে অস্বস্তি একসময় মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অংশ ছিল, আজ তা কেন অস্তিত্বের সংকট হয়ে উঠছে?

বাসের সেই বাদাম বিক্রেতার দিকে তাকালে এইসব প্রশ্নের ভিন্ন মাত্রা ধরা পড়ে। তিনি বসে নেই, দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিদিন হয়তো এভাবেই এক বাস থেকে আরেক বাসে ঘুরে বেড়ান। তাঁর যাত্রাপথের কোনও নির্দিষ্ট শেষ নেই, নেই সরকারি ভাতা, চাকরির নিরাপত্তা কিংবা ছুটির নিশ্চয়তা। তাঁর কাছে দীর্ঘ পথ মানে অভিযোগ নয়, বরং জীবিকা। শরীর ক্লান্ত

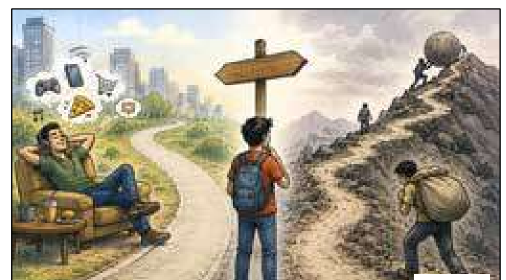

প্রতীকী

হলেও থেমে যাওয়ার কোনও অবকাশ নেই। কারণ থেমে গেলে হয়তো সেদিন সংসারের হাঁড়িতে ভাত উঠবে না। তাই তাঁর বিস্মিত দৃষ্টির সেই দু'দণ্ডের নীরবতা যেন তরুণীদের নয়, সময়কেই প্রশ্ন করছিল।

যদিও কোনও পেশা বা কোনও কষ্টই ছোট বা বড় হয় না। একজন স্বাস্থ্যকর্মীর কাজ যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন, তেমনি বাদাম বিক্রেতার সংগ্রামও বাস্তব। কিন্তু এই দুই বাস্তবতার মধ্যে যে মানসিক পার্থক্য, সেটিই ভাবিয়ে তোলে। প্রযুক্তি হয়তো আমাদের সময় বাঁচিয়েছে, যোগাযোগ সহজ করেছে। কিন্তু একইসঙ্গে সহ্য ক্ষমতার সীমাও যেন কমিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য এর জন্য শুধু প্রযুক্তিই দায়ী নয়; বদলে যাওয়া জীবনযাত্রা, ভোগবাদী সংস্কৃতি এবং তাৎক্ষণিক সুবিধার প্রত্যাশাও এই মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। ২০২২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের প্রায় ৪৯.৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের দিক থেকে 'নিষ্ক্রিয় বা অলস'। এমনটা চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে এই পরিসংখ্যান বেড়ে ৬০ শতাংশে পৌঁছে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তরুণ প্রজন্মকে তাই দক্ষতার পাশাপাশি সহনশীলও হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ জীবন সবসময় সুবিধামতো সাজানো থাকে না। কখনও দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয়, কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কখনও বাদাম বিক্রেতার মতোই অস্বাভাবিক প্রতিকূলতার সঙ্গে আপস করে এগিয়ে যেতে হয়। সাময়িক অস্বস্তিকে চূড়ান্ত দুর্ভোগ বলে মনে করলে বড় সংকটের মুখোমুখি হয়ে টিকে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলব আমরা। বাসের সেই ক্ষণিকের দৃশ্যটি বর্তমান সময়ের এক নিদারুণ প্রতিচ্ছবি। একদিকে অভিযোগে ক্লান্ত মানসিকতা, অন্যদিকে সংগ্রামে অভ্যস্ত জীবন। বেঁচে থাকার শক্তি কেবল স্বাচ্ছন্দ্যে নয়, বরং অস্বস্তিকে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত। ছোট ছোট অসুবিধাকেও অসহনীয় বলে মনে করতে শুরু করলে বড় সংকটের মুখোমুখি হওয়ার শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। জীবনের বড় শিক্ষক স্বাচ্ছন্দ্য নয়, বরং সংগ্রাম। কারণ প্রতিটি প্রতিকূলতাই মানুষকে নতুন করে নিজের শক্তির পরিচয় দেয়।

(লেখক গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠান। ইমেল : ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫০৯

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। কথার ফাঁদ বা বাগাড়ম্বর ৫। ইংরেজি বছরের মাস ৬। নেতা ৮। বস্তার আরেক নাম ৯। বাবার ছোট ভাই ১১। পদ্মের কুঁড়ি ১৩। পুত্র বা বালক ১৪। ছাড়, কিছু পরিমাণে বাদ।

উপর-নীচ : ১। যা কারণ নয় তাকে কারণ বলে চালানো ২। বাতিক, মহিলাদের সম্মানসূচক নামান্ত ৩। জগৎ বা বিশ্ব ৪। আড়ম্বরপূর্ণ শোভা, ৬। বার্ধক্য স্থবিরতা ৭। অল্প দৈর্ঘ্যের নাটক ৮। বোয়াল মাছের আরেক নাম ৯। লেখার বা ছাপার উপকরণ, ক্ষেত্রের বা ঘন পদার্থের পরিমাপ বিশেষ ১০। জাদুকর ১১। অনাবশ্যক ঝগড়া ১২। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ ১৩। চর্মরোগবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৫০৮

পাশাপাশি : ১। জামানত ৩। কাবার ৫। চরণবন্দনা ৬। নফর ৭। শরম ৯। জয়জয়কার ১২। দমক ১৩। জলচল।

উপর-নীচ : ১। জ্বালাতন ২। তসর ৩। কাবাব ৪। রটনা ৫। চর ৭। শর ৮। মলমল ৯। জশদ ১০। জম্বুক ১১। কাগজ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

খানিক বৃষ্টিতে ডুবল রাজধানীর আইটিও এলাকা। মঙ্গলবার।

ককরোচ-চাপে মামলা প্রত্যাহার

নিরপরাধ পড়ুয়াদের মুক্তির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ২৮ জুলাই : ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) চাপের মুখে শেষমেশ পিছু হটার ইঙ্গিত দিল বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলি। বিহার, অসমের পর মঙ্গলবার মহারাষ্ট্র সরকারও নিটকাণ্ডের প্রতিবাদে অংশ নেওয়া পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের পথে হাঁটল। এইমর্মে স্বরাষ্ট্র দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। অন্যদিকে, ২৪ জুলাই কলকাতায় অশান্তির ঘটনায় ধৃত ১৬ জনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ঘটনা হল, এদিনই সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে দেশজুড়ে চলা এই বিক্ষোভের জেরে ধৃত ও আটক পড়ুয়াদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অতীত রেকর্ড নেই, তাঁদের দ্রুত মুক্তি দিতে হবে। শীর্ষ আদালত পরিষ্কার জানিয়েছে, যাদের কোনও অপরাধমূলক অতীত নেই এবং যারা নাবালক, তাদের আর আটকে রাখা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ সাতটি রাজ্য ও দিল্লি পুলিশকে এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের একটি অংশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সিজেপি। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘আন্দোলন সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলাগুলিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ সারা দেশে বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। কারণ, ২৫ জুলাই কেন্দ্রের দেওয়া আশ্বাসে বলা হয়েছিল শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত এফআইআর প্রত্যাহার করা হবে এবং কোনও শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখোমুখি হবে না।’ সংগঠনটির দাবি, কেন্দ্রের কাছ থেকে এই আশ্বাস পাওয়ার পরই তারা দেশব্যাপী আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিল। কিন্তু এখন তাদের আশঙ্কা, কেন্দ্র এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি আদালতের এই নির্দেশকে হাতিয়ার করে একক আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারে। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলার পরেও কেন সরকারের আইনজীবীরা সংগঠনের সাথে হওয়া এই সমঝোতার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টকে জানাননি, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিজেপি। সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে এক্সে লিখেছেন, ‘পুলিশের হাতে শিক্ষার্থীদের এই হেনস্থা যদি চলতে থাকে, তবে ককরোচ জনতা পার্টি খুব শীঘ্রই একটি বিশাল শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে এর জবাব দেবে।’

গত ২০ জুলাইয়ের ‘সংসদ চলো’ অভিযান ঘিরে পুলিশি দমন-পীড়নের অভিযোগে দায়ের হওয়া

> যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অতীত রেকর্ড নেই, তাঁদের দ্রুত মুক্তি দিতে হবে। যাদের কোনও অপরাধমূলক অতীত নেই এবং যারা নাবালক, তাদের আর আটকে রাখা যাবে না।
>
> -সুপ্রিম কোর্ট

গুচ্ছ পিটিশনের ভিত্তিতে এই রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালতের নির্দেশ, আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ব্যক্তিগত ডিজিটাল তথ্য বা আধার সংক্রান্ত বিশদ কিছুই জনসমক্ষে আনা যাবে না। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি কেন্দ্র লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ তুলে ফের আন্দোলন নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল সিজেপি।

তবে কেন্দ্রের একটি সূত্র জানিয়েছে, ওই আশ্বাস কোনওভাবেই হিংসায় লিপ্ত থাকা বা অপরাধমূলক অতীত থাকা ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যন্তরমন্তর সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের আগে কেন্দ্রের দুই মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে সমঝোতায় বসেছিল সিজেপি-র দুই প্রতিনিধি সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা। তাঁদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে রুজু হওয়া সমস্ত মামলা তুলে নিতে হবে। কিন্তু সিজেপি-র অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পুলিশকে মামলা রুজু করার ও গ্রেপ্তারির অনুমতি দিয়ে সরকার নিজের প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। সরকারের সূত্র অবশ্য দাবি করেছে, ওই আশ্বাস শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল এবং আন্দোলনে ঢুকে পড়া সমাজবিরোধীদের তার আওতায় আনা হয়নি। এদিকে শুনানি চলাকালীন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ যে সাংবিধানিক অধিকার, তা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত পর্যবেক্ষণ করেন, ‘আন্দোলন হচ্ছে বলেই লাঠিচার্জ করতে হবে, এমনটা হতে পারে না। গণতন্ত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অপরিহার্য।’ আন্দোলন দমনে পেলেট গান, টিয়ার গ্যাস বা ইলেক্ট্রিক ব্যাটন ব্যবহারের যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বেঞ্চ। আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝার আবেদনে বিহারে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে একে-৪৭ ব্যবহারের যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তাও খতিয়ে দেখার কথা বলেছে আদালত।

তদন্তে স্বচ্ছতা আনতে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বা ‘সিট’ গঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা পুলিশকর্মীদের আহত হওয়ার বিষয়টি তুললেও আদালত দায় নির্ধারণে অনড়। বেঞ্চের সাফ মন্তব্য, ‘যাঁরাই সীমা লঙ্ঘন করে থাকুন না কেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। দায় স্থির না হলে তদন্তের কোনও মানে নেই।’ স্বচ্ছ প্রমাণের স্বার্থে সেদিনের যাবতীয় সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন রেকর্ডিং এবং পুলিশের পিসিআর লগ সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যোশিকে ধর্ষকদের রক্ষাকর্তা বলে সমালোচনা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার জেরে দেশের নতুন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন প্রহ্লাদ যোশি। অথচ মন্ত্রী বদলালেও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। উলটে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে প্রহ্লাদ যোশিকে ধর্ষকদের রক্ষক বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং তাঁর বোন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। মঙ্গলবার সংসদের বাইরে যোশিকে ‘সবচেয়ে জঘন্য প্রকৃতির মানুষ’ বলে আক্রমণ করার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ‘ধর্ষকদের সুরক্ষা দেওয়ার’ অভিযোগ তোলেন রাহুল। বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মেয়াদ ফুরনোর আগেই মুক্তি দেওয়ার পক্ষে প্রহ্লাদ যোশির পুরোনো মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ওই অভিযোগ তোলেন রাহুল।

প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী বিল নিয়ে লোকসভায় ১০ ঘণ্টার আলোচনা চলাকালীন সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধি। সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, ‘দেশের তরুণ সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রতিবাদ করছে, বহু

লোকসভায় চাপানউতোর

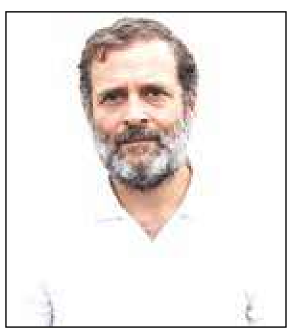

মেয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে, তাদের মারধর করা হচ্ছে। আর তার মধ্যে বিজেপি এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে এল যিনি ধর্ষকদের পক্ষ নেন। উনি অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির মানুষ। যে ব্যক্তি বলে ধর্ষকদের সুরক্ষা প্রয়োজন, তার চেয়ে জঘন্য আর কেউ হতে পারে না। আর তিনিই এখন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী।’ বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, ‘প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেটে আরও কত মানুষ আছেন। তিনি তাঁদের মধ্যে যে কাউকেই বেছে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি এমন একজনকে বেছে নিলেন যিনি ধর্ষকদের রক্ষা করেন। এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক।’

লোকসভার ভিতরেও একই প্রসঙ্গে নিশানা করেন প্রিয়াংকা। প্রশ্নপত্র ফাঁস বিলে আলোচনায় অংশ নিয়ে ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ বলেন, বিজেপি এমন একজনকে শিক্ষামন্ত্রী করল যিনি একজন গর্ভবতী মহিলার ধর্ষকদের সংবর্ধনা দিয়েছেন।’ তাঁর ওই মন্তব্যের পরই ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে সুর চড়ান কিরেন রিজিজু, নিশিকান্ত দুবেরা। তোপ দাগেন খোদ প্রহ্লাদ যোশিও। বিতর্কের জেরে স্পিকার ওম বিড়লা প্রিয়াংকার ওই মন্তব্য রেকর্ডে না রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

কেন্দ্রকে নিশানা প্রিয়াংকা ও অভিষেকের

পরীক্ষা সংস্কার বিল নিয়ে আলোচনা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : বিরোধীদের দাবি মেনে প্রশ্নপত্র ফাঁস বিলে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত আলোচনায় রাজি হল কেন্দ্র। মঙ্গলবার ‘পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’ নিয়ে আলোচনার শুরুতেই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নামল বিরোধী শিবির। পালটা আক্রমণ শানিয়েছে সরকারপক্ষও।

আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদ জানিয়ে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কাছে জানতে চাই ছাত্রদের ওপর কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, জলকামান, ছররা বন্দুক এবং একে-৪৭ নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? এই নির্দেশ কে দিয়েছিল? ওরা কি সন্ত্রাসবাদী? ওরা তো দেশের ছাত্র।’ তিনি অভিযোগ করেন, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর শুধু বলপ্রয়োগই করা হয়নি, মহিলা আন্দোলনকারীদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এত বড় সংকটের পরও প্রধানমন্ত্রী মনে করছেন জনসংযোগের মাধ্যমে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ইস্তফার পর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে বিজেপি সাংসদদের তরফে সংবর্ধনা দেওয়ার ঘটনায় তাঁর কটাক্ষ, ‘কী পরিস্থিতিতে একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন, তা গোটা দেশ দেখেছে। তার পরেও তাঁকে এমনভাবে বরণ করা হলো, যেন কোনও সুপারস্টার সংসদে ঢুকছেন। এটা কি আপনাদের কাছে লজ্জার নয়?’ তিনি জানান, যখন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল তখন মহারাষ্ট্রের একটি পরিবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে সন্তানের আত্মহত্যার শোক পালন করছিল। কংগ্রেস নেত্রীর দাবি, যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার বাজেট মাত্র ১.৪ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে সরকার ১৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ শিল্পপতিদের মকুব করেছে। নতুন কমিটির সদস্যদের নিয়েও প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, সেখানে একজন আইটি বিশেষজ্ঞ, একজন শিল্পপতি এবং একজন ‘গোমূত্র বিশেষজ্ঞ’ রয়েছেন তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব সমস্যা কতটা বোঝেন? প্রিয়াংকার কথায়, ‘দেশের যুবকরা ভিক্ষা নয়, ন্যায়বিচার চাইছে। দেশের যুবকদের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় চুরি হয়েছে তাদের স্বপ্ন চুরি।’

অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির লাগাতার আক্রমণের মুখে নিট কাণ্ড নিয়ে পালটা সরব হন কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিলকে সমর্থন করেও কেন্দ্রের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘যারা আগুন লাগিয়েছে, তারাই এখন এক বালতি জল নিয়ে এসেছে। তাই তাদের বাহবা দেওয়া যায় না।’ তাঁর দাবি, ‘এই বিল সরকারের ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। যদি পরীক্ষা ব্যবস্থা বারবার প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে ভেঙে পড়ে, তবে যত কঠোর আইনই আনা হোক না কেন, লক্ষ লক্ষ ছাত্রের হারানো আস্থা আর ফিরবে না।’

বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর অবশ্য বিরোধীদের সমালোচনাকে পাত্তা দেননি। উলটে প্রশ্নপত্র ফাঁসকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, মাওবাদ, সন্ত্রাসবাদের মতো আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁস রোগকেও নির্মূল করব। মোদি সরকার যেভাবে সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেছেন এই সমস্যারও সমাধান করব।’

কেন্দ্রের সমালোচনা করে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, 'এক প্রধান এক প্রধানমন্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিলেন।’ তাঁর দাবি, যুবসমাজের ঐতিহাসিক আন্দোলনের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ সেই চাপেরই ফল। তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রথমবার হয়নি, বরং ২০২৪ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পরও আবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। দিল্লিতে ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানের প্রসঙ্গ তুলে অখিলেশ বলেন, ‘আমি দূর থেকে আন্দোলন দেখছিলাম। ছাত্রদের বিজয়ের পরে যে স্লোগান উঠেছিল,

> ছাত্রদের ওপর কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ, জলকামান, ছররা বন্দুক এবং একে-৪৭ নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কি? এই নির্দেশ কে দিয়েছিল? ওরা কি সন্ত্রাসবাদী?
>
> -প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা

তা ছিল সরকারের বিরুদ্ধে। সরকার সবসময় বলে তারা কারও সামনে মাথা নোয়ায় না। কিন্তু এবার ছাত্রদের আন্দোলনের সামনে সরকারকে নতিস্বীকার করতেই হয়েছে।’পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে বলেন, ‘এটি জরুরি অবস্থার থেকেও কম ছিল না। ছাত্রদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছে, পেরেক লাগানো লাঠি ব্যবহার হয়েছে, পেলেট গান চালানো হয়েছে, বৈদ্যুতিক শক ব্যাটন ব্যবহার হয়েছে। জরুরি অবস্থার পর যেমন সরকার বদলেছিল, তেমনই এবারও সরকার বদলাবে।’

ক্ষমা চাইল মেটা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : নিটকাণ্ডে ছাত্র আন্দোলনের আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ভিডিও সমাজমাধ্যম থেকে সাময়িকভাবে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মেটার পাবলিক পলিসি প্রধানকে তলব করল কেন্দ্রীয় সরকার। ওই ঘটনা কীভাবে ঘটল মেটার কাছে তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। মেটার পাশাপাশি ইনস্টাগ্রামের গ্লোবাল হেডদেরও তলব করেছে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। জবাবে গোটা ঘটনায় কেন্দ্রের কাছে দুঃখপ্রকাশ করার পাশাপাশি ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থা। মেটা তরফে এটিকে একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করে জানানো হয়েছে যে, ভুলবশত ভিডিওটি সরানো হয়েছিল এবং তা ইতিমধ্যেই পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই সাফাই সত্ত্বেও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে কেন্দ্র।

৩৭০ ফেরাতে ডাক মেহবুবার

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই : জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা হিসেবে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিলেন পিডিপি নেত্রী তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। আগামী ৫ অগাস্ট রাজ্যের সমস্ত জেলার সদর শহরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করবেন পিডিপি কর্মীরা। মঙ্গলবার দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে এই ঘোষণা করেছেন মেহবুবা। সাত বছর আগে ২০১৯-এর ৫ অগাস্ট ভূস্বর্গের সাংবিধানিক মর্যাদা বাতিল করেছিল মোদি সরকার।

১৬ মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

রাঁচি, ২৮ জুলাই : ঝাড়খণ্ড পুলিশের কাছে ১৬ জন সক্রিয় মাওবাদী আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছ’জনের মাথার দাম মোট ৩৯ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল প্রশাসন। আত্মসমর্পণকারী দলে পাঁচ মহিলা সদস্য রয়েছেন। আছেন নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-এর আঞ্চলিক কমিটির সদস্য সন্তোষ মাহাতো ওরফে বাসুদেব দা ওরফে দিলীপ। ১২৮টি মামলায় অভিযুক্ত সন্তোষের মাথার দাম ১৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবারের ঘটনা। ঝাড়খণ্ড পুলিশের অধিকর্তা তাদাশা মিশ্র এই আত্মসমর্পণকে রাজ্যের মাওবাদী বিরোধী অভিযানে ‘বড় সাফল্য’ বলেছেন।

র‍্যাফের ছররা গুলি, ফাঁস পুলিশ রেকর্ডে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : দিল্লি পুলিশের দাবি নাকচ হয়ে গেল তাদের নিজেদের রেকর্ডেই। নিটের প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ২০ জুলাই দিল্লিতে সিজেপির ডাকে পড়ুয়াদের সংসদ চলো অভিযানে পুলিশি দমনপীড়নের অভিযোগ উঠেছিল আগেই। পড়ুয়াদের পাশাপাশি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও পুলিশি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লি পুলিশ আগাগোড়া তা অস্বীকার করেছিল। অবশেষে ২২ জুলাইয়ের পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানার জেনারেল ডায়েরির ডিডি এন্টি নম্বর ০০০৮এ থেকে যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে স্পষ্ট, আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে প্লাস্টিকের ছররা গুলির পাশাপাশি মারাত্মক কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করেছিল র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (র‍্যাফ)।

যন্তরমন্তরের ১ নম্বর জোনে মোতায়েন এক ডিসিপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিকের নির্দেশে ওই অভিযান চালানো হয়েছিল। ২২ জুলাই দুপুর ১টা ২৪ মিনিটে র‍্যাফের একজন ডেপুটি কমান্ডান্টের দেওয়া রেকর্ড অনুযায়ী, বিক্ষোভকারীদের রুখতে ৫৫টি নন-ইলেকট্রিক্যাল শেল, ১৫টি ইলেকট্রিক্যাল শেল, ৫টি টিয়ার স্মোক গ্রেনেড এবং ২ রাউন্ড অ্যান্টি-রায়ট গানের পাশাপাশি ২ রাউন্ড প্লাস্টিক ছররা গুলিও চালিয়েছিল র‍্যাফ। পুলিশের এই অভিযানে অন্তত চারজন আন্দোলনকারী গুরুতর জখম হয়েছেন, যার মধ্যে একজনের দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং ছররা গুলি ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার যশবর্ধন আজাদ এবং দুই ভুক্তভোগী পড়ুয়া।

তবে ছররা গুলি বিতর্কের অপর কেন্দ্রবিন্দু হল পুলিশি পদক্ষেপের নথিবদ্ধকরণের সময়। ঘটনা ঘটার দু’দিন পর কেন ওই সংক্রান্ত জিডি এন্ট্রি করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রশাসনিক এই গাফিলতি বা বিলম্বের নেপথ্যে কী কারণ ছিল, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশি কর্মপ্রক্রিয়ায় জিডি হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক নথি। থানায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, ডিউটি বণ্টন, কোনও অভিযানের নির্দেশ এবং জরুরি ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ থাকে। বলপ্রয়োগের মতো কোনও বড় সিদ্ধান্ত কে এবং কখন অনুমোদন করেছিলেন, তার একমাত্র লিখিত প্রমাণ থাকে এই জিডি এন্ট্রিতেই। ইতিমধ্যে বলপ্রয়োগের ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিআরপিএফ।

এসএফআই নেত্রী ঐশীকে ধরতে পুলিশ সিপিএম দপ্তরে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : সিপিএমের সদর দপ্তর একেজি ভবনে ঢুকে এসএফআই দিল্লির সাধারণ সম্পাদক ঐশী ঘোষকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করল দিল্লি পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাজধানীর রাজনীতিতে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি দিল্লির যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টি-র আন্দোলন ও অনশনে ঐশী ঘোষ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্র। তবে মঙ্গলবার হঠাৎ-ই একেজি ভবনে হাজির হয় দিল্লি পুলিশের একটি দল। এর মধ্যে কিছু পুলিশকর্মী সিভিল পোশাকে ও নেমপ্লেট ছাড়া ছিলেন বলে অভিযোগ সিপিএমের।

সাংসদ ব্রিটাসের বাধায় পিঠটান

ঘটনাস্থলে হাজির সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস এবং অন্যান্য নেতারা পুলিশের পদক্ষেপে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কোনও আগাম অনুমতি বা সঠিক পোশাক ছাড়া একটি রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তরে ঢোকার তীব্র প্রতিবাদ জানান তাঁরা। সাংসদ জন ব্রিটাস বলেন, ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই পুলিশ কোনও নিয়ম না মেনে এভাবে ঢুকে পড়েছে।’ সিপিএমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি এদিনের ঘটনাকে বেআইনি বলে অভিহিত করেছেন।

বাম নেতাদের কড়া অবস্থান ও সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতির মুখে শেষপর্যন্ত ঐশীকে গ্রেপ্তার না করেই পিছু হটতে বাধ্য হয় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, কোনও সাম্প্রতিক ঘটনার জন্য নয়, বরং ২০২১ সালের পুরোনো একটি রাজনৈতিক মামলার তদন্তের স্বার্থেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তবে আদালত মামলাটি বিবেচনার ঠিক আগে এমন অভিযানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখছে সিপিআইএম।

পাক হামলায় রক্তাক্ত পিওকে

মুজফফরাবাদ, ২৮ জুলাই : পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) বিক্ষোভ দমন করতে এবার গণহত্যার পথে হাঁটল পাক সেনা-পুলিশ। তাদের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত ২০ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় ২০০-র বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, সেনার অমানবিক গুলিবর্ষণের পর ওই এলাকার রাস্তাঘাট কার্যত ‘লাশে ভরে গিয়েছে’।

হত ২০

মুজফফরাবাদ, রাওয়ালাকোট সহ পিওকে-র একাধিক অঞ্চলে অত্যধিক বিদ্যুৎ বিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং মৌলিক অধিকারের দাবিতে নাগরিকরা জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটির ব্যানারে বিক্ষোভে নামেন। দিনকয়েক ধরে চলা এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন রুখতে গুলি ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে পাক সেনা।

এনডিএ বৈঠকে মোদির সঙ্গে প্রথম সারিতে কাকলি

এনডিএ-র বৈঠকে মোদি-শা’র সঙ্গে কাকলি। মঙ্গলবার।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : লোকসভার নথিতে এখনও তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ। স্পিকার ওম বিড়লা এখনও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদারদের এনসিপিআই-কে পৃথক সংসদীয় দল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। তবুও মঙ্গলবার সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে এনডিএ-র সংসদীয় দলের ‘মঙ্গল মিলন’ বৈঠকে প্রথমবার যোগ দিলেন তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া কুড়ি বিদ্রোহী সাংসদ। এনডিএ-র শরিক হিসেবেই ওই বৈঠকে শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, মোদির সঙ্গে প্রথম সারিতেও বসেন কাকলি। এদিকে এই বৈঠকে আমন্ত্রণের মধ্যেই বিজেপির সঙ্গে সরাসরি এনসিপিআই-এর মিশে যাওয়া নিয়ে জোর জল্পনা চলছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় জিএমসি বালায়োগী অডিটোরিয়ামে ওই ‘মঙ্গল মিলন’ বৈঠকে মোদি, শা, রাজনাথ, কিরেন রিজিজুদের পাশাপাশি জেডিইউ, টিডিপির মতো শরিক দলগুলির সাংসদরাও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের থেকেও সর্বাধিক চর্চা হচ্ছিল কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়ের মতো এনসিপিআই সাংসদদের নিয়ে।

বৈঠকের পর কাকলি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের কাছে এনসিপিআই ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছে এবং লোকসভার স্পিকারের কাছেও প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয়েছে। স্পিকার আমাদের সব নথি পেয়েছেন। এনডিএ-র অংশ হিসেবেই আমাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলেই আজকের বৈঠকে ডাকা হয়েছে। তবে সংসদে আমাদের আসন বিন্যাস এবং সংসদীয় স্বীকৃতি নিয়ে এখনও আলোচনা চলছে। বিষয়টি চূড়ান্ত হলে সবাইকে জানানো হবে।’

আসছে ১০, ২০ টাকার প্লাস্টিক নোট

মুম্বই, ২৮ জুলাই : ১০ টাকা এবং ২০ টাকার নতুন প্লাস্টিক (পলিমার) নোট বাজারে আনতে চলেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন মিলতেই এই পরীক্ষামূলক পদক্ষেপের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কাগজের নোটের চেয়ে পলিমারের নোট দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এগুলি সহজে ছেঁড়ে না বা নষ্ট হয় না। জলবায়ু পরিবর্তন, আর্দ্রতা সত্ত্বেও এগুলির গুণমান বজায় থাকে, ফলে বারবার ছেঁড়া নোট পালটানোর খরচ অনেক কমে যাবে বলে মনে করছে কেন্দ্র ও আরবিআই। জল-ময়লার হাত থেকে সুরক্ষার পাশাপাশি এতে জাল নোট তৈরি প্রতিরোধ করার বিশেষ নিরাপত্তামূলক প্রযুক্তি যুক্ত করা সহজ হবে।

প্রাথমিকভাবে দেশের পাঁচটি নির্দিষ্ট জলবায়ু বিশিষ্ট শহরে এই প্লাস্টিক নোটের ট্রায়াল হবে। পরীক্ষা সফল হলে পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে গোটা দেশে প্রচলিত কাগজের ১০ ও ২০ টাকার নোট সরিয়ে নতুন পলিমার নোট নিয়ে আসা হবে। অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের মতো দেশে ইতিমধ্যেই প্রচলিত রয়েছে এই ধরনের প্লাস্টিক কারেন্সি।

কৃত্রিম সূর্য তৈরির দোরগোড়ায় চিন

বেজিং, ২৮ জুলাই : শক্তিশেলের ঘায়ে অচেতন লক্ষ্মণের জ্ঞান ফেরাতে সূর্যোদয়ের আগেই বিশল্যকরণী জোগাড়ের দরকার পড়েছিল। কিন্তু ওষুধ প্রয়োগের আগেই যাতে সূর্য উঠে পড়তে না পারে, তাই তাকে বগলদাবা করে ফেলেছিল হনুমান। কিন্তু এ তো পৌরাণিক গল্প। বাস্তবে সূর্যকে প্রায় পকেটে পুরে ফেলেছে চিন। এরপর ‘ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম’ আর বলা যাবে না। সেই শিরোপা দিতে হবে পড়শি দেশটিকেই।

অসীম ও দূষণমুক্ত শক্তির খোঁজে আকাশের সূর্যকে মর্ত্যে নামিয়ে আনার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে বেজিং। তৈরি হয়ে গিয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম অতিপরিবাহী চুম্বক, যা কৃত্রিম সূর্য প্রকল্পের পথে এক বিরাট মাইলফলক।

প্লাজমা ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের তৈরি এই দানবীয় চুম্বকটির ওজন ৫৮২ টন। আকৃতি

মুঠোয় বিশ্বের বৃহত্তম চুম্বক

অনেকটা ইংরেজি ‘ডি’ অক্ষরের মতো, যার দৈর্ঘ্য ২১ মিটার এবং প্রস্থ ১২ মিটার। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি আন্তর্জাতিক ফিউশন প্রকল্প ‘ইটার’-এর চুম্বকের তুলনায় ১.৩ গুণ বড় এবং তিনগুণ বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম।

কেন এই বিশাল আয়োজন? আসলে নিউক্লিয়ার ফিউশন পদ্ধতিতে অন্তত ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুকে জোড়া লাগিয়ে বিপুল শক্তি তৈরি করা হয়। এই অসহ্য গরমে গ্যাস হয়ে যায় ফুটন্ত প্লাজমা। সেই প্লাজমাকে কোনও পাত্রে রাখা সম্ভব নয়। কারণ, স্পর্শ লাগলেই সব গলে যাবে। তাই শক্তিশালী চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ব্যবহার করে প্লাজমাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা হয়।

ইতিমধ্যে ২০২৫ সালে চিন ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টানা ১,০৬৬ সেকেন্ড প্লাজমা স্থির রেখে বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই নতুন যন্ত্রটি মাইনাস ২৬৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে টানা ৬০ বছর কাজ করতে পারবে।

বেজিংয়ের লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে ফিউশন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা। যদিও সম্পূর্ণ চুল্লিটি তৈরি করা এখনও চ্যালেঞ্জের, তবুও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, কার্বনমুক্ত অফুরন্ত শক্তির দিশারি হিসাবে এই কৃত্রিম সূর্যই আগামীর পৃথিবীকে বদলে দেবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

মরিশাসের ডোডো পাখি

মরিশাস দ্বীপে ডোডো নামের এক অদ্ভুত এবং নিরীহ পাখি বাস করত। এদের ডানা থাকলেও এরা উড়তে পারত না। দ্বীপে কোনও শিকারি প্রাণী না থাকায় এরা মানুষকে একদম ভয় পেত না। সতেরো শতকে ডাচ নাবিকরা ওই দ্বীপে পৌঁছানোর পর মাংসের লোভে এরা নির্বিচারে ডোডো শিকার করতে শুরু করে। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই এই সুন্দর পাখিটি পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যায়। মানুষের নিষ্ঠুরতার এক চরম প্রতীক হল ডোডো।

শেষ সাদা গন্ডার

দুই হাজার আঠারো সালে কেনিয়ার এক সংরক্ষণ কেন্দ্রে সুদান নামের একটি গন্ডার মারা যায়। সে ছিল পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা শেষ পুরুষ নর্দান হোয়াইট গন্ডার। চোরাশিকারিদের অত্যাচারে গন্ডারের এই বিশেষ প্রজাতিটি আজ বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মাত্র দুটি স্ত্রী গন্ডার বেঁচে আছে। যাদের দিনরাত সশস্ত্র পাহারায় রাখা হয়। মানুষের লোভ কীভাবে একটি প্রাণীকে শেষ করে দেয়, সুদান তার এক জীবন্ত প্রমাণ ছিল।

হারিয়ে যাওয়া পায়রা

একসময় উত্তর আমেরিকার আকাশে কোটি কোটি প্যাসেঞ্জার পায়রা উড়ে বেড়াত। এরা যখন ঝাঁক বেঁধে উড়ত, তখন আকাশের সূর্য পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যেত। কিন্তু মাংসের লোভে এবং শিকারের নেশায় মানুষ এদের নির্বিচারে মারতে শুরু করে। মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে এই কোটি কোটি পাখি একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উনিশশো চোদ্দো সালে সিনসিনাটি চিড়িয়াখানায় শেষ প্যাসেঞ্জার পায়রাটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরো প্রজাতি পৃথিবী থেকে মুছে যায়।

ডিম পাড়া স্তন্যপায়ী

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা সাধারণত সরাসরি বাচ্চার জন্ম দেয়, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার একিডনা এমন এক প্রাণী যে স্তন্যপায়ী হয়েও ডিম পাড়ে। এদের শরীর সজারুর মতো কাঁটায় ঢাকা থাকে এবং এরা পিঁপড়ে খেতে খুব ভালোবাসে। ডিম ফোটার পর এদের ছোট ছানারা মায়ের পেটের থলিতে বসে দুধ পান করে বড় হয়। প্রাণীজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে এমন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিশাল কৌতূহলের বিষয়।

বাঁচবে বাস্তুতন্ত্র

প্রথম পাতার পর

তোড়জোড় শুরু হয়েছে বক্সায়। সব ঠিক থাকলে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই বাঘিনীর গর্জন শোনা যাবে উত্তরের এই বাঘবনে।

বক্সার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা এবং বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের নেতা লালসিং ভুজেল আজও স্পষ্ট মনে করতে পারেন সেই রাতগুলো। তাঁর কথায়, '১৯৬৬ সালে শেষবার নিজের চোখে বাঘ দেখেছি।' রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী, রায়মাটাং- আটের দশকের গোড়ায় সন্ধ্যা নামলেই মাঝেমধ্যে শোনা যেত বাঘের গর্জন। বন আর মানুষের সম্পর্ক তখন সংঘাতের চেয়ে সহাবস্থানের ছিল বেশি। লাল সিংয়ের কথায়, 'আমরা এই বনভূমিতেই বড় হয়েছি। জঙ্গলের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতার সম্পর্ক। বক্সায় বাঘ ছিল, এটা কোনও মিথ নয়, চরম বাস্তব। কারণ তখন বাঘ থাকার মতো পরিবেশও ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, টাইগার রিজার্ভের স্বীকৃতি পাওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই বাঘ হারিয়ে গেল। বিষয়টা কাকতালীয় নাকি অন্য কিছু নয় কি?' তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য সহজ নয়।

তবে বাঘকে শুধু একটি প্রাণী হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বিজ্ঞানীরা বাঘকে বলেন 'অ্যাপেক্স প্রিডেটর' এবং 'আমব্রেলা স্পিসিজ'। অর্থাৎ খাদ্যশৃঙ্খলের সর্বোচ্চ স্তরের প্রাণী এবং এমন এক প্রাণী, যাকে রক্ষা করতে পারলে গোটা বাস্তুতন্ত্রই সুরক্ষিত হয়ে যায়। বাঘের জন্য যে বন প্রয়োজন, সেই বনই নদীকে বাঁচিয়ে রাখে, মাটির উর্বরতা ধরে রাখে, জলাধারকে টিকিয়ে রাখে, অসংখ্য প্রাণীকে আশ্রয় দেয়। তাই বাঘ সংরক্ষণ আসলে বন সংরক্ষণ, আর বন সংরক্ষণ মানেই মানুষের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করা।

বক্সার গুরুত্বও ঠিক এখানেই। এই অরণ্য শুধু একটি টাইগার রিজার্ভ নয়, পূর্ব হিমালয়ের জীববৈচিত্র্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ভুটানের বনাঞ্চলের সঙ্গে এর প্রাকৃতিক সংযোগ রয়েছে। হাতি, বাইসন, চিতাবাঘ, হর্নবিল সহ অসংখ্য বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাস এটি। বন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বনের সংযুক্ত বনভূমিই ভবিষ্যতে বাঘ সংরক্ষণের অন্যতম ভিত্তি হতে পারে।

বক্সা নিয়ে দীর্ঘ হতাশার মাঝে এবার নতুন আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন বনকর্তা এবং পরিবেশপ্রেমীদের একাংশ। পরিবেশ ও বন সংরক্ষণে দীর্ঘদিন কাজ করা 'শের' সংস্থার জয়দীপ কুণ্ডুর মতে, গত কয়েক বছরে বক্সায় বাঘ আনার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হলেও তা বাস্তবায়নের পথে এগোয়নি। তাঁর দাবি, আগের সরকারের আমলে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি ছিল, পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের অভাবও প্রকল্পকে পিছিয়ে দেয়। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি আশাবাদী। জয়দীপের কথায়, 'এখন যে পরিকল্পনা নিয়ে এগোনো হচ্ছে, তা সফল হবে বলে বিশ্বাস। যদি সেটা করা যায়, তাহলে বক্সা মানুষের মন থেকে বাঘহীন তকমা ঝেড়ে ফেলতে পারবে।'

একইরকম আশাবাদী প্রাক্তন বনকর্তা বিমল দেবনাথও। তাঁর মতে, 'বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে একটি বাঘিনীকে বক্সায় আনার ভাবনা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। কারণ মর্দা বাঘের বিচরণক্ষেত্র অনেক বড় হওয়ায় সে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারে। বাঘিনীর বিচরণক্ষেত্র তুলনায় সীমিত। তাই প্রথমে বাঘিনীকে বক্সার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে এবং একইসঙ্গে বক্সার বনভূমিকেও তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে এখানেই নতুন প্রজন্মের বাঘের জন্ম হতে পারে।'

এই আশার সঙ্গেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় দেশের বৃহত্তর বাঘ সংরক্ষণ নীতিতেও। প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, ক্যামেরা ট্র্যাপ, এম-স্ট্রাইপস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সংযুক্ত বন করিডর রক্ষার উপর এখন জোর দিচ্ছে ভারত। লক্ষ্য শুধু বাঘের সংখ্যা বাড়ানো নয়, এমন বনভূমি তৈরি করা, যেখানে বাঘ স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকতে পারে।

কারণ শেষপর্যন্ত, একটি বাঘ মানে শুধু একটি বাঘ নয়। একটি বাঘ মানে একটি অরণ্যের হৃৎস্পন্দন।

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পরেই সরব

মমতার হাত ধরবেন ভিক্টর?

অরুণ ঝা ও রিমি শীল

ইসলামপুর ও কলকাতা, ২৮ জুলাই : কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলে তিনি যোগ দিতে পারেন কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'জননেত্রী' বলে সম্বোধন করে ভিক্টর সেই জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে তিনি এখনই কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানাননি। ভিক্টরের বক্তব্য, 'ইসলামপুর মহকুমার তৃণমূলের চার বিধায়ক তো বিজেপির বি টিমে নাম লিখিয়েছেন। কিন্তু শহিদ দিবসে প্রমাণিত হয়েছে মমতাই একমাত্র জননেত্রী। মতবিরোধ থাকলেও তাঁর লড়াকু মনোভাবের জন্য আমি অবশ্যই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তবে এখনই কিছু বলব না। এলাকার নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।'

সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে ভিক্টরকে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপরই তিনি রায়গঞ্জের প্রাক্তন সাংসদ দীপা দাশমুন্সি এবং উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, সংখ্যালঘু তাস খেলে তাঁকে দল থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। ছেলের রাজনৈতিক জমি তৈরি করার লক্ষ্যেই দীপা জেলা নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন বলে ভিক্টরের দাবি। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীররঞ্জন চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়েছেন তিনি। দল থেকে বহিষ্কারের পর শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গও তিনি তুলে ধরেছেন।

ভিক্টর বলেন, 'রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে দীপা দাশমুন্সি ২০১৯ সালে ৮০ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। ২০২৪ সালে আমি ২.৬৩ লক্ষ ভোট পেয়েছিলাম। আগামীদিনে কংগ্রেসে আমার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই এমনটা করা হয়েছে।' তাঁর আরও অভিযোগ, 'দীপা দাশমুন্সি ওই আসনে নিজের ছেলেকে প্রার্থী করতে চাইছেন। আর প্রদেশ সভাপতি নিজের পদ টিকিয়ে রাখার জন্য দীপার নির্দেশে চলছেন। বহিষ্কার ও সাসপেনশনের চিঠিতে যাঁর স্বাক্ষর রয়েছে, তিনি এবং আমি দুজনে সাধারণ সম্পাদকের পদে রয়েছি। কীভাবে সমান পদাধিকারী আরেকজনকে বহিষ্কার করেন? আমায় আত্মসমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি।'

■ দীপা দাশমুন্সি ও মোহিত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন বিধায়ক

■ দলবিরোধী কাজের জন্যই ভিক্টরকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার বলে দীপা ও মোহিতের দাবি

■ মমতাকে জননেত্রী বলে সম্বোধন করায় ভিক্টর সেই শিবিরে যেতে পারেন বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা

অন্যদিকে, দীপার প্রতিক্রিয়া, 'দলবিরোধী কাজের জন্য যাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাঁর তোলা অভিযোগ নিয়ে মন্তব্য করার রুচি আমার নেই। তবে আমার পরিবারের রাজনৈতিক লিগ্যাসি রয়েছে।' মোহিত সেনগুপ্তের দাবি, ভিক্টরকে দলে নেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। দলের শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণেই কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে বহিষ্কার করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ইসলামপুর মহকুমার চার বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে নব্য তৃণমূলে নাম লিখিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় সংখ্যালঘু প্রধান চারটি আসনের সাধারণ ভোটার এবং নীচুতলার তৃণমূল কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ।

উত্তরবঙ্গজুড়ে তৃণমূলের এই সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগ ভিক্টর কাজে লাগাতে চাইছেন বলেও জল্পনা তৈরি হয়েছে। গত লোকসভা এবং একাধিক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের হিসেবেও ভিক্টরের রাজনৈতিক গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাঁকে হারাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ালপোখর এবং চাকুলিয়ায় একাধিক প্রচারসভা করেছিলেন। ভিক্টরের বিরুদ্ধে 'ভিক্টর ফোকাস' রাজনৈতিকভাবে এলাকায় তাঁর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। ভিক্টর জানিয়েছেন, তাঁর পুরোনো দল ফরওয়ার্ড ব্লক, কালীঘাট তৃণমূল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তরফেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, 'ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য দলের দরজা আমার জন্য খোলা। দেখা যাক জল কোনদিকে গড়ায়।'

এসআইটিতে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের সঙ্গে সত্যম রায় চৌধুরী।

পাহাড়-পর্যটনে টেকনোর নয়া ভাবনা

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে আরও নতুন উদ্যোগ নিতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত আহ্বান জানালেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এসআইটি) পরিদর্শনে এসে তিনি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপকে উত্তরবঙ্গে কাজের পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ দেন। অর্থমন্ত্রীর দেখানো পথেই দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও কালিম্পংকে নিয়ে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায় চৌধুরী নতুন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। বিশেষ করে পাহাড়ের পর্যটনক্ষেত্রে কাজে তিনি আগ্রহের কথা জানিয়েছেন।

অর্থমন্ত্রী এদিন এসআইটি চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পরে সত্যম রায় চৌধুরী এবং আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপক ডঃ সিদ্ধার্থ দাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৃক্ষরোপণ করেন। পড়ুয়া ও শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি ছবিও তোলেন।

উত্তরবঙ্গে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ১৪টি ইনস্টিটিউশনাল ক্যাম্পাস রয়েছে। এর মধ্যে হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, পলিটেকনিক, নার্সিং কলেজ, স্কুল এবং ইনোভেশন স্টাডিজের মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সংস্থা এআই ও ডিপ ফেক নিয়েও কাজ শুরু করেছে। এ বিষয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, 'এসআইটির মতো ইনস্টিটিউশন আপনারা আরও বাড়ান। অন্যান্য আরও প্রকল্প নিয়ে আসুন। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপকে দেখে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মানুষরা আরও বিনিয়োগ করবেন।' সত্যম রায় চৌধুরী বলেন, 'উত্তরবঙ্গ আমার এত ভালো লাগে যে বর্তমানে আমাদের ১৪টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। দার্জিলিংয়ে আমাদের একটি হোটেল রয়েছে। পাহাড়ে বৃহত্তরভাবে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পর্যটন নিয়ে কাজ করব। পাহাড়ে আমাদের সেটআপ থাকলে ছাত্রছাত্রীদের সেখানে কাজের আগ্রহ বাড়বে।'

হাতির দাঁত পাচারে দোষী

বাগডোগরা, ২৮ জুলাই : গত বছরের ২০ ডিসেম্বর কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের বনকর্মীদের একটি দল বাগডোগরার বিহার মোড় সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে ২-এ একটি নেপাল নম্বরের বিলাসবহুল গাড়ি আটক করে। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে অবৈধভাবে বহন করা একটি হাতির দাঁত উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকে শিলিগুড়ির খালপাড়ার বাসিন্দা কমল আগরওয়াল এবং নেপালের ধারানের বাসিন্দা গণেশ বাসফোরকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতরা হাতির দাঁতের বৈধ মালিকানা বা পরিবহণের কোনও নথি দেখাতে পারেননি। বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার আইনে হাতির দাঁতটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বন দপ্তরের ওই দলে রেঞ্জ অফিসার সম্বর্ত্য সাধু, বন সহায়ক শরণ তামাং এবং বন শ্রমিক মনজুর আলম ছিলেন।

কার্সিয়াং বন বিভাগের এক আধিকারিক জানান, তদন্ত চলাকালীন দুই অভিযুক্ত স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে সম্মত হন। কার্সিয়াং বন বিভাগের এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায় আইন মেনে সেই জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেন। পরে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরীক্ষায় উদ্ধার হওয়া বস্তুটি তফশিল ১ ভুক্ত হাতির দাঁত বলে নিশ্চিত হয়। তদন্ত শেষ করে বন বিভাগ ৪৫ দিনের মধ্যেই প্রসিকিউশন অফেন্স রিপোর্ট আদালতে জমা দেয়। পরে অভিযুক্তরা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের আদালত এবং হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করলেও বন বিভাগের বিরোধিতায় তা খারিজ হয়। শেষে আদালত মূল অভিযুক্ত কমল আগরওয়ালকে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন, ১৯৭২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। বন বিভাগের মতে, এই রায় বন্যপ্রাণ পাচারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। শিলিগুড়ি জেলা আদালত বুধবার শাস্তি ঘোষণা করবে।

এক নম্বর স্থান ধরে রাখল জিও

মুম্বই, ২৮ জুলাই : টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ট্রাই) রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুন মাসে সর্বাধিক সক্রিয় ওয়্যারলেস গ্রাহক যুক্ত করে দেশে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে রিলায়েন্স জিও। এই মাসে জিও-র সক্রিয় গ্রাহক সংখ্যা ৩.৩৩ মিলিয়ন বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯৮.৯০ মিলিয়নে পৌঁছেছে, যা অন্যান্য সব অপারেটরের চেয়ে বেশি। বর্তমানে ভারতের মোট ১,২০১.০৬ মিলিয়ন সক্রিয় ওয়্যারলেস গ্রাহকের ৪১.৫ শতাংশই জিও-র দখলে।

জুন মাসের শেষে ৫০৩.৫৮ মিলিয়ন গ্রাহক নিয়ে জিও ভারতের বৃহত্তম মোবাইল অপারেটরের অবস্থান ধরে রেখেছে। পাশাপাশি, ১৫.৬৩ মিলিয়ন গ্রাহক নিয়ে ফিক্সড-লাইন বা ওয়্যারলাইন পরিষেবাতেও তারা দেশের বৃহত্তম অপারেটর। ৫জি ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পরিষেবাতেও জিও ৯.১১ মিলিয়ন গ্রাহক নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে, যা দেশের মোট ৫জি গ্রাহকের ৭০.৫ শতাংশ। এছাড়াও, জিও দেশের একমাত্র অপারেটর যারা ৫জি আনলাইসেন্সড ব্যান্ড রেডিও ফিক্সড-ওয়্যারলেস পরিষেবা দিচ্ছে, যার বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা ৪.৯৩ মিলিয়ন। সব মিলিয়ে জুন শেষে ভারতের মোট টেলিফোন গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৩৪৮.০৮ মিলিয়নে।

চাপে সংগীতা

সিতাই, ২৮ জুলাই : রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে আর পিঠ বাঁচিয়েও শেষ রক্ষা হল না! 'ভালো তৃণমূলে' নাম লিখিয়ে কিংবা দলবদলের জল্পনা উসকে দিয়েও প্রশাসনের কড়া নজরদারি থেকে নিস্তার পেলেন না সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায়। তাঁর জাতিগত শংসাপত্র বা 'কাস্ট সার্টিফিকেট-এর বৈধতা যাচাইয়ে সরাসরি সিতাই ব্লক প্রশাসনের তরফে নোটিশ ঝোলানো হল তাঁরই তালাবন্ধ বাড়ির দরজায়। মঙ্গলবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কোচবিহার জেলার রাজনৈতিক মহলে হইচই শুরু হয়েছে। নোটিশে সিতাই ব্লক অফিসে সশরীরে হাজির হয়ে শংসাপত্র সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র পেশের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হলেও নির্ধারিত দিনে দেখা মেলেনি বিধায়কের।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটা মহকুমা শাসকের বিশেষ নির্দেশে গত ২১ জুলাই ওই শংসাপত্র যাচাইয়ের নোটিশ জারি করা হয়েছিল। নোটিশে নির্দিষ্ট তারিখে ব্লক প্রশাসনের নির্ধারিত কক্ষে সংগীতাকে হাজির হতে বলা হয়। কিন্তু বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই এলাকাছাড়া বিধায়ক ও তাঁর স্বামী তথা তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। সিতাই বাজারে থাকা বিধায়কের বাসভবন দীর্ঘদিন ধরে তালাবন্ধ থাকায় অগত্যা বাড়ির সামনের দরজাতেই নোটিশ সেঁটে দিয়ে আসেন ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। এদিন ছিল হাজিরার শেষ দিন, কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বিধায়কের দেখা পাওয়া যায়নি।

সরকার চুপ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করে যখন ফের শুনানি হয়, তখন আর সরকারি আইনজীবীরা আপত্তি করেননি। তবে বিচারক জানতে চান, ধৃতদের বিরুদ্ধে আগে কোনও ফৌজদারি অপরাধের রেকর্ড আছে কি না। তাতে হেয়ার স্ট্রিট থানার তদন্তকারী আধিকারিক জানান, ১৬ জনের মধ্যে ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কিন্তু অভিযুক্তদের আইনজীবীরা ওই ৫ জন কোনও আদালতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন কি না জানতে চাইলে পুলিশ স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি।

তবে এরাজ্যে এখনও এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা নেই বলে আদালতে জানানো হয়। বিচারক বুধবার বিষয়টি আদালতে উল্লেখ করতে বলেন। এরপর ব্যাংকশাল আদালত ১৬ জনেরই জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে ৫০০ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডের শর্তে। মুক্তি পাওয়ার পর ওই অভিযুক্তদের গলায় মালা দেন অনেকে। অভিযুক্তদের আইনজীবী ইয়াসিন রহমান বলেন, 'পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলাটিতে সাংবাদিক নিগ্রহের অভিযোগ ছিল না। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কোনও এফআইআর-ই আর থাকবে না।'

লালবাজার সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই বাকি পদক্ষেপ করা হবে। পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলাটি প্রত্যাহারের আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে সাংবাদিকদের নিগ্রহে সাধারণ মানুষের করা বাকি ৭টি মামলায় তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া নিজের পথে চলবে। নবান্ন কোনও বিজ্ঞপ্তি না দিলেও আইনি লড়াইয়ে স্বস্তি পেলেন আন্দোলনকারীরা। গত শুক্রবার বাম ছাত্র-যুব সংগঠন ও ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা মিছিলকে কেন্দ্র করে ধর্মতলার অশান্তিতে তাঁদের নাম জড়িয়েছিল।

সেই ঘটনায় এন্টালি ও হেয়ার স্ট্রিট থানা মিলিয়ে মোট ৮টি পৃথক এফআইআর রুজু হয়। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ৭০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁদের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের কোনও সম্পর্ক নেই। বিধানসভায় শুভেন্দু বলেছিলেন, ধৃতদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ করা হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল, এমন পদক্ষেপ করা হবে যাতে অভিযুক্তদের তিন পুরুষ মনে রাখে। শেষপর্যন্ত অবশ্য সকলে জামিন পেলেন। এই প্রসঙ্গে সামনে এল যে, মুখ্যমন্ত্রী যে গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগের কথা বলেছিলেন, তা বিধানসভায় অনুমোদিত হলেও সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। ফলে আইনি প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওই কথা বলায় উলটে মুখ্যমন্ত্রী এখন প্রশ্নের মুখে।

পিজিতে ভর্তি অনিশ্চিত

প্রথম পাতার পর

তাঁদের ভাবনাচিন্তার কথা জানা যায়নি। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের বক্তব্য, 'কীভাবে ভর্তি হবে তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আলোচনা চলছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, পরীক্ষা, ফর্ম ফিলআপ যাবতীয় কাজ করে একটি বেসরকারি সংস্থা। চুক্তির ভিত্তিতে বেশ কয়েক বছর আগেই সেই সংস্থাকে বরাত দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কয়েক কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে সংস্থার। বকেয়া না মেটালে তাঁরা কোনও কাজ করবেন না বলেই জানিয়েছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর। ফলে আটকে গিয়েছিল স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা ও ফর্ম ফিলআপের কাজ। সেই বকেয়া এখনও মেটায়নি কর্তৃপক্ষ। তবে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে শেষপর্যন্ত পরীক্ষা ও ফর্ম ফিলআপের কাজ করতে রাজি হয় সংস্থা। ভর্তির কাজ করার জন্য নিয়মানুসারে সেই সংস্থাকে ওয়ার্ক অর্ডার দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। সূত্রের খবর, কয়েকদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থার ডিরেক্টরকে একটি ওয়ার্ক অর্ডার দিয়েছিলেন। তবে সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সেই ওয়ার্ক অর্ডারে উল্লেখ করা হয়েছে, উপাচার্য নিযুক্ত হলে ওয়ার্ক অর্ডারে পরিবর্তন বা সংশোধন হতে পারে। তাই সেই শর্তাধীন ওয়ার্ক অর্ডারের ভিত্তিতে কাজ করতে রাজি হয়নি সংস্থা। ফলে তৈরি হয়েছে সমস্যা। সংস্থার ওই আধিকারিকের কথা, 'এমনিতেই বারবার বকেয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষ ঝামেলা করছে। ওরা এখন একরকম বলছে, উপাচার্য এলে যে অন্যরকম বলবে না তার গ্যারান্টি নেই। তাই আমরা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের ভরসা করতে পারছি না।'

২০২৫-এর ডিসেম্বরেও বকেয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংক্রান্ত কমিটির বিশেষ বৈঠক হয়। বৈঠকে শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিও উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে কয়েকজন শিক্ষক ও আধিকারিক অভিযোগ তোলেন, বরাতপ্রাপ্ত সংস্থা কাজের জন্য বেশি অর্থ নিচ্ছে। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, কর্তৃপক্ষ চাইলে কাজের বরাতের জন্য নতুন করে ই-টেন্ডার করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে ততক্ষণ বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা দিয়েই কাজ চালানো যেতে পারে। বৈঠকের কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। আজ পর্যন্ত কোনও ই-টেন্ডার হয়নি বা পরীক্ষা, ভর্তির কাজের জন্য বিকল্প দিশা দেখাতে পারেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিক বা শিক্ষকরা। অগাস্টে স্নাতকোত্তরের ক্লাস শুরু করতে হবে সেকথা আগে থেকেই সকলের জানা ছিল। তা সত্ত্বেও কেন ভর্তির প্রাকমুহূর্তে এসে সমস্যা তৈরি করে বিপাকে ফেলা হল পরীক্ষার্থীদের, কেনই বা আগেই বরাতপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হল না তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

ভোটে নয়

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেছিলেন, 'নিজের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে বই লিখব। সংগীতচর্চা করব।' বই লেখা শুরুও করেছেন গৌতম। কিন্তু হঠাৎই তাঁর ওকালতির পেশায় ফেরার ইচ্ছে হয়। স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন প্রাক্তন মেয়র।

এভাবেই কিছুদিন কেটেছে। শহরের বাইরে পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছেন গৌতম। তারপর শহরে ফিরেই পুরনিগম নিয়ে তাঁর মন্তব্যে ফের নতুন পরিকল্পনার ইঙ্গিত। তৃণমূল কংগ্রেসেরই একাংশ মনে করছে, আগামী পুরভোটে গৌতমকেই শিলিগুড়ির মুখ করতে পারেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, গৌতম দেবের থেকে ভরসাযোগ্য মুখ আর তাঁর কাছে নেই।

তার সলতে পাকানোর কাজটাও শুরু করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌতমকে চেয়ারম্যান করে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের কমিটি করেছেন। প্রথমে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেও গৌতম 'দিদি'-র কথা ফেলতে পারেননি।

বর্তমানে বাড়িতে বসেই গৌতম শিলিগুড়ির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পুরনিগমের কাজকর্মের দিকে নজর রাখছেন। জন্মমৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র ইস্যুতে শিলিগুড়ি পুরনিগমেও পুলিশ হানা দিয়েছে। বেশ কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে, যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ গৌতম। তিনি বলেন, 'পুরনিগমে তথ্য তালাশ করে কী পেল জানতে চাইব। আমরা ২০২২ সাল থেকে ২০২৬-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত বোর্ডে ছিলাম। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, এই সময়ের মধ্যে ১০টা ভুয়ো জন্মমৃত্যু শংসাপত্র দেখাক।'

তাঁর বক্তব্য, 'মেয়রের কোথাও সইয়ের প্রয়োজন হয় না। আইন মেনে জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন নির্দিষ্ট রেজিস্ট্রার অফিসার রয়েছেন। শংসাপত্র দেওয়ার আগে নথিপত্র যাচাই থেকে শুরু করে সই, সমস্তটাই তিনি করেন। এখন তো পুরো ব্যবস্থাটাই অনলাইন হয়ে গিয়েছে। শুধু শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বার্থেই এসব করা হচ্ছে।'

শহরজুড়ে অবৈধ বিল্ডিং নিয়ে হইচইয়ের মধ্যেই প্রাক্তন মেয়র দাবি করেছেন, একটা বিল্ডিং প্ল্যানও মেয়র পারিষদদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত ছাড়া পাশ করা হয়নি। তাঁর যুক্তি, 'প্ল্যান পাশ করার পরে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা আইনের বাইরে গিয়ে একটাও বিল্ডিং প্ল্যানে ছাড়পত্র দিইনি। সিপিএমের পাঁচ বছরে ক'টা অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে, আমাদের সাড়ে চার বছরে ক'টা ভেঙেছি হিসাব করে দেখা হোক।'

রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে বই লেখা, সংগীতচর্চা, ওকালতির পেশায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া গৌতম দেবকে আবার শহরের রাজনীতি নিয়েই বেশ কৌতূহলী মনে হচ্ছে। তিনি এদিন বলেছেন, 'ছয় মাস আমি কিছু বলছি না। সব দিকে নজর রাখছি। সময় এলে পুরনিগমের কাজকর্ম, জন্মমৃত্যু শংসাপত্র ইস্যু, প্রশাসক বোর্ডের আমলে ক'টা অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে সেসব নিয়ে সঠিক সময়ে রাস্তায় নেমে জানতে চাইব।' পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন অবশ্য গৌতমের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বিজেপি সরকারকে এখনও চ্যালেঞ্জ করার মতো জেদ যে তাঁর আছে, গৌতমের কথাতেই তা স্পষ্ট। এখন দলের সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে ভোট রাজনীতির ময়দানে তাঁকে আবার দেখা যাবে কি না, সেটাই সবচেয়ে বড় কৌতূহল শিলিগুড়ির।

পরিষেবা বিঘ্নিত

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে শিলিগুড়ি শহরের একাধিক ওয়ার্ডে পুরনিগমের তরফে নিয়মিত ট্যাংকার পাঠানো হয়। যদিও কয়েকদিন ধরে বিষয়টি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় সমস্যায় পড়েছেন শহরের ৩১, ৪৩ সহ একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

মঙ্গলবারও একই ঘটনা ঘটেছে। তবে এদিন ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি জলের ট্যাংকার পৌঁছেছিল। অন্যদিকে, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন একটিও ট্যাংকার পৌঁছায়নি। বাসিন্দারা স্থানীয় ওয়ার্ড মাস্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সমাধান অধরা। পুর কমিশনারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

অন্ধকার ঘুচিয়ে

প্রথম পাতার পর

শর্মিলার হাত ধরেই দীর্ঘ ২০ বছর পর কমনওয়েলথ প্যারা গেমসে সোনা এল ভারতের ঝুলিতে। একইসঙ্গে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবেও প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পদক জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। অথচ ৩৪ বছর বয়সে যখন কেরিয়ার শুরু করেছিলেন জানতেন না ভাগ্য কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে তাঁকে। মাঝে আর্থিক অনটনে নিজেদের বাড়িও বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করেননি শর্মিলা-অজিত। কমনওয়েলথে সোনা জয়ের পর শর্মিলা বলছিলেন, 'খেলাধুলোর জন্যই আমি বেঁচে আছি। এই জীবন আমাকে নতুন জন্ম দিয়েছে। কমনওয়েলথে সোনা জিতলাম। এবার একটা নতুন বাড়ি কিনতে চাই।'

অতীতের স্মৃতিচারণ করে শর্মিলা বলেছেন, 'জীবনে অনেক ঝড় সহ্য করেছি। এমনও কেটেছে যেদিন গোটা রাতটা মার খেয়েছি স্বামীর হাতে। এমনকি শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনই ঠিক করেছিলাম ওখানে আর ফিরব না।' সেই পরিস্থিতি থেকে সোনালি সাফল্য ছুঁয়ে দেখার পর শর্মিলার বার্তা, 'আমি চাই আমার এই পদক সেই মেয়েদের সাহস জোগাক, যাঁরা প্রতিনিয়ত গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়।' তাঁর আর একটা স্বপ্ন আছে, এই সাফল্যের সুবাদে যদি একটা সরকারি চাকরি জোটে। তাতে হয়তো আরও একটু আর্থিক সচ্ছলতা আসবে শর্মিলার পরিবারে।

ওই একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের শিল্পা শাইলা। ৭.২৬ মিটার থ্রো করে প্রথমে চার নম্বরে শেষ করেছিলেন শিল্পা। কিন্তু ম্যাচ অফিশিয়ালরা তৃতীয় স্থানে থাকা নাইজিরিয়ান অ্যাথলিটের থ্রো অবৈধ ঘোষণা করায় পদক পেয়ে যান শিল্পা।

শিল্পে জমির ব্যবস্থা

প্রথম পাতার পর

আইন সংশোধন হলে অন্তত পাঁচশো কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে।' ৩৮ একর জমিতে তাঁর সংস্থা লজিস্টিক পার্ক গড়ে তুলছে বলে জানান উমং।

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, অতীত ভুলে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে রাজ্যকে। জমি সংক্রান্ত সরকারি আশ্বাস পাওয়ায় এই সম্মেলনে একদিনে প্রায় হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে বিসিসিআইয়ের দাবি। সরকার জমি অধিগ্রহণ করে তুলে দেবে শিল্পপতিদের হাতে। যদিও সরকার অধিগ্রহণ করতে গেলে সিঙ্গুরের মতো ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক জমিদাতার সমস্যা আসতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করছেন।

তবে রাজ্যের জমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে মঙ্গলবার স্বাগত জানিয়েছে শিল্প মহল। বিসিসিআইয়ের 'বিকশিত বাংলা'-র শিলিগুড়ি এডিশনে প্রয়োজনভিত্তিক পরিকাঠামো উন্নয়নেরও প্রতিশ্রুতি দেন অর্থমন্ত্রী। বদলের বার্তা দেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাঁর ভাষায়, 'বিরোধী বিধায়ক হিসেবে গত পাঁচ বছর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি তৃণমূল এবং আমাদের ভাবনার মধ্যে পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করেছি। এখন বলতে দ্বিধা নেই, দুই সরকারের মধ্যে তফাতটা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির।'

রাজনৈতিক লাভক্ষতির অঙ্কের ঊর্ধ্বে উঠে এই সরকার কাজ করতে চায় বলে তাঁর দাবি। সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গ থেকে বঞ্চনার অভিযোগ আর উঠবে না বলেও প্রত্যয়ী তিনি। পর্যটনশিল্পকে চাঁদের পাহাড় হিসেবে তুলে ধরে উন্নয়নে তাঁর দপ্তর কী কী পরিকল্পনা নিচ্ছে, তাও তুলে ধরেন শংকর। পর্যটনে বিনিয়োগের জন্যও শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার আরও তিনটি উপনগরী গড়ে তোলার কথা জানান হর্ষবর্ধন নেওটিয়া। সরকার শিল্পের ক্ষেত্রে এক জানলা নীতি নিলে এবং আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকলে লগ্নির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি জানান। ডুয়ার্সে আবাসন প্রকল্পে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা জানান মানব পাল। শিক্ষাক্ষেত্রে ১৫০ কোটি টাকা লগ্নির প্রতিশ্রুতি দেন অনির্বাণ আদিত্য। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা কী কী করছেন, তা তুলে ধরেন টেকনো ইন্ডিয়ার সত্যম রায়চৌধুরী।

হর্নের দাপটে কান ঝালাপালা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : আইনি নিষেধাজ্ঞা ও শব্দমাত্রার নির্দিষ্ট বিধি যেন শিলিগুড়ি শহরে কাগজকলমে। যে কারণে রাস্তায় পা রেখে অহেতুক হর্ন ও নিষিদ্ধ এয়ার হর্নের দাপটে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দারা। মোটর যানবাহন আইন অনুযায়ী, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আদালতের চারপাশের ১০০ মিটার এলাকা 'সাইলেন্স জোন'। কিন্তু এমন এলাকাগুলিতেও দিনরাত হর্নের দাপটে কান ঝালাপালা। শহরের শব্দ দূষণ নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে রয়েছে বিস্তর ক্ষোভ। তবে সুনির্দিষ্টভাবে জরিমানা ও নজরদারির পরেও সাধারণ চালকদের সচেতনতার অভাবে শহরের শব্দ দূষণের পরিস্থিতি প্রতিদিন আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে বলে বক্তব্য স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের।

শহরের অন্যতম ব্যস্ত হাসমি চক থেকে ইস্টার্ন বাইপাস, অরবিন্দপল্লি থেকে দেশবন্ধুপাড়া, শহরের সর্বত্র অনিয়ন্ত্রিত হর্ন বাজানোর প্রতিযোগিতা। শহরের প্রাণকেন্দ্র হাসমি চকে ট্রাফিক পয়েন্টে লাল সিগন্যালে আটকে পড়া অনেক গাড়ি থেকে হর্ন শোনা যায়। হর্নের আওয়াজে যেন লাল সিগন্যাল সবুজ হয়ে যাবে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল এবং সূর্য সেন কলেজের মতো সুনির্দিষ্ট সাইলেন্স জোনের সামনেও প্রতিনিয়ত বাজানো হচ্ছে উচ্চ শব্দমাত্রার হর্ন। কেবল সাধারণ হর্ন নয়, একাধিক যানবাহনে বেআইনিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তীব্র শব্দ সৃষ্টিকারী মাল্টি-টোন ও প্রেশার হর্ন।

নিয়ম অনুযায়ী, অনভিপ্রেত হর্ন প্রয়োগ ও সাইলেন্স জোনে আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক জরিমানা ধার্য করার সংস্থান রয়েছে। মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে শব্দের মাত্রা ৮৩ থেকে ১১২ ডেসিবেল এবং চার চাকার যানবাহনের জন্য ৯৩ থেকে ১১২ ডেসিবেলের মধ্যে রাখা বাধ্যতামূলক। বাস্তব ক্ষেত্রে এই সমস্ত নিয়ম উপেক্ষিত হওয়ায় মারাত্মক বিপদে পড়ছেন প্রবীণ নাগরিক ও হৃদরোগীরা। সুভাষপল্লির বর্ষীয়ান বাসিন্দা রতন সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'রাস্তায় বের হলে মনে হয় কান ফেটে যাবে। একটু যানজট হলেই পিছনের গাড়িগুলো একের পর এক এমনভাবে হর্ন বাজাতে থাকে যেন হর্নের আওয়াজেই রাস্তা খালি হয়ে যাবে। অথচ আমাদের মতো প্রবীণ নাগরিক ও ছোটদের জন্য এই বিকট শব্দ সহ্য করা কী মারাত্মক কঠিন, তা আমরাই জানি।'

একই অভিযোগ জলেশ্বরী এলাকার বাসিন্দা প্রভাস দাসের। হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে তাঁর। বলছিলেন, 'বাড়ির সামনের এলাকা, বাইপাস এলাকায় মাল্টি-টোন বা প্রেশার হর্ন লাগানো গাড়ি দিনে-রাতে ছুটতে থাকে। এই হর্নের তীব্র আওয়াজ আমার শরীরে প্রভাব ফেলছে। বাড়িতে ছোট বাচ্চা ভয় পায়। তবে কে কার কথা শুনবে। যাঁরা এভাবে গাড়ি চালান, তাঁদের তো বিবেক বলে কিছু নেই। পুলিশের কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ট্রাফিক পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের দাবি, অহেতুক ও নিষিদ্ধ হর্নের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চলে। জরিমানাও করা হয়। যেমন, এদিন সকালে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে দার্জিলিং মোড় এলাকায় সাইলেন্সারযুক্ত বাইকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। সঙ্গে মেকানিকদের আনা হয়। বাইক ধরে মডিফায়েড সাইলেন্সার খোলার পাশাপাশি চালকদের জরিমানা করা হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অফিসিয়াল পেজে সেই অভিযানের কিছুটা অংশের ভিডিও তুলে আপলোড করে বাইকের চালকদের সতর্ক করা হয়। এধরনের অভিযান আগামীতেও চলবে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিকের এক কর্তা।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে... গরম থেকে খানিক স্বস্তি মিলল দুপুরে। ভিজল শহর, ভিজল মেয়েদের দল। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

বাইক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : চুরির প্রায় দেড় মাস পর বাইক উদ্ধার করল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনায় মেহেবুব খান নামের এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আগেই। তাঁকে পুলিশি হেপাজতেও নেওয়া হয়। মেহেবুব এনজেপি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জুন মাসের ৩ তারিখ বিষ্ণু বর্মন নামের কাওয়াখালির এক বাসিন্দা মেডিকেল ফাঁড়িতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জানানো হয়, গত ৩০ মে তাঁর বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে বাইকটি চুরি হয়েছে। এরপর তদন্তে নামে পুলিশ। গত সপ্তাহে মেহেবুব গ্রেপ্তার হন। এরপর ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছিল। সোমবার রাতে রানিডাঙ্গা থেকে চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে একাধিকবার বিভ্রান্ত করারও চেষ্টা করেছে চোর।

গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : শিলিগুড়িতে পাঠরত কোচবিহারের এক তরুণীর উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তাঁর বাড়ির এলাকা থেকে দুইজনকে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। চলতি মাসের গত ১৮ তারিখ ওই তরুণীর পরিবার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগপত্রে বলা হয়, তাঁদের মেয়ে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে পঠনপাঠন করলেও, হঠাৎ করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এরপর পুলিশ তদন্তে নেমে কোচবিহারের এক তরুণের সূত্র পায়। পুলিশ জানতে পারে, ওই তরুণীর সঙ্গে তরুণের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। এরপর মোবাইল ট্র্যাকিং-এ বসাতেই দেখা যায়, ওই দুইজনের মোবাইল ট্রেকিং অসমে দেখাচ্ছে। কোচবিহারে অভিযান চালিয়ে ওই তরুণের পরিবারের দুই সদস্যকে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ওই তরুণকে গ্রেপ্তার সহ তরুণীকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

ছাদ এখন শুধু কাপড় শুকানো, পায়চারির জায়গা নয় বরং নানাভাবে ছাদকে চুটিয়ে ব্যবহার করছেন সকলে। শহরের বহু ছাদ সেজে উঠছে ভরপুর সবজির ভাণ্ডারে। কোনও ডালে ঝুলছে টুকটুকে লাল টমেটো, কোনও ডালে দোল খাচ্ছে বেগুন। সবুজ শিম, লংকার সমারোহ। সেইসঙ্গে রান্নার সুবাস বাড়াতে ফলানো হচ্ছে পুদিনা, কারিপাতা, লেমন গ্রাস। শহরের এমনই কিছু ছাদ অন্দরের খোঁজ নিলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

কংক্রিটের শহরের ছাদে সবুজ বিপ্লব

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : শহুরে জীবনে রোজকার খাবারের পাতে তাজা খাবারকে পিছনে ফেলে ভেজাল খাবারের পরিমাণই বেড়ে চলছে দিন-দিন। এই ভেজালে, উদরপূর্তির মাঝেও যদি একদম তাজা, রসায়নিকমুক্ত সবজি রোজকার পাতে মেলে তাহলে মন্দ কী! কিন্তু শহুরে এই ইট-কাঠ-পাথরের জাঁতাকলে জমি বা উঠোন খুঁজে পাওয়া তো এখন আকাশের চাঁদ পাওয়ার সমান। তা বলে কি শখ বাদ যাবে? জায়গার অভাবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সেই অসাধ্যই সাধন হচ্ছে এখন বাড়ির ছাদে।

ঘোগোমালিতে নিজের বাড়ির হেঁশেলে রান্না করছিলেন আলপনা সরকার। জলখাবারে ধোসা, সাম্বার তৈরির ইচ্ছে হয় তাঁর। প্রয়োজন কারিপাতার। মুশকিল আসান আছে তাঁর ঘরেই, থুড়ি ছাদেই। ছেলেকে দিয়ে ছাদবাগান থেকে কিছু কারিপাতা তুলে আনালেন। নিজের বাড়ির ছাদেই হরেক সবজি আর কারিপাতা ফলিয়েছেন আলপনা। কী নেই সেখানে--- থরে থরে ঝুলছে টমেটো, বিনস, ক্যাপসিকাম, লংকা। সঙ্গে আলু, বেগুনও ফলাচ্ছেন। আগেরবারে আলু-বেগুনের ফলন ভালোই ছিল। আলপনা বলছিলেন, 'বেশ ভালো লাগে সবজি ফলাতে। সেই সবজি যখন রান্নায় দিই তখন যেন এক আলাদাই অনুভূতি হয়। এখন তো মনে হয় ছাদটা আরও বড় হলে আরও অনেক কিছু ফলাতে পারতাম। বাড়ির সকলে ভীষণ বাহবা দেয়। এ শখ আমি মায়ের থেকেই পেয়েছি।'

দেশবন্ধুপাড়ায় ষাটোর্ধ্ব দীপ্তি দত্তর বাড়ির ছাদ দেখলে বোঝা দায় এটি রবি ঠাকুরের সেই 'হাটে'র সবজির পসরা নাকি ছাদবাগান। খোলা ছাদে তিনি ফলাচ্ছেন বেগুন, বিনস, বরবটি, লংকা, আদা, রসুন, আলু। এই অভ্যেস তাঁর বহু পুরোনো। তখন তিনি ষষ্ঠ শ্রেণি। সেই থেকেই গাছের প্রতি ভালোবাসা তাঁর। সেই অভ্যাস আজও জারি রয়েছে। নিজের ফলানো সবজি যখন পরিবারের সদস্যদের পাতে তুলে দেন তখন এক আলাদাই তৃপ্তি উঁকি দেয় দীপ্তির মনে। গাছের যত্নের দিনপঞ্জিতে দীপ্তির ব্যাখ্যা, 'খুব বেশি সময় যে গাছের পেছনে দিই তা কিন্তু নয়। তবে নিয়মিত খেয়াল রাখি। সবজির খোসা, ফলের খোসা এগুলিই আমার গাছের খাবার। খুব সাধারণভাবেই টবের মাটিকে খুঁচিয়ে দিই। বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলে কয়েকদিন জল দিই না গাছে। প্রতিটা সবজি একদম জৈব উপায়ে তৈরি।'

চা প্রেমী জয়ন্ত তালুকদার তাঁর বাড়ির ছাদে ফলিয়েছেন লেমনগ্রাস। মাঝেমধ্যেই লেমনগ্রাসের পাতা ও ডাঁটা দিয়ে স্পেশাল চা বানিয়ে একনিমেষেই দূর করেন বাড়ির সকলের ক্লান্তি। জয়ন্ত বলছিলেন, 'সবজি ফলানোটা আমার কাছে নেশার মতো। ছোটবেলায় ডুয়ার্সে আমাদের বাড়ির পেছনে অনেক বড় জায়গা ছিল, সেখানেই কপি, লাউ, কুমড়ো সহ অনেক সবজি হত। হায়দরপাড়ার এই বাড়ির ছাদে এটুকু জায়গাতে তাই লেবু, শিম, করলা, বকফুল, লংকা যখন যা ইচ্ছে হয় ফলাই। আত্মীয়রা এলে ওঁরাও দেখে খুব খুশি হন। গাছের লংকা, লেবু ওঁদেরও দিই।'

বাজারের কেমিক্যালযুক্ত সবজির দাপটে যখন দুশ্চিন্তা বাড়ে, ছাদে জৈব সারে ফলানো এই সবজির ভাণ্ডার যেন এক মোক্ষম সন্তুষ্টি। দুপুরের ভাতের পাতে সেই ছাদের সদ্য তোলা লংকাটা কিংবা তরকারিতে নিজের গাছের লাল টমেটোটা যখন পড়ে, সেই স্বাদ যে আলাদাই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জায়গার অভাবকে হার মানিয়ে ছাদের এই সবুজ বিপ্লব এখন শহরের বহু মানুষেরই মনের আরাম, চোখের শান্তি। আর জিভের--তৃপ্তি।

মৈনাকে সমস্যা শুনবেন শংকর

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : মানুষের সমস্যার কথা সরাসরি শুনছেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাতে অনেকের সমস্যা সমাধানের পথও দেখাচ্ছেন তিনি। এবার তিনি বসছেন পর্যটন আবাস মৈনাকে। মঙ্গলবার মন্ত্রী মৈনাকে বসেন। সেখানেও বেশকিছু মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেন তিনি। শংকর বলেন, 'অনেকে চায় তাদের কথা যাতে শুনি। ফলে সরাসরি দেখা করতে চান। সময় পেলেই সেই মানুষগুলির সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করি।'

এবার থেকে মন্ত্রী শিলিগুড়িতে থাকলে সময় বের করে সন্ধ্যার দিকে মৈনাকে বসবেন বলে জানিয়েছেন। সেখানে শুধু পর্যটন সংক্রান্ত নয়, সব ধরনের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করবেন তিনি। সারাদিনের কাজের জন্য যাঁরা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন না, তাঁদের জন্য মৈনাক আবাসে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

নেশার আসর রুখতে থানায়

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : এলাকায় চলা নেশার আসরের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে সরব হলেন ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের দাদাভাই কলোনির মহিলারা। এদিন সন্ধ্যায় ওই এলাকার মহিলারা এসে ভক্তিনগর থানায় এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় ব্রাউন সুগার সহ নানা ড্রাগসের আসর বসছে প্রতিদিন। এমনকি জুয়া খেলাও চলছে। বাইরে থেকে এলাকায় এসে পাচারকারীরা ব্রাউন সুগার বিক্রি করে চলে যাচ্ছে। দিনের পর দিন এমন ঘটনায় তাঁরা আতঙ্কিত। এদিন মহিলাদের এলাকাবাসীর স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপিও থানায় জমা দেন। পুরো বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ভক্তিনগর থানার তরফে জানানো হয়েছে।

ধৃত মদ পাচারকারী

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : নীল ড্রামের আড়ালে এবারে মদ পাচারের চেষ্টা। গোপন সূত্র মারফত খবরের ভিত্তিতে পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ।

ধৃতের নাম রাকেশ কুমার। তিনি সমস্তিপুরের বাসিন্দা। সোমবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে এক তরুণ জংশান এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ড্রাম নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে আটক করার পাশাপাশি ড্রামটির তল্লাশি শুরু করে। ড্রাম খুলতেই দেখা যায়, ভেতরে মদের বোতল ভরা রয়েছে। তরুণকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বিচারক। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সমস্তিপুরে মদ পাচারের জন্যই ওই তরুণ জংশনে এসে মদ পাচারের জন্য বাসের খোঁজ শুরু করেছিল।

শিক্ষাদান ও গ্রহণে মনোযোগী হওয়ার কথা শিক্ষক-পড়ুয়াদের। কিন্তু, শহর শিলিগুড়ির দুটি বিদ্যালয় নানা সমস্যায় জর্জরিত। পড়াশোনার বদলে সেখানে শিক্ষকদের লড়তে হচ্ছে পরিস্থিতির সঙ্গে। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরেটা যেন খোলা শৌচালয় একদল অসচেতন মানুষের কাছে। ২০ নম্বরের স্কুলটির আশপাশে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রিবাটা নিয়ে দুশ্চিন্তার মেঘ জমেছে মাস্টারমশাইদের কপালে।

প্রস্রাবের দুর্গন্ধে বমি হওয়ার জোগাড় পড়ুয়াদের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের ওপর সবেমাত্র ডিমের ঝোল ঢেলে দিয়েছেন মাসি। গন্ধের চোটে জিভে জল চলে এসেছিল পড়ুয়াদের। ভালো করে হাত ধুয়ে, খাওয়ার জন্য থালার দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও নাক চেপে ধরল সমীর মল্লিক। সমীর শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রবণনগরের জগদীশ বিদ্যাপীঠের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। সমীরের চোখেমুখের অভিব্যক্তিতেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল এই সমস্যা একদিনের নয়। প্রস্রাবের তীব্র গন্ধে মিড-ডে মিল খাওয়ার সময় পড়ুয়াদের বমি হওয়ার জোগাড় হয়।

স্কুলের দেওয়ালের ঠিক বাইরের ড্রেন ও সংলগ্ন এলাকাকে কার্যত শৌচালয়ে পরিণত করেছেন কিছু অসচেতন মানুষ। দিন-রাত সেখানে মূত্রত্যাগ করেন অসেচতন কিছু নাগরিক। আর তাঁদের এই অবিবেচকের মতো কাজের খেসারত দিতে হয় পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের।

শ্রবণনগরের জগদীশ বিদ্যাপীঠ।

এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় বলেন, 'অনেকদিন ধরেই এই সমস্যা হচ্ছে। প্রস্রাবের দুর্গন্ধে বাচ্চারা ঠিকমতো খেতে পারছে না, ক্লাস করতে পারছে না। আমাদেরও প্রতিদিন চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।'

শুক্লার কথার প্রমাণ মিলল একটু পরেই। মঙ্গলবার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া বনি বাড়ুই খাবারের থালা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। জিজ্ঞেস করতে সে জানায়, দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে সে রোজই খাওয়ার সময় থালা নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়।

এই স্কুলের দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি রিকশা দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে থেকে দেখলে এটা স্কুল না রিকশাস্ট্যান্ড বোঝা দায়। এর আগে এই স্কুলের সামনে আবর্জনা ফেলা হত। এই বিষয়ে তৎকালীন কাউন্সিলারের কাছে অভিযোগও জানানো হয়েছিল। ওয়ার্ডের কাউন্সিলার এলাকায় এসে স্কুলের সামনে আবর্জনা ফেলতে এবং মূত্রত্যাগ করতে বারণ করেছিলেন। কাউন্সিলারের কথায় স্কুলের সামনে আবর্জনা ফেলা খানিক কমলেও, স্কুলের সামনে মূত্রত্যাগ করার প্রবণতা কমেনি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজেশ শাহ বলেন, 'একটা স্কুলের সামনে এধরনের ঘটনা একেবারেই কাম্য নয়। মানুষকে এবিষয়ে সচেতন হতে হবে।'

এলাকারই এক ব্যবসায়ী রাজেশ শাহের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলা হলে তিনি বলেন, স্কুলের সামনে প্রচুর রিকশা দাঁড়িয়ে থাকে, বাজার এলাকায় অনেক মানুষ থাকে। কে কখন কী করছে সেটা তো জানিনা তবে একটা বিদ্যালয়ের সামনে এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। মানুষকে সচেতন হতে হবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় বলেন, অনেকদিন ধরেই এই সমস্যা হচ্ছে। বাচ্চারা ঠিকমতো খেতে পারছে না, ক্লাস করতে পারছে না। টিচারদেরও একই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে।

দোকানে তামাক বিক্রি বন্ধে পথে শিক্ষকরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : পেন-পেন্সিল ও বইখাতার সঙ্গে স্কুলব্যাগে তামাকও। পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণির খুদে পড়ুয়ারা লুকিয়ে নেশায় আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। স্কুলের আনাচে-কানাচে বসে যায় নেশার আসর। পরিস্থিতি এতটাই ভয়ংকর যে, পড়ুয়াদের তামাক ও মাদকের নেশা ছাড়াতে এবং সচেতনতার বার্তা দিতে পথে নামতে হল শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষকে। মঙ্গলবার স্কুলের আশপাশের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি বন্ধ করতে দোকানদারদের সচেতন করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে স্কুলের আরও কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন।

স্কুল চলাকালীন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি না করতে আবেদন জানান তাঁরা। কমবয়সি পড়ুয়াদের মধ্যে তামাক সেবনের প্রবণতা বাড়ায় শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন স্কুলে মাঝেমধ্যে পুলিশ সচেতনতা

সচেতনতা প্রচারে শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মঙ্গলবার।

শিবির করে। স্কুলগুলিও নিজ উদ্যোগে পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং করায়। এই ধরনের কর্মশালা শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুলেও হয়েছে। তবে প্রধান শিক্ষকের মতে, পড়ুয়াদের কাউন্সেলিং যথেষ্ট নয়, দোকানদারদেরও সচেতন করার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি বলেন, 'পড়ুয়ারা দোকানগুলি থেকে খুব সহজে তামাক কিনতে পারছে। স্কুল চত্বরে কয়েকজন পড়ুয়াকে লুকিয়ে তামাক খেতে দেখা গিয়েছে। বিষয়টি বেশ উদ্বেগের। তাই আমরা শিক্ষকরা মিলে স্কুলের চারপাশের দোকানে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন করেছি।' এই দোকানগুলিতে তামাকজাত বিভিন্ন দ্রব্য ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির দোকান ছাড়াও স্কুলের সামনে যাঁরা ফুচকা ও আইসক্রিমের ঠ্যালা নিয়ে বসেন, তাঁদের খাবারের গুণগতমান বজায় রাখার কথা বলেন শিক্ষকরা। নেতাজি হাইস্কুলের সামনে ফুচকা বিক্রি করেন রমেশ মাহাতো। তিনি জানান, প্রধান শিক্ষক তাঁকে হ্যান্ডগ্লাভস, হেয়ারক্যাপ পরতে বলেছেন। বইয়ের পাতার পরিবর্তে কাগজের বাটিতে খাবার দিতে বলেছেন। খাবার ঢেকে রাখারও পরামর্শ দিয়েছেন। এবার থেকে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিয়ে এই সকল কথা মেনে ফুচকা বিক্রি করবেন বলে জানান রমেশ।

পড়ুয়ারা লুকিয়ে নেশায় আসক্ত

স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরা। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে দোকানদারদের সচতেন করা হলে তাঁরা পড়ুয়াদের তামাক বিক্রি করতে সাহস পাবেন না বলে মনে করছেন স্বপ্না মালাকার নামে এক অভিভাবক। তবে একদিন নয়, স্কুলের তরফে যাতে মাঝেমধ্যে এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়- সেই দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

আবেদন খারিজ

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করল নিম্ন আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ করেন চন্দননগর পুরসভার এক ঠিকাদার। এর ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

নোডাল অফিসার

নাগরিক সমস্যা মেটাতে বিভিন্ন পুরসভা ও পুরনিগম এলাকায় নির্বাচিত পুর বোর্ড দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত নোডাল অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। গ্রিভান্স সেলের দায়িত্বে নোডাল অফিসার থাকবেন বলে জানালেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

নির্যাতন

নেশামুক্তিকেন্দ্রে রোগীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ মালিক ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নির্যাতনের ছবি ফোনে তুলে রাখা হত। তারপর চলত ব্ল্যাকমেলিং। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দোষী সাব্যস্ত

জমি বিবাদের জেরে ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী, তথা তৃণমূল নেতা দিলীপ রাম হত্যা মামলায় সাতজনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। সাজা ঘোষণা করা হবে বুধবার।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি নিয়ে ধন্দ

বিজ্ঞপ্তি কই গুন্ডা দমন আইনের...

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ জুলাই : বিধানসভায় সদ্য পাশ হওয়া গুন্ডা দমন বিল এখনও আইনিই হয়নি। ২৪ জুলাই নিট কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় সিজেপির প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বাম ছাত্র সংগঠনগুলির উপস্থিতিতে অশান্তি হয়েছিল। সেই ঘটনায় ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই ঘটনার পরে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এই জন্য আমরা গুন্ডা দমন বিল পাশ করিয়েছি। বিধানসভায় পাশ হওয়া সেই বিলে রাজ্যপাল সম্মতি দিয়েছেন। বিধানসভার বাইরেও হামলাকারীদের উচিত শিক্ষা দিতে গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ করার কথা শুনিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ২৭ জুলাই পর্যন্ত গুন্ডা দমন বিল আইনে পরিণত হয়নি।

স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভায় বিবৃতি ও ছাত্র আন্দোলনে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। এপিডিআর-এর মতো মানবাধিকার সংগঠন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মতে, মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তাঁর এই মন্তব্য রাজ্য বিধানসভার স্বাধিকার ভঙ্গের শামিল।

২৪ জুলাই ধর্মতলায় ছাত্র আন্দোলনের নৈরাজ্যের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুলিশ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, হামলাকারী হিসেবে ৭০ জনকে পুলিশ চিহ্নিত করেছে। এদের ছাড়া হবে না। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, এদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইন প্রয়োগ করা হবে। এই আবহে সোমবার রাজ্যের গুন্ডা দমন আইনকে চ্যালেঞ্জ করা একটি মামলায় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এই ব্যাপারে শুনানির আবেদন খারিজ করে দিয়ে জানান, এই ধরনের কোনও আইনের বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। তাই এখনই এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে মামলার শুনানি হওয়া সম্ভব নয়।

> **মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ও বিধানসভার বাইরে গুন্ডা দমন বিল নিয়ে যা বলছেন, তা শুধু বিধানসভা নয়, আইন আদলতের কাছেও বিভ্রান্তিকর।**
>
> **রঞ্জিত শূর**
> রাজ্য সম্পাদক, এপিডিআর

বিচারপতির কথায়, 'পিটিশন ইজ প্রি ম্যাচিয়োর্ড'। সাধারণভাবে বিধানসভায় কোনও বিল পাশ হলে তা রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেওয়ার পর সরকার সেই মর্মে আইনের বিধি তৈরি করেন। এরপর তা সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয় (গেজেট নোটিফিকেশন)। সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরেই ওই আইন কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে মামলাকারী এপিডিআর-এর দাবি ও বিচারপতির বয়ান অনুযায়ী সেই বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশ করেনি সরকার। ফলে গুন্ডা দমন বিল পাশ হলেও তার আইনে পরিণত হওয়া নিয়ে ধন্দ রয়ে গিয়েছে। ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশকে ধারা প্রয়োগ করতে হয়। সেই সময় পর্যন্ত কার্যকর আইনের ভিত্তিতে। স্বাভাবিকভাবেই যে আইন কার্যকরই হয়নি সেই আইনের বলে ছাত্র আন্দোলনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কীভাবে ধারা প্রয়োগ করা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এপিডিআর ও বিরোধীরা।

এপিডিআর-এর রাজ্য সম্পাদক রঞ্জিত শূর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা ও বিধানসভার বাইরে গুন্ডা দমন বিল নিয়ে যা বলছেন, তা শুধু বিধানসভা নয়, আইন আদালতের কাছেও বিভ্রান্তিকর।' সিপিএম বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'গুন্ডা দমন বিল নিয়ে বিধানসভা ও রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মন্তব্যের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আসা উচিত ছিল। কিন্তু বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দল তো আসলে বিজেপিই। তাই তারা এই ব্যাপারে কতটুকু করবে তা নিয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে।'

তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরাও মনে করি, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য বিভ্রান্তিকর এবং স্বাধিকার ভঙ্গের সমান।'

অভিষেকের অফিস ভাঙায় স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ২৮ জুলাই : বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একের পর এক মামলায় নাম জড়াচ্ছে তাঁর। ডায়মন্ড হারবারের আমতলায় অভিষেকের দলীয় অফিসের একটা ভেঙে ফেলা অংশ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস বা তৃণমূলের সম্পত্তিই নয়। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের আইনজীবী। তাঁদের যুক্তি, ওই অফিসের একটা বড় অংশ দখল করে বানানো হয়েছিল। ফলে আমতলার ওই অফিস নিয়ে নতুন করে আইনি জটে জড়িয়ে পড়লেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ।

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস দাবি করেছে, তাদের কাছে সমস্ত বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের সওয়াল, দাগ নম্বর ৫০৯ ও ৫১২-এর কাগজপত্র যা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের কাছে রয়েছে তা ভাঙা হয়নি। বরং যে বৈধ কাগজপত্র ওই সংস্থার কাছে নেই সেই অংশ ভাঙা হয়েছে। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ নির্মাণ ভাঙার ওপর ৭ অগাস্ট পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন। পরবর্তী শুনানি ৫ অগাস্ট।

এদিকে চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশযাত্রায় হাইকোর্ট থেকে অনুমতি চেয়েছিলেন অভিষেক। কিন্তু বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে দেখানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টে জমা দেওয়া তাঁর মেডিকেল ডকুমেন্টে গরমিল থাকার অভিযোগে সরাসরি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করলেন এক ব্যক্তি। অভিযোগকারী রাজীব সরকারের দাবি, আদালতে পেশ করা মেডিকেল সার্টিফিকেটে সই করা চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করা নেই। তাই অভিযুক্ত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতিকে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারা এবং মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার বিধির মেডিকেল এথিক্স ভঙ্গের অভিযোগ করেছেন তিনি। ফলে অভিষেকের বিদেশযাত্রা আপাতত বিশবাঁও জলে। পূর্ণ তদন্তের দাবি জানিয়ে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'অভিযোগ সত্যি হয়ে থাকলে তা সবার সামনে আসা উচিত।'

আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগেও নাম জড়াচ্ছে অভিষেকের। সুমিতের আগাম জামিন সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য দাবি করেছে, ভুয়ো ব্যক্তিদের নামে রেকর্ড বানিয়ে জমি বিক্রি করা হত। মিডলম্যান ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা।

বাম ছাত্রদের আন্দোলন দেশবিরোধী অভিযোগে মঙ্গলবার মিছিল এবিভিপির। কলকাতায়।

পুলিশে ১ লক্ষ নিয়োগের মাস্টার প্ল্যান

দুর্নীতি রুখতে টোল-ফ্রি নম্বর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ জুলাই : কাটমানি, সিন্ডিকেট আর প্রশাসনিক শ্লথতাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে এবার নবান্নের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। জিরো টলারেন্স নীতিকে বাস্তবে রূপ দিতে মঙ্গলবার ভবানী ভবনে দাঁড়িয়ে একগুচ্ছ যুগান্তকারী পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সাধারণ মানুষের থেকে সরাসরি দুর্নীতির খবর পেতে চালু হল ৪টি বিশেষ টোল-ফ্রি নম্বর— ১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৬, ১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৭, ১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৮ এবং ১৮০০ ৩৪৫ ০১৬৯ (সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সক্রিয়)। একইসঙ্গে রাজ্যের পুলিশি ব্যবস্থার খোলসে আমূল বদল আনতে ১ লক্ষ নতুন নিয়োগ, বকেয়া ডিএ মেটানো, ৭ম পে কমিশন কার্যকর এবং এসআইএ গঠনের মতো মেগা প্যাকেজ সামনে আনলেন তিনি।

এবার থেকে কাটমানি, অবৈধ টোল বা মদের ঠেক, যেকোনও দুর্নীতির খবর সরাসরি পৌঁছে যাবে সরকারের কানে। ভবানী ভবনের এই টোল-ফ্রি নম্বরগুলির ওপর নজর রাখতে সরাসরি নবান্নে তৈরি হয়েছে হাইটেক কন্ট্রোল রুম, যার তদারকি মুখ্যমন্ত্রী নিজে করবেন। তবে সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা বা প্রতিহিংসা মেটাতে মিথ্যা তথ্য দিলে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা হবে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানান, অভিযোগের তথ্য সুরক্ষায় কৃত্রিম মেধার ব্যবহারও করা হতে পারে।

বর্তমানে রাজ্যে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় পুলিশ কর্মী মাত্র ১০৬ জন, যেখানে উত্তরপ্রদেশে এই সংখ্যা ২০০। রাজ্যকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যেতে ধাপে ধাপে ১ লক্ষ নতুন

কর্মী নিয়োগের মাস্টারপ্ল্যান নিয়েছে সরকার, যার মধ্যে ৪৭ হাজার শূন্যপদ পূরণ হবে দ্রুত এবং আইনি জটিলতা কেটে যাওয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ হাজার কনস্টেবল দুর্গাপুজোর আগেই কাজে যোগ দেবেন।

আগামী অক্টোবর থেকেই অতিরিক্ত ২০% বকেয়া ডিএ কার্যকর হচ্ছে এবং সপ্তম পে কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়লেই তা কার্যকর হবে বলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান। পুলিশকর্মীদের রেশন ভাতা ১৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করার পাশাপাশি ১৫ বছরের বেশি কর্মরতদের নিজ জেলায় ফেরানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছে। পুলিশকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে এবং তাঁদের আবাসন-স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে গঠিত হচ্ছে অরাজনৈতিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার সফর সংক্রান্ত আলোচনার সূত্র ধরে এনআইএ-র ধাঁচে রাজ্যে তৈরি হচ্ছে স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ)। রাজ্যের ২৫০-৩০০টি থানার পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে এবং পুলিশকর্মীদের গুজরাটের রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও অসমের বিএসএফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ঝড়-বৃষ্টিতে কর্তব্যরত পুলিশদের জন্য উন্নত সরঞ্জাম তুলে দিয়ে স্বভাবসিদ্ধ মেজাজেই মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিলেন, 'খালি হাতে ভবানী ভবনে আসিনি, কাজের পরিবেশ তৈরি করে দিলাম, এবার নিষ্ঠার সঙ্গে পরিষেবা দিন।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশের মতো ২০০ পুলিশের সংখ্যা রাজ্যে করা। বর্তমানে রাজ্যে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় ১০৬ জন পুলিশ রয়েছে। ওই সংখ্যাটাই পর্যায়ক্রমে তাঁর সরকার ২০০-য় নিয়ে যেতে চায়।'

ডিজিটাল যুগের প্রথম জনগণনা শনিবার থেকে

কলকাতা, ২৮ জুলাই : দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণনার সূচনার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে জনগণনার প্রথম ধাপ। ১ থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত নাগরিকরা 'সেল্ফ এনুমারেশন' বা স্ব-শুমারির মাধ্যমে অনলাইনে নিজেদের পরিবারের প্রাথমিক তথ্য নথিভুক্ত করার সুযোগ পাবেন।

এই প্রক্রিয়ার জন্য নাগরিকদের জনগণনার নির্দিষ্ট পোর্টাল https://se.census.gov.in-এ লগ ইন করতে হবে। সেখানে প্রথমে রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নির্বাচন, ক্যাপচা পূরণ এবং বাড়ির কর্তা বা কর্ত্রীর নাম দিতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল নম্বর ও ই-মেল আইডি নথিভুক্ত করা যাবে। এরপর ভাষা নির্বাচন করে ওটিপির মাধ্যমে যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তী ধাপে নিজেদের গ্রাম, শহর ও এলাকা, জেলা, পিন নম্বর দিতে হবে। তারপর একটা মানচিত্র খুলে যাবে, সেখানে নিজের বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে নাগরিকদের। ষষ্ঠ ধাপে, হাউস লিস্টিং সংক্রান্ত তথ্য পূরণের পর সব তথ্য যাচাই করে 'ফাইনাল সাবমিট' করলে ১১ অঙ্কের একটি স্বতন্ত্র 'এসই' আইডি মিলবে। পরে জনগণনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বাড়িতে গেলে তাঁকে সেই নম্বর দেখাতে হবে। তথ্য যাচাইয়ের পর নির্দিষ্ট সার্ভারে আপলোড করা হবে।

এবারে জনগণনা হবে মূলত দুটি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে, ১৬ অগাস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে বাড়ি তালিকাভুক্তি ও গৃহগণনার কাজ। নাগরিকদের বাড়ির অবস্থা, পানীয় জল, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, রান্নার জ্বালানি, দুই ও চার চাকার গাড়ি, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগের মতো সম্পদ ও পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিবারের সদস্যদের নাম, বয়স, লিঙ্গ, জাতি ও ধর্ম সহ জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

গণনার কাজ সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে যাতে সম্পন্ন করা যায়, তার সমস্তরকম উদ্যোগ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, এবারের জনগণনার প্রস্তুতি হিসাবে কলকাতা শহরকে মোট ৮,১১২টি আলাদা ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে থাকছেন গড়ে প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ জন নাগরিক। প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা করা হলেও, ২০১১ সালের পর এবারই প্রথম দেশে জনগণনা হচ্ছে।

বাঘ সংরক্ষণের সচেতনতা প্রচারে কাজ করবে এই ট্যাক্সি। বিশ্ব ব্যাঘ্র দিবসের আগের দিন কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

'কাজ না করলে কীসের নেতাগিরি'

চিত্ত মাহাতো

পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৮ জুলাই : 'রাজ্যের মানুষ আমাদের ওপর উন্নয়নের দায়িত্ব দিয়েছে, আমরা যদি সেই কাজ করতে না পারি তাহলে এই নেতাগিরির কোনও মানেই হয় না।', মঙ্গলবার মেদিনীপুরে শহিদ প্রদ্যোত স্মৃতি ভবনে 'ভিবি জি-রামজি' প্রকল্প বিষয়ে এক সম্মেলনে যোগ দিয়ে একথা বলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সম্মেলনে ১২৫ দিনের কাজের প্রকল্প বিষয়ে তিনি জানান, এই প্রকল্পের কাজ ১০০ দিন থেকে বেড়ে ১২৫ দিন হয়েছে। আগের থেকে মজুরিও বাড়ানো হয়েছে। এই প্রকল্প যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে রূপায়ণ হয় সেজন্য নতুন গাইডলাইন পুস্তিকাও এসেছে।

দিলীপ বলেন, 'জি-রাম জি, আবাস যোজনা সহ যে প্রকল্পগুলি আছে তার সার্ভে চলছে। ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। অনেক পঞ্চায়েতে কাজ হয়নি। তাই আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের জেলাও পিছিয়ে আছে। তাই, যেখানে যা সমস্যা রয়েছে সেগুলি স্থানীয় বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলে সমাধান করতে হবে। আমরা মানুষকে পরিষেবা দেব বলে দায়িত্ব পেয়েছি, সেটা যদি না করতে পারি তাহলে নেতাগিরির কোনও মানে হয় না। কাজ করে নেতাগিরি করতে হবে।' পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকে দিলীপ বলেন, 'বিনা কারণে কেউ উৎপাত করলে আগে তাকে ধরে থানায় ঢোকান। অন্য পার্টির অনেকেই যারা অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টিরও অনেকে অ্যারেস্ট হয়েছে। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। হাজার হাজার মানুষের অসুবিধে করে রাস্তাঘাট, স্টেশন দখল করে ব্যবসার অনুমতি আমরা দেব না।'

দেশের 'গরিব' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, দাবি রিপোর্টে

কলকাতা, ২৮ জুলাই : দেশের সবচেয়ে 'গরিব' তিন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দেশের ২৮টি রাজ্য ও তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস ও ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচ। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের ৩১ জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারী, ও রাজস্থানের ভজনলাল শর্মা সবচেয়ে কম সম্পত্তির অধিকারী। শুভেন্দুর মোট সম্পত্তি রয়েছে ৮৫ লক্ষ। ওমর আবদুল্লার ৫৫ লক্ষ, ভজনলাল ১ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধে পূর্ব অপরাধের রেকর্ডও তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টে। দেশের ১৪ জন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। খুনের চেষ্টা, ঘুষ নেওয়া, অপরাধমূলক হুমকির মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ১১ জনের বিরুদ্ধে। দেশের চারজন মুখ্যমন্ত্রী বিলিয়নিয়ার বা ১০০ কোটির বেশি টাকার মালিক। সেই তালিকায় রয়েছেন কর্ণাটকের ডিকে শিবকুমার (১৪১৩+ কোটি), অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু (৯৩১ কোটি), তামিলনাড়ুর বিজয় থালাপতি (৬৪৮+ কোটি), অরুণাচলপ্রদেশের প্রেমা খান্ডু (৩৩২+ কোটি)।

পোস্টার-রহস্য

কলকাতা, ২৮ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের ঠিক পরদিনই বিদ্রোহী তৃণমূল তথা এনসিপিআই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল উত্তর কলকাতায়। মঙ্গলবার সকালে তালতলা, বঙ্গবাসী কলেজ, এজেসি বোস কলেজ ও ক্রিক রো-সহ একাধিক এলাকায় দেখা মেলে বিতর্কিত পোস্টারের। চারবারের সাংসদের ছবি দিয়ে তাতে লেখা— 'বেইমান আর চোরটা, নয়না দিদির বরটা'। পোস্টারের নীচের প্রচারক হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এবং বিজেপি নেতা তাপস রায়ের। যদিও কুণাল ভিডিওবার্তায় বলেন, 'পোস্টারের বক্তব্যের সঙ্গে আমি একশো শতাংশ একমত এবং তা প্রকাশ্যেও বলি। কিন্তু এই পোস্টার আমার টাঙানো নয়।' অন্যদিকে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'সুদীপ ও নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর মানুষের ক্ষোভ রয়েছে, তবে এই কাজের পেছনে আমার হাত নেই।'

ব্লাড ব্যাংকে হানা স্বাস্থ্য দপ্তরের

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২৮ জুলাই : মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান সহ রাজ্যের ছয় জেলার বিভিন্ন বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য দপ্তর। এদিন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বর্ধমানের বামচাঁদাইপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের চার সদস্যের টিম। চার ঘণ্টার ম্যারাথন অনুসন্ধানে তাঁরা সেখানকার কাগজপত্রে অসংগতি খুঁজে পান। ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দু'দিনের মধ্যে অসংগতির কারণ সংক্রান্ত রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন বর্ধমানে আসা ওই তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ (৪) ডাঃ সুনেত্রা মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আসানসোল জেলা হাসপাতালের এমওআইসি ডাঃ সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। পরিদর্শন শেষে ডাঃ মজুমদার জানান, নথিপত্রে বেশ কয়েকটি ত্রুটি এবং রেকর্ডে অসংগতি ধরা পড়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে দু'দিনের মধ্যে সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধারেই পড়ুয়াদের খিদে মেটাচ্ছেন শিক্ষকরা

কলকাতা, ২৮ জুলাই : প্রায় চারমাস বন্ধ রয়েছে মিড-ডে মিল বা প্রধানমন্ত্রী পোষণের বরাদ্দ। কিন্তু সেকথা খুদেদের পেট শুনবে কেন? সন্তানসম পড়ুয়াদের দুপুরের সামান্য খাবার জোগাড় করতে কার্যত হিমসিম খেতে হচ্ছে শিক্ষকদের। হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে এই পরিস্থিতি সামনে আসছে।

এই আর্থিক অনটনের মধ্যে অনেক শিক্ষক স্থানীয় দোকানিদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছেন। দোকান থেকে ধার করা খাবারেই এতদিন পড়ুয়াদের মুখে খাবার জুগিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। তবে মাসের পর মাস ধারের বোঝা এতটাই বেড়েছে, দোকানমুখো হতে অনেকে লজ্জা পাচ্ছেন। তবে এই সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়েছে বিকাশ ভবন।

হাওড়া জেলার একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, 'গত মার্চ মাসের পর এই প্রকল্পের আর কোনও টাকা আসেনি। মুদির দোকানে ধার জমে হয়ে গিয়েছে প্রায় ৫০ হাজার টাকা। দোকানিকে দেখলেই লজ্জায় মুখ লুকোতে বাধ্য হচ্ছি।'

উৎকণ্ঠার সুরে তিনি জানিয়েছেন, এই অনিশ্চয়তা নিয়ে আর কত দিন চলবে! একই সুর শোনা গিয়েছে মুর্শিদাবাদের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গলায়। তিনি বলেন, 'জুলাই মাসের অগ্রিম টাকা থাকায় আমাদের চলছে, নাহলে সমস্যায় পড়তাম।' উত্তরবঙ্গের এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকও এই প্রকল্প নিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছেন। স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা এই সমস্যার কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন রাজ্যের বহু স্কুল এই সমস্যায় সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় এই প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে জেলাশাসক ও স্কুলপরিদর্শকদের বৈঠক হয়েছে

বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিকাশ ভবন সূত্রের দাবি, গত মে মাসে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে পিএম পোষণ খাতে বরাদ্দ হয় ১,৮০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রের কাছে জুন মাসের শুরুতেই সেই অর্থের জন্য আবেদন জানানো হয়। তবে মঙ্গলবার পর্যন্ত সেই অর্থ না আসায় সমস্যায় পড়ছে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের একাধিক স্কুল। কেন্দ্র দ্রুত অর্থ বরাদ্দ না করলে মিড-ডে মিল নিয়ে অশনি সঙ্কেতও দেওয়া হয়েছে।

যদিও বিকাশ ভবন জানিয়েছে, দ্রুত এই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে রাজ্যের পাঠানো বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে। কোনও পরিস্থিতিতেই মিড-ডে মিল বন্ধ করা হবে না।

গন্তব্যের উদ্দেশে। মঙ্গলবার নদিয়ায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

একদিনে ৯৯ জন বিডিওকে বদলি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ জুলাই : রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে রদবদলের গতি তীব্র হয়েছে। মঙ্গলবারও সেই ধারা বজায় রেখে গ্রামীণ প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত বিডিও স্তরে বিশাল রদবদল হল। এক ধাক্কায় রাজ্যজুড়ে বদলি করা হল ৯৯ জন বিডিও-কে। নবান্নের এই পদক্ষেপকে প্রশাসনিক পরিকাঠামো শক্ত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে এক অন্য ছবি। প্রায় তিন হাজারের মতো গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান ও উপপ্রধানদের একাংশ গরহাজির থাকায় থমকে গিয়েছে গ্রামোন্নয়নের চাকা। বন্ধ হতে বসেছে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই অচলাবস্থা কাটাতে সম্প্রতি পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের বিল পাশ করিয়েছে সরকার। কিন্তু

প্রশাসনে রদবদল

আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ স্তরে কাজের গতি বাড়াতে সরাসরি বিডিও স্তরে এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের বৈঠকের পরই নবান্ন থেকে এই বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

শুধু বিডিও-ই নন, মঙ্গলবার রাজ্য প্রশাসনের উঁচু তলাতেও রদবদলের হাওয়া দেখা গিয়েছে। বদলি করা হয়েছে ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারের ৩৬ জন অফিসারকে। রদবদল হয়েছে অর্থ, পরিবহণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষ সচিব পদ এবং মালদা ও বালুরঘাট সহ বেশ কয়েকটি মহকুমার এসডিও পদেও।

অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসনের খোলনলচে বদলাতেও নেওয়া হয়েছে একই পথ। বদলি করা হয়েছে ৩১ জন পুলিশ ইনস্পেক্টরকে। রাজ্য পুলিশের সিআইডি, এসটিএফ, আইবি ও ভিজিল্যান্স কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে নতুন আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, বারাসাত, ব্যারাকপুর, বিধাননগর ও বারুইপুর সহ মোট ৮টি মহিলা থানার ইনচার্জ পদেও এসেছে নতুন মুখ।

সাই-বুমরাহ 'সংশয়' নিয়েই শ্রীলঙ্কার দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : ধোঁয়াশা ছিলই। সেই ধোঁয়াশা আপাতত রয়েই গেল। জসপ্রীত বুমরাহ ও বি সাই সুদর্শনকে রেখেই আজ আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা হয়ে গেল। বুমরাহ-সাইদের ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যেই আজ দল ঘোষণার পর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেঙ্গালুরুর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে ফিটনেস শংসাপত্র পেলে তবেই কলম্বোর বিমানে উঠবেন তাঁরা।

১৫ সদস্যের বাকি ভারতীয় স্কোয়াড অনেকটাই প্রত্যাশিত। চমক হিসেবে রয়েছেন মধ্যপ্রদেশের স্পিন অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন। ৩৩ বছরের সারাংশ যে শ্রীলঙ্কা সফরের ভারতীয় স্কোয়াডে থাকতে পারেন, সেই সম্ভাবনার কথা আজই প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ। জানা গিয়েছে, চোটের কারণে ওয়াশিংটন সুন্দরকে না পাওয়ার পরই সারাংশকে দলে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, দ্বীপরাষ্ট্রে সারাংশের টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা প্রবল। তাছাড়া শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং লাইনআপে অন্তত সাতজন বাঁহাতি ব্যাটার (শ্রীলঙ্কার দল ঘোষণা হয়নি এখনও) থাকার কথা। ফলে সারাংশের অফস্পিন ও লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিং দক্ষতা টিম ইন্ডিয়ার জন্য এক্স ফ্যাক্টর হতেই পারে।

কনুইয়ের চোট সারিয়ে রবীন্দ্র জাদেজা দলে ফিরেছেন প্রত্যাশিতভাবেই। মহম্মদ সিরাজকেও অনেকদিন পর টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা যাবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে। ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু হতে চলা সিরিজের প্রথম টেস্টের আগে বুমরাহ পুরো ফিট হতে না পারলে সিরাজই ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন প্রসিধ কৃষ্ণা ও গুরনুর ব্রার। মোট চারজন স্পিনারকে রেখে ঘোষণা হয়েছে ভারতীয় দল। জাড্ডুর সঙ্গে প্রত্যাশিতভাবেই রয়েছেন রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে বল হাতে নজর কাড়ার পুরস্কার হিসেবে মানব সুথারও রয়েছেন দলে। আর চমক হিসেবে রয়েছেন সারাংশ।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং লাইনআপেও তেমন কোনও চমক নেই। লোকেশ রাহুলের সঙ্গে যশস্বী জয়সওয়াল ওপেন করবেন। মাঝের কয়েকদিনে ফিট হতে পারলে তিন নম্বরে সুদর্শন। একান্তই সাই ফিট না হলে দেবদত্ত পাডিক্কালও রয়েছেন দলে। চারে অধিনায়ক শুভমান গিল। পাঁচে ঋষভ পন্থ। দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে স্কোয়াডে রয়েছেন ধ্রুব জুরেলও। যদিও তাঁর প্রথম একাদশে সুযোগের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ছয় নম্বরে অভিজ্ঞ জাদেজা। পরে বাকি বোলাররা।

আগামী ৪ অগাস্ট কলম্বো রওনা হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। ৭ অগাস্ট থেকে কলম্বোয় চারদিনের অনুশীলন ম্যাচ রয়েছে ভারতীয় দলের। পরে ১৫ অগাস্ট থেকে গলে শুরু প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট কলম্বোর এসএসসি স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে ২৩ অক্টোবর থেকে।

ঘোষিত ভারতীয় দল : শুভমান গিল (অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল (সহ অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেল, বি সাই সুদর্শন (সিওই থেকে ফিটনেস শংসাপত্রের অপেক্ষা), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, মানব সুথার, জসপ্রীত বুমরাহ (সিওই থেকে ফিটনেস শংসাপত্রের অপেক্ষা), মহম্মদ সিরাজ, প্রসিধ কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রার, দেবদত্ত পাডিক্কাল ও সারাংশ জৈন।

একই দিনে টিম ইন্ডিয়া থেকে সরে গেলেন দিলীপ ও ডোসেট।

ভারত ছেড়ে কেকেআরের পথে ডোসেট

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণার দিনই ধাক্কা টিম ইন্ডিয়ায়। কোচ গৌতম গম্ভীরের সাপোর্ট স্টাফে ভাঙন। সূত্রের খবর, ইংল্যান্ডে টি২০ ও একদিনের সিরিজ হারের পরই দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট দায়িত্ব ছেড়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে কাজ না করার সিদ্ধান্তের কথা তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে জানিয়েও দিয়েছেন। বিসিসিআইয়ের তরফে এই ব্যাপারে রাত পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে জানা গিয়েছে, ভারত ছেড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পথে রায়ান টেন। একা রায়ান টেনই নন, রাতের দিকের খবর টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকেও ছাঁটাই করেছে বিসিসিআই। রাতের দিকে নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড় জমানার একমাত্র সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে গম্ভীরের সংসারে রয়ে গিয়েছিলেন টি দিলীপ। এবার তাঁকেও সরতে হচ্ছে। ফলে আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে কোচ গম্ভীরের সাপোর্ট স্টাফ দল সম্পূর্ণভাবে বদলে যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, ৪ অগাস্ট টিম ইন্ডিয়া কলম্বো রওনা হওয়ার আগেই গম্ভীরের নয়া সাপোর্ট স্টাফদের নাম ঘোষণা হয়ে যাবে। যেখানে ফিল্ডিং কোচ হিসেবে অসমের প্রাক্তন ক্রিকেটার শুভদীপ ঘোষকে দেখা যেতে পারে।

ছাঁটাই ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ

অতীতে ক্রিকেটার ও কোচ, দুই ভূমিকাতেই কেকেআরে ছিলেন রায়ান টেন। সেই সুবাদেই টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। সময়ের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব অনেকটা পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল। তাই ২০২৪ সালে গম্ভীর যখন ভারতীয় দলের কোচ হন, তখন প্রিয় বন্ধুকে তাঁর সহকারী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এহেন রায়ান টেন এখন ভারতীয় দলের সঙ্গে আর থাকতে চাইছেন না। জানা গিয়েছে, কোচ গম্ভীর ও ভারতীয় বোর্ডকে নিজের ইচ্ছার কথা জানানোর পাশে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন তিনি। রায়ানের আর এক বন্ধু অভিষেক নায়ার এখন কেকেআরের কোচ। অভিষেক নিজেও তাঁর সাপোর্ট স্টাফ দলে রায়ান টেনকে চাইছেন বলে খবর। যদিও ভারত ছেড়ে রায়ান টেন কেকেআরের পথ ধরলেও সরকারিভাবে এখনও মুখ বন্ধ সব পক্ষেরই।

একান্ত সাক্ষাৎকারে সারাংশ জৈন

'বাবার চিঠি-চান্দু স্যারের পরামর্শেই বাজিমাত'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ জুলাই : একটি চিঠি ও কিছু পরামর্শ!

এই দুইটিতেই বাজিমাত সারাংশ জৈনের। বয়স এখন ৩৩। দীর্ঘসময় ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন মধ্যপ্রদেশের হয়ে। রনজি ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করার পরও ভারতীয় দলের দরজাটা খুলছিল না।

কেরিয়ারের চাকা ঘোরার শুরুটা হয় বছর কয়েক আগে। সারাংশের বাবা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুবোধ জৈন আচমকাই ক্যানসার আক্রান্ত হন। গলায় ক্যানসার ধরা পড়ার পর হয় অস্ত্রোপচার। বন্ধ হয়ে যায় স্বাভাবিক কথা বলা। বাবার সঙ্গে শুরু হয় মেসেজ ও চিঠির মাধ্যমে কথোপথন। সেই সময় সারাংশের বাবা সুবোধ ছেলেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে ছেলে সারাংশের উদ্দেশ্যে বাবা সুবোধ লিখেছিলেন, 'তুমি ক্রিকেটে নিয়মিতভাবে আরও ভালো পারফর্ম করলে আমি সুস্থ হয়ে উঠব দ্রুত।'

বাকিটা এখন ইতিহাস।

ঠিক একইভাবে ২০২০ সালে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত মধ্যপ্রদেশ দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর সারাংশের সঙ্গে আলাদা ক্লাস করেছিলেন। বুঝিয়েছিলেন, ক্রিকেটে সফল হতে গেলে পরিশ্রমের পাশে শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তা। মন দিয়ে বাধ্য ছাত্রের মতো সব শুনেছিলেন সারাংশ। চান্দু স্যারের পরামর্শ তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারকে ঠিক কতটা প্রভাবিত করেছে, আজ ভারতীয় টেস্ট দলে প্রথমবার সুযোগ পাওয়ার পর অনুভব করছেন সারাংশ।

সম্ভাবনা ছিলই। সকালের দিকে শ্রীলঙ্কা সফরের দল ঘোষণার পর থেকেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের জোয়ারে ভাসছেন সারাংশ। তার মধ্যেই দুপুরের দিকে সারাংশের সঙ্গে যখন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হল, ইন্দোরের বাড়িতে তখন উৎসবের পরিবেশ। তার মধ্যেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সময় দিলেন সারাংশ।

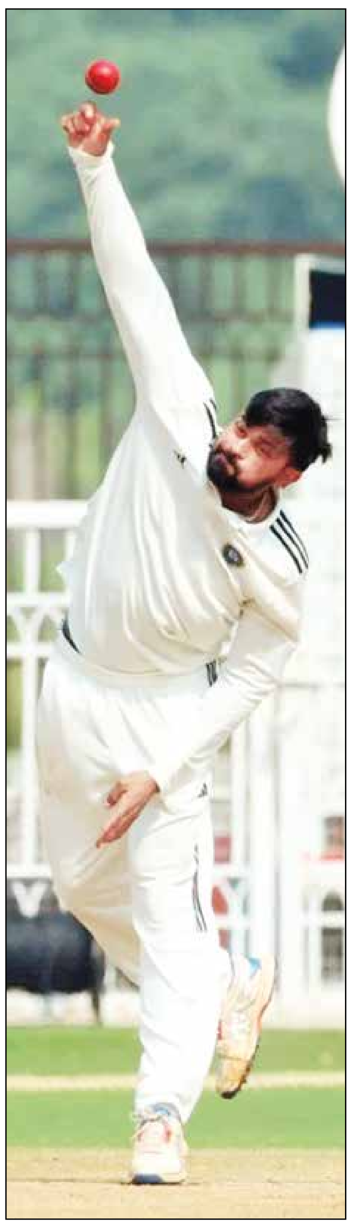

অফ স্পিন বোলিংয়ে শুভমান গিলকে ভরসা দিতে পারেন সারাংশ।

স্বপ্নপূরণ

বলতে পারেন। তবে পুরোটা হয়নি এখনও। টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে সুযোগ এলে তখন স্বপ্নপূরণের প্রথম পর্ব শেষ হবে। আর তারপরই শুরু হবে মূল লড়াইটা।

কীসের লড়াই

শ্রীলঙ্কায় প্রথম একাদশে সুযোগ পাব কি না, জানি না। কিন্তু সুযোগ এলে পারফর্ম করে দলে জায়গা ধরে রাখার যুদ্ধটা শুরু হবে। ওটাই আসল কথা। আমার ক্রিকেটার বাবার থেকে সেটাই জেনে এসেছি বরাবর।

বাবারও স্বপ্নপূরণ

ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বাবা ঠিকভাবে কথা বলতে পারেন না এখনও। চিঠি ও মেসেজের মাধ্যমে আমরা কথা বলি। বাবার থেকে সবসময় পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা পাই। বাবা বলেছেন, এখন বেশি কথা নয়। কাজের সময়। মাঠে আরও ভালো পারফর্ম করার সময়।

চান্দু স্যর

আমার ক্রিকেট জীবনে অনেকের পরামর্শ পেয়েছি। কিন্তু বাবার পর যদি কারও পরামর্শ আমার ক্রিকেট জীবন বদলে দিয়ে থাকে, তাহলে উনি চান্দু স্যর। মধ্যপ্রদেশ দলে আমায় সুযোগ দিয়েছিলেন উনি। আমি কৃতজ্ঞ ওঁর কাছে।

বিশেষ কারও শুভেচ্ছাবার্তা

অনেকেই মেসেজ করেছেন। ফোনও করেছেন। সবার সঙ্গে কথা বলে উঠতে পারিনি এখনও। সব মেসেজের জবাবও দেওয়া হয়নি।

হরভজনের সঙ্গে ক্লাস

কয়েক মাস আগে ভাজ্জি স্যরের সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে দীর্ঘসময় কাটানোর সুযোগ হয়েছিল। অনেক পরামর্শ পেয়েছি। সেসব এবার কাজে লাগাতে হবে। দেখা যাক সামনে কী অপেক্ষা করে রয়েছে আমার জন্য।

ভারত 'এ' দলের হয়ে শ্রীলঙ্কা সফর

দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা আমার জন্য। শ্রীলঙ্কার পিচ অনেকটাই ভারতের মতো। 'এ' দলের হয়ে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। জাতীয় দলের প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে চেষ্টা করব ব্যাটে-বলে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে।

হরভজনের গুরুমন্ত্রেই জাতীয় দলের হার্ডল পার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : শরীরে মারণরোগ ক্যানসার।

যদিও চাননি সেই কথা ছেলের কান পর্যন্ত পৌঁছোক। বেশিদিন অবশ্য লুকিয়ে রাখতে পারেননি। শেষপর্যন্ত ক্যানসারকেই হাতিয়ার করেছিলেন ছেলেকে স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে দিতে! বলেছিলেন, 'তুই যত ভালো খেলবি, তত তাড়াতাড়ি আমি সেরে উঠব।' বাবার যে প্রত্যাশা মেটানোর তাগিদ বদলে দেয় ভারতীয় টেস্ট দলে নবাগত সদস্য সারাংশ জৈনের কেরিয়ার।

৩৩ বছর বয়সে প্রথমবার ভারতীয় দলে ডাক। শ্রীলঙ্কাগামী টেস্ট দলে সারাংশের ডাক পাওয়ার পর জৈন পরিবারের এমনই মর্মস্পর্শী কাহিনী সামনে এসেছে। খুশির দিনে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনে ভাসলেন বাবা সুবোধ জৈন। বলেছেন, 'আমার মুখ খুব ফুলে যায় অস্ত্রোপচারের পর। কথা বলতে পারতাম না। ওই অবস্থায় আমাকে দেখার পর ভেঙে পড়ে সারাংশ। ওকে লিখে জানাই, তুই যত ভালো খেলবি, তত তাড়াতাড়ি আমি সেরে উঠব। অবশেষে সেই স্বপ্নের দিন।'

ছেলের যে প্রাপ্তি শারীরিক সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের হয়ে নিজেও খেলেছেন অফস্পিনার হিসেবে। কিন্তু ছেলের হাত ধরে জাতীয় দলের স্বপ্নপূরণ। বলেছেন, 'আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আমি রনজি ট্রফি খেলেছি মধ্যপ্রদেশের হয়ে। কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আজ ছেলে আমার স্বপ্নটা পূরণ করল।'

> ৩৩ বছর বয়স হলেও স্পিনার হিসেবে এই বয়সটা বেশি নয়। ঘরোয়া ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা ওর শক্তি। ভালো লাগছে ওর সঙ্গে ৪-৫ দিন কাজ করতে পেরে।
>
> -হরভজন সিং

রবিচন্দ্রন অশ্বীন ও হরভজন সিংয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাবার কথায়, 'শুরুটা যখন করে তখন আমি ওর আদর্শ ছিলাম। পরে অশ্বীনের ভিডিও দেখে দেখে শেখার চেষ্টা করত সারাংশ। আমি নিজে রনজি প্লেয়ারদের কোচিং করিয়েছি, সারাংশকেও। ছোট থেকে মনে হত, ও একদিন দেশের হয়ে খেলবে। ছাত্র এবং পুত্র-গর্ব তো হবেই।'

সারাংশ জৈনকে পরিশ্রম করে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন হরভজন সিং।

সারাংশের প্রতিভা প্রথম ঝলকেই চিনে নিয়েছিল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের জহুরির চোখ। বুঝে গিয়েছিলেন লম্বা রেসের ঘোড়া। আর পিছন থেকে ছেলেকে সর্বক্ষণ উৎসাহ জুগিয়েছেন বাবা সুবোধও। এখনও হোলকার স্টেডিয়ামে মধ্যপ্রদেশের খেলা থাকলে মাঠে যান। শরীরের কারণে বেশিক্ষণ থাকতে না পারলেও ছেলেকে উৎসাহ দিয়ে আসেন। শ্রীলঙ্কাগামী বিমানে পা রাখার আগে ছেলের জন্য বাবার একটাই পরামর্শ, 'সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা দিস। কোন ওচাপ নিবি না।'

আবেগতারিত হরভজনও। বলেছেন, 'অত্যন্ত সাদাসিধে ছেলে। কিন্তু জানে কী করতে হবে।' কিছুদিন সারাংশের সঙ্গে কাজ করেছেন। বোলিংয়ের পাশাপাশি জীবনের বড় একটা শিক্ষা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'কিছু পাওয়ার জন্য কিছু হারানোর দরকার নেই। দরকার পরিশ্রম।' সারাংশের মতে, 'এই কথাগুলি শুধু শব্দ নয়, গভীরভাবে আমি অনুভব করি। সারাজীবন সঙ্গে থেকে যাবে যা।'

২০২৫-'২৬ রনজি ট্রফিতে ৫১৮ রান করেন সাত ম্যাচে। গড় ৫৭.৫৫। ঝোলায় ৩০ উইকেট। মধ্যপ্রদেশের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক। যথার্থ অর্থেই বোলিং অলরাউন্ডার। বয়স নয়, দক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়ায় খুশি হরভজন বলেছেন, '৩৩ বছর বয়স হলেও স্পিনার হিসেবে এই বয়সটা বেশি নয়। ঘরোয়া ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা ওর শক্তি। ভালো লাগছে ওর সঙ্গে ৪-৫ দিন কাজ করতে পেরে।'

ইতালির নতুন কোচ মানচিনি

রোম, ২৮ জুলাই : টানা তিনবার বিশ্বকাপ খেলতে পারেনি ইতালি। দায়িত্ব নেওয়ার ১৬ দিনের মাথায় টেকনিকাল ডিরেক্টরের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কিংবদন্তি পাওলো মালদিনি। ইতালিয়ান ফুটবলের নিত্যনতুন ডামাডোলের মধ্যে অবশেষে ভালো খবর এল। আজুরিদের নতুন কোচ হলেন ইতালিকে শেষবার ইউরো কাপে চ্যাম্পিয়ন করা রবার্তো মানচিনি। আর মালদিনির পদে এসেছেন লেস্টার সিটির প্রাক্তন কোচ ক্লদিও রেনিয়ারি।

মানচিনির নাম ঘোষণা করে ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট জিওভান্নি মালাগো বলেছেন, 'মানচিনি আমাদের নতুন কোচ। আমি বিশ্বাস করি, সেরা লোকটাই ইতালির দায়িত্ব নিল।' রেনিয়ারির প্রসঙ্গে মালাগোর বক্তব্য, 'আমি এমন একজনকে টেকনিকাল ডিরেক্টর হিসেবে চাইছিলাম, যার সঙ্গে কোচ নিয়োগের ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারি। রেনিয়ারির পরামর্শেই মানচিনিকে কোচের পদে নেওয়া হয়েছে। ফলে ইতালির ফুটবল নতুন কোচ ও টেকনিকাল ডিরেক্টর পেয়ে গেল।'

পদত্যাগ করলেন মালদিনি

দেশের ফুটবলের হাল ফেরাতে মালদিনির শরণাপন্ন হয়েছিল ইতালির ফুটবল সংস্থা। তাঁকে টেকনিকাল ডিরেক্টর করা হয়। পরামর্শদাতা হিসেবে আনা হয়েছিল প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান লিওনার্দোকে। মালদিনিদের প্রথম লক্ষ্য ছিল জাতীয় দলের জন্য নয়া কোচ খুঁজে আনা। প্রথম প্রস্তাব দেওয়া হয় পেপ গুয়ার্দিওলাকে। কিন্তু স্প্যানিশ কোচ দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিলেন না। এরপর মালদিনিদের পছন্দ ছিলেন আন্দ্রে পিরলো। কিন্তু প্রাক্তন মিডিওকে নিয়ে শুরু হয় অন্য বিতর্ক। একটি রাশিয়ান সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছিলেন পিরলো। তা নিয়ে দেশে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। সোমবার পিরলো নিজেই জানান, জাতীয় দলের কোচের দৌড়ে তিনি নেই। প্রাক্তন সতীর্থকে কোচ করতে না পেরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের দায়িত্ব ছাড়লেন মালদিনি। সেইসঙ্গে লিওনার্দোও পদত্যাগ করেছেন। শেষপর্যন্ত যাবতীয় ধাক্কা সরিয়ে মানচিনি-রেনিয়ারি জুটির হাত ধরে নতুন শুরুর অপেক্ষায় ইতালি।

অভিষেকের বদলে সঞ্জু, দাবি শ্রীকান্তের

বুমরাহ-কৃষ্ণা জুটিতে আস্থা ম্যাকগ্রাথের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই : মহম্মদ সিরাজ নয়, জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং পার্টনার হিসেবে প্রসিধ কৃষ্ণাকে পছন্দ গ্লেন ম্যাকগ্রাথের। কিংবদন্তি অজি পেসারের বিশ্বাস, লাইন-লেংথে আরও নিখুঁত হতে পারলে বুমরাহ-প্রসিধ জুটি দীর্ঘদিন ভরসা জোগাবে ভারতীয় পেস ব্রিগেডকে।

ম্যাকগ্রাথ বলেছেন, 'আমি প্রসিধের বড় ভক্ত। লেংথ ঠিক করে নিতে পারলে ওর সামনে বিশাল সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। পরিণত মস্তিষ্ক। লম্বা। বাউন্সের সঙ্গে গতিটাও বেশ ভালো। শুধু দরকার লেংথে আরও মুনশিয়ানা দেখানোর। মাঝেমধ্যে একটু বেশি শর্ট বল করে ফেলে। এটুকু বাদ দিলে টোটাল প্যাকেজ প্রসিধ। ক্রমশ উন্নতি করছে। তার প্রতিফলন দেখতে পারছি প্রসিধের পারফরমেন্সেও।'

এদিন শ্রীলঙ্কা সফরের ঘোষিত দলে মহম্মদ সিরাজ, বুমরাহর সঙ্গে রয়েছেন প্রসিধও। তবে ম্যাকগ্রাথের ইচ্ছে পূরণ হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে জোড়া কারণে। এক, ফিটনেস নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে বুমরাহ। ম্যাচ ফিট হলেই শ্রীলঙ্কাগামী বিমান ধরবেন। দুই, বুমরাহ ফিট হয়ে উঠলেও নতুন বলে সিরাজ-বুমরাহ নাকি বুমরাহ-প্রসিধ গুরুত্ব পাবে, গম্ভীরদের ভাবনায় কী রয়েছে বলা মুশকিল।

> আমি প্রসিধের বড় ভক্ত। লেংথ ঠিক করে নিতে পারলে ওর সামনে বিশাল সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। পরিণত মস্তিষ্ক। লম্বা। বাউন্সের সঙ্গে গতিটাও বেশ ভালো।
>
> -গ্লেন ম্যাকগ্রাথ

এদিকে, অভিষেক শর্মাকে নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। দাবি তুললেন, বাঁহাতি ওপেনারকে বাদ দিয়ে সঞ্জু স্যামসনকে টি২০ দলে ফেরানোর। শ্রীকান্ত বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিপক্ষ বোলারের কাছে বারবার ধরা পড়ে যাচ্ছে অভিষেক। বিশ্বকাপ থেকে এটা দেখা যাচ্ছে। আমার মতে, এবার ওকে নিয়ে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। আমার বিশ্বাস, ফের সঞ্জু সুযোগ পাবে। ১০০ ভাগ নিশ্চিত ও ভারতীয় টি২০ দলে ফিরবে। নির্বাচকরা দ্রুত অভিষেককে নিয়ে সাহসী সিদ্ধান্ত নেবে।'

ভারতীয় দলের তরুণ পেস ব্রিগেডের পারফরমেন্স নিয়ে খুশি ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ওপেনার। প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীকান্ত বলেছেন, 'তিন ম্যাচেই খেলল মায়াঙ্ক যাদব। ওকে দেখে ভালো লাগল। গোটা সিরিজে দারুণ ধারাবাহিকতা দেখাল। মায়াঙ্কদের মতো প্রতিভার উপস্থিতিতে ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত। টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের উচিত সঠিক প্রতিভা বেছে তাদের পাশে থাকা। একই কথা প্রযোজ্য অশোক শর্মার ক্ষেত্রেও।'

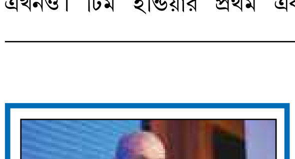

ফ্রান্সের দায়িত্ব নিলেন জিদান

প্যারিস, ২৮ জুলাই : জল্পনাটা বহুদিনের। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নিলেন জিনেদিন জিদান। অনেক আগেই দিদিয়ের দেশঁ জানিয়েছিলেন ২০২৬ বিশ্বকাপের পরই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবেন। ২০১২ সাল থেকে দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁর প্রশিক্ষণেই দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ফরাসিরা।

জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপ শুরুর আগেই ফরাসি ফুটবল সংস্থার সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়। ২০১৬ থেকে ২০২১, এর মধ্যে দুই দফায় রিয়াল মাদ্রিদের কোচ ছিলেন জিদান। টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। ২০২১ সালে রিয়ালের দায়িত্ব ছাড়ার পর আর কোথাও কাজ করেননি। একাধিকবার ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। ফরাসি জাতীয় দলের কোচ হিসেবে উয়েফা নেশনস লিগেই প্রথমবার ডাগআউটে দেখা যাবে তাঁকে।

ইস্টবেঙ্গলের ভারত গৌরব অর্থনীতিবিদ ও গায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাই : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভারত গৌরব পুরস্কার পাচ্ছেন অর্থনীতিবিদ ডঃ সঞ্জীব সান্যাল ও সুরকার ও গায়ক প্রীতম চক্রবর্তী। সেরা ফুটবলার হচ্ছেন আনোয়ার আলি ও সাথী দেবনাথ এবং সেরা উদীয়মান এডমুন্ড লালরিনডিকা।

বিকেলে মূল অনুষ্ঠান নজরুল মঞ্চে। বিশেষ অতিথি হয়ে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। এবার কোনও ক্রীড়াব্যক্তিত্ব নয়, ভারত গৌরব দেওয়া হচ্ছে সমাজের অন্য জগতের বিশিষ্ট দুই মানুষকে। এছাড়া নসা সেন জীবনকৃতি দেওয়া হচ্ছে ১৯৮৫ সালের অধিনায়ক বলাই মুখোপাধ্যায়কে। ১৯৮৬ সালের অধিনায়ক তরুণ দে পাচ্ছেন ব্যোমকেশ বসু নামাঙ্কিত জীবনকৃতি সম্মান। দুই সেরা রেফারি হিসাবে সম্মানিত করা হবে ভোলানাথ দত্ত ও পীযূষ রায়কে। মহিলা ও পুরুষ বিভাগে সেরা ফুটবলার হচ্ছেন সাথী ও আনোয়ার। সেরা কোচ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে বিনো জর্জকে। বর্ষসেরা ক্রিকেটার হলেন ঋতম পোড়েল। এবার সেরা সমর্থক হিসাবে চারজন পুরস্কৃত হবেন। যার মধ্যে আছেন বিখ্যাত গায়ক মনোময় ভট্টাচার্য ও ছোট্ট সমর্থক ঋজু দাস। বাকি দুইজন হলেন কল্পনা চক্রবর্তী ও শ্যামল মজুমদার। প্রাইড অফ বেঙ্গলের পুরস্কার দেওয়া হবে মহিলা দলের তারকা সুলঞ্জনা রাউলকে। এছাড়া আরও দুটি নতুন পুরস্কার এবার দেওয়া হচ্ছে। সুপার অ্যাচিভার পুরস্কার পাচ্ছেন প্রখ্যাত অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও এক্সেলেন্স ইন মুভি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব সচিব রূপক সাহা ও অন্যতম কর্তা দেবব্রত সরকারকে আসন্ন এএফসি কাপের জন্য ফুটবল দলের নাম পরিবর্তন ও লাইসেন্সিং নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁরা জানান, গোটা বিষয়টি নিয়ে কাজ চলছে। প্রসঙ্গত, এখনও ক্লাবের লাইসেন্সিং আগের বিনিয়োগকারী ইমামির কাছে রয়েছে।

সেরা ফুটবলার আনোয়ার-সাথী

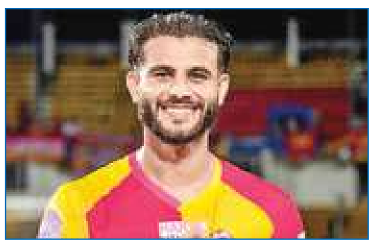

ইতিহাস গড়ে সোনা শর্মিলার

সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের পতাকা নিয়ে উৎসবে শর্মিলা ধনকর (বাঁয়ে) ও শিল্পা সাইনা। গ্লাসগোতে।

গ্লাসগো, ২৮ জুলাই : জ্ঞানেশ্বরী যাদবের হাত ধরে শুরুটা হয়েছিল। তারপর বিন্দ্যারানি দেবী, শর্মিলা ধনকর, সর্বেশ কুশারে, ভাল্লুরি অজয় বাবু ও শিল্পা সাইলা পোডিয়ামে জায়গা পাওয়ায় সোমবার চলতি কমনওয়েলথ গেমস থেকে ভারতের ঘরে ছয়টি পদক এল। যা এবারের আসরে একদিনে ভারতের সেরা পারফরমেন্স। আর এই হাফডজন পদকের মাঝে ইতিহাস গড়ে সোনা জিতলেন ৪০ বছরের শর্মিলা ধনকর। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে মহিলাদের শটপাটে এফ৫৭ ক্যাটিগোরিতে ৯.৮১ মিটার ছুড়ে সোনালি পদক গলায় ঝোলান তিনি। প্রথম ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথের প্যারা অ্যাথলেটিক্সে সোনা জিতে ইতিহাসে নাম তুললেন শর্মিলা।

হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে জন্ম শর্মিলার ২ বছর বয়সে পোলিও ধরা পড়ে। যার জেরে বাঁ পা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভাবের সংসারে মাত্র ১৯ বছর বয়সে শর্মিলাকে তাঁর বাবা-মা বিয়ে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিয়ের পর প্রতিনিয়ত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে শর্মিলাকে। মাত্রা বাড়ে শর্মিলা যমজ কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায়। সোনা জিতে শর্মিলা বলেছেন, 'একদিন রাত ১১টা থেকে ৩ পর্যন্ত স্বামী মারধর করেছিল। সেই রাতেই দুই মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসি। আর কখনও ফেরত যাইনি।'

শর্মিলার জীবনটা বদলে যায় দ্বিতীয় বিয়ের পর। বর্তমান স্বামী অজিত সিংয়ের হাত ধরেই ৩৪ বছর বয়সে প্যারা স্পোর্টসে আসেন শর্মিলা। সেখানে তিনি কোচ হিসেবে দেবেন্দ্র ও টেক চাঁদকে। তাঁদের কোচিংয়ে ২০২১ সালে প্যারা ন্যাশনালে জাতীয় রেকর্ড গড়ে সোনা জয়ের পর আর শর্মিলাকে পিছনে তাকাতে হয়নি। ২০২২ সালের বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমস ও ২০২৩-এর এশিয়ান প্যারা গেমসে চতুর্থ হন তিনি। চলতি বছরে দুবাইয়ে ফাজা ইন্টারন্যাশনালে শটপাটে সোনা ও ডিসকাস থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ জয়ের আত্মবিশ্বাস এদিন শর্মিলার পারফরমেন্সে ফুটে উঠেছিল।

২০০৬ সালে শেষ ভারতীয় হিসেবে কমনওয়েলথে প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পদক পেয়েছিলেন রণজিত কুমার জয়াশীলান। ২০ বছরের পদক খরা কাটানোর তৃপ্তি নিয়ে শর্মিলা বলেছেন, 'খেলাধুলো আমাকে দ্বিতীয় জন্ম দিয়েছে। কমনওয়েলথে সোনা জিতলাম। এশিয়াডে পদক পেলে নিজের জন্য একটা বাড়ি কিনব।'

প্যারা অ্যাথলেটিক্স থেকে ভারতকে দ্বিতীয় ভালো খবর এনে দেন শিল্পা। যদিও ৩৭ বছরের শিল্পার পদক খুব সহজে আসেনি। মহিলাদের শটপাটে এফ৫৭ ক্যাটিগোরিতে ব্যক্তিগত সেরা ৭.২৬ মিটার ছুড়ে পদক বন্ধনীর মধ্যেই ছিলেন শিল্পা। কিন্তু নাইজেরিয়ার এউচারিয়া লিয়াজি ৮.১৯ মিটার ছুড়ে শিল্পার পদকের স্বপ্নকে বিবর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে ভারতের প্রতিবাদের জেরে লিয়াজির থ্রো রিভিউ করে বাতিল করেন অফিশিয়ালরা। যার জেরে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করে ফেলেন শিল্পা।

নজির গড়েছেন মহারাষ্ট্রের সর্বেশও। কমনওয়েলথে প্রথম ভারতীয় হিসেবে পুরুষদের হাই জাম্পে রুপো জেতেন তিনি। জাতীয় রেকর্ডধারী ৩১ বছরের সর্বেশ সোমবার রাতে প্রথম দুই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও শেষপর্যন্ত ২.২৫ মিটার লাফিয়ে পোডিয়ামের দ্বিতীয় স্থান দখল করেন। এই ইভেন্টে আদর্শ রাম ২.১৫ মিটার লাফিয়ে পঞ্চম হন। সর্বেশের আগে তেজস্বীন শংকর প্রথম ভারতীয় যিনি কমনওয়েলথে হাইজাম্পে পদক জিতেছিলেন। কিন্তু এদিন তেজস্বীন প্রথম প্রচেষ্টায় ২.০৫ মিটার লাফাতে ব্যর্থ হওয়ার পর হাঁটুর চোটে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান।

পদক জিতে বাবাকে ছুঁলেন অজয়

রুপোর পদক গলায় নিয়ে ভারোত্তোলক ভাল্লুরি অজয় বাবু।

২০১০ সালে নয়াদিল্লি কমনওয়েলথে ভারোত্তোলনে পুরুষদের ৫৬ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন শ্রীনিবাস রাও। তাঁর দেখানো পথেই ১৬ বছর পর ৩৩০ কেজি ওজন তুলে রুপো জিতলেন ছেলে ভাল্লুরি অজয় বাবু। গ্লাসগোতে আসার আগে বাবাকে অজয় কথা দিয়েছিলেন, দেশের জন্য সোনা নিয়ে আসবেন। এদিন পুরুষদের ৭৯ কেজি ওজন বিভাগে মাত্র ১ কেজির জন্য সোনা মিস করেন অজয়। স্ন্যাচে ১৪৫ কেজি দিয়ে শুরু করার পর তৃতীয় প্রচেষ্টায় ২১ বছরের অজয় ১৪৯ কেজি তোলেন। যা অন্ধ্রপ্রদেশের অজয়কে শীর্ষে রেখেছিল। সোনাজয়ী মালয়েশিয়ার এরি হিদায়ত মুহাম্মদ ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১৮১ কেজি তুলে অজয়ের উপর চাপ বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় প্রচেষ্টায় অজয় ১৮১ কেজিই তোলেন। তবে নিজের শেষ প্রয়াসে মুহাম্মদ (মোট ৩৩১ কেজি) ১৮৪ কেজি তুলে ফেলায় রুপো নিয়েই অজয়কে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ভারোত্তোলনে ভারতের রুপো জয়ের ধারা বজায় ছিল মঙ্গলবারও। মহিলাদের ৬৯ কেজি বিভাগে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন হরজিন্দার কাউর। স্ন্যাচে তিনি ১০১ কেজি তোলার পর ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১২৬ কেজি তুলে সোনার আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু কানাডার শার্লট সিমোনিউ ক্লিন অ্যান্ড জার্কে কমনওয়েলথ গেমস রেকর্ড গড়ে ১৩০ কেজি ওজন তুলে তাঁকে পেছনে ফেলে দেন। সবমিলিয়ে ২৪০ কেজি তুলে শার্লট সোনার দখল নিলেন।

মঙ্গলবার সুখবর এসেছে বক্সিং রিং থেকেও। মহিলাদের ৫৪ ও ৬০ কেজি ওজন বিভাগে সেমিফাইনালে উঠে পদক নিশ্চিত করে ফেলেছেন প্রীতি পাওয়ার ও প্রিয়া ঘাঙ্ঘাস। প্রীতি সহজেই নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের নিকোলে ক্লাইডকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে দেন। তবে স্কটল্যান্ডের নিয়ামা মিচেলের বিরুদ্ধে প্রিয়া প্রথম রাউন্ডে ১-৪ ব্যবধানে হেরে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে একই ফলে জিতে ঘুরে দাঁড়ানোর পর প্রিয়া তৃতীয় রাউন্ডে আধিপত্য দেখিয়ে ম্যাচ নিজের দখলে করে নেন।

কমনওয়েলথে হাই জাম্পে প্রথম ভারতীয় হিসেবে রুপো জিতলেন সর্বেশ কুশারে (বাঁয়ে)। মঙ্গলবার ভারোত্তোলনে রুপো জিতে হরজিন্দার কাউর।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	৩১	১৪	২৩
২	কানাডা	১১	৮	১১
৩	ইংল্যান্ড	১০	১৭	১৩
৪	স্কটল্যান্ড	৭	৪	৩
৮	ভারত	২	৬	৩

দাদাই দ্বিতীয় বাবা ঋষিকান্তর

গ্লাসগো, ২৮ জুলাই : রাজস্থানের বাড়মেই জেলার উত্তরলাই গ্রাম থেকে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরের দূরত্ব প্রায় ৭ হাজার কিলোমিটার। কিন্তু মুঠোফোনের দৌলতে সেই দূরত্বটা এখন কিছুই না।

এই মুহূর্তে গ্লাসগো শহরে চলছে কমনওয়েলথ গেমসের আসর। কিন্তু ভারতের অখ্যাত গ্রাম উত্তরলাইয়ের সঙ্গে কমনওয়েলথ গেমসের কি সম্পর্ক? কারণ, এই গ্রামেই বর্তমানে থাকেন কমনওয়েলথ গেমসের রুপোজয়ী ভারোত্তোলক চানামবাম ঋষিকান্ত সিংয়ের বাবা ইরাবাত সিং চানামবাম।

রবিবার পুরুষদের ৬০ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছেন ঋষিকান্ত। সুদূর রাজস্থানে থেকে মোবাইলে বসে ছেলের পারফরমেন্স দেখেছেন ইরাবাত। বর্তমানে তিনি ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য নিজের রাজ্য মণিপুর ছেড়ে বর্তমানে রাজস্থানে রয়েছেন তিনি। যোধপুর এইমসের অধীনে চিকিৎসা চলছে ইরাবাতের। রবিবার গ্লাসগোতে পদক জিতলেও ঋষিকান্তের মন পড়েছিল রাজস্থানে। বাবার কথা মাথায় নিয়েই পদক জয়ের লড়াইতে নেমেছিলেন। পরে এক সাক্ষাৎকারে ঋষিকান্ত বলেছেন, 'আমি সবসময় বাবাকে হাসিখুশিতে রাখার চেষ্টা করি। কারণ ওঁর সঙ্গে খুব বেশি সময় কাটানোর আমার হয় না।'

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উত্থান ঋষিকান্তের। আর্থিক চাপের সঙ্গে সবসময় লড়াই করতে হয়েছে। বাবা-মা দুইজনেই দিনমজুরের কাজ করতেন। বাবা পাশাপাশি ট্যাক্সিও চালাতেন। আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ঋষিকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে ছোটবেলায় দিনমজুরের কাজ করেছেন। পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় দাদা অমরজিৎ সিং চাকরি পাওয়ার পর। ভাইকে সবরকম সাহায্য অণরজিৎ করে গিয়েছেন। তাই দাদাকে নিজের 'দ্বিতীয় বাবা' বলেই মনে করেন ঋষিকান্ত। তাঁর কথায়, 'আমার দাদা আমার কাছে দ্বিতীয় বাবা। একটা সময় আমি বেকার ছিলাম। সেই সময় ট্রেনিংয়ের সকল খরচ দাদাই চালিয়েছে। আমি আজ এতদূর আসতে পেরেছি স্রেফ দাদার জন্য।'

একটা সময় ডিঙ্কো সিংকে দেখে বক্সার হতে চেয়েছিলেন ঋষিকান্ত। অনুশীলনও শুরু করেছিলেন তিনি। পরে সিদ্ধান্ত বদলে ভারোত্তোলনে নাম লেখান ঋষিকান্ত। বাকিটা ইতিহাস। কমনওয়েলথ গেমসে অল্পের জন্য সোনা জয় হয়নি। তবে অলিম্পিকে পদকের রং বদলানোই লক্ষ্য ঋষিকান্তের।

পুরুষদের ৬০ কেজি ওজন বিভাগ থেকে ভারোত্তোলনে রুপো এনে দেন চানামবাম ঋষিকান্ত সিং।

শ্রীলঙ্কায় জেলবন্দি ভারতীয় বিশ্বজয়ী

কলম্বো, ২৮ জুলাই : ম্যাচ গড়াপেটার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বেশ কিছুদিন আগে। এখনও বন্দিদশা কাটেনি ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী মনজ্যোৎ কালরার। শ্রীলঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ। একাধিক ক্রিকেটারকে অর্থের টোপ দিয়ে অবৈধ কাজের প্ররোচনা দেওয়ার প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে আপাতত দ্বীপরাষ্ট্রে জেলবন্দি রয়েছেন শুভমান গিলদের প্রাক্তন সতীর্থ। আদালতের কাছে মুক্তির আবেদন করলেও তা খারিজ হয়েছে। ফলস্বরূপ কম করে ৩১ জুলাই পর্যন্ত জেলেই কাটাতে হবে। শ্রীলঙ্কা লিগের দল জাফনা কিংসের অন্যতম কর্ণধার মনজ্যোতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দলের ক্রিকেটার ভানুকা রাজাপাক্ষে, আবিষ্কা ফার্নান্ডো, দুনিথ ওয়েল্লালাগেকে গড়াপেটার প্রলোভন দেখান।

শোক সংবাদ

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু,
বিরহদহন লাগে, তবুও শান্তি,
তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।

শ্রী জীবন কুমার দে'র

প্রয়াণে আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি সেই মানুষটিকে যাঁর আদর্শ, দূরদৃষ্টি ও নিষ্ঠার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল আমাদের সমস্ত আত্মপরিচয়।
(০৭-০৬-১৯৩৬ TO ১৭-০৭-২০২৬) এই বিশেষ দিনে তাঁকে জানাই আমাদের অন্তহীন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।
- অঞ্জলী লজ

উত্তপ্ত লিগের ম্যাচে তিন পয়েন্ট বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (সুহেল)
ইউনাইটেড কলকাতা-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাই : কলকাতা ফুটবল লিগে ঘটনাবহুল ম্যাচ। তবে ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিটে যত না ঘটনা ঘটল তার চেয়েও বেশি নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হল শেষ বাঁশি বাজার পর।

মঙ্গলবার লিগের ম্যাচে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবকে ১-০ গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শুরুতেই সবুজ-মেরুনের গোগোচা চুংখামের গোল অফসাইডে বাতিল হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেদের বক্সে ইউনাইটেড কলকাতার এক ফুটবলারের হাতে বল লাগলেও তা সম্ভবত রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। এরপর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। রেফারির একাধিক সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে মোহনবাগান। এরইমধ্যে ৪৩ মিনিটে সুহেল আহমেদ বাটের গোল। প্রতিআক্রমণের সময় বাঁ দিক থেকে গতি বাড়িয়ে উঠে আসেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর থ্রু ডান পায়ের টোকায় জালে পাঠান সুহেল।

দ্বিতীয়ার্ধে দৃষ্টিকটূভাবে সেই সুহেলেরই একেরপর এক সুযোগ নষ্ট দেখে বেশ হতাশ দেখাল ভিআইপি বক্সে থাকা সবুজ-মেরুন সিনিয়ার দলের কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসকে। ৬১ মিনিটে রোহিতের সেন্টার ফাঁকায় পেয়েও হেডার লক্ষ্যে রাখতে ব্যর্থ হন সুহেল। ৬৮ মিনিটে ফের ৬ গজ বক্সে অরক্ষিত অবস্থায় বল পেলেও চলতি বলে তাঁর শট মারার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৮২ মিনিটে ইউনাইটেডকে পেনাল্টি উপহার দেন বাগান গোলকিপার জাহিদ হুসেন বুখারি। যদিও স্পটকিক লক্ষ্যে রাখতে পারেননি বিদ্যাসাগর সিং। ৮৭ মিনিটে সায়নকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ইউনাইটেডের অমিত টুডু। ৯৫ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন জবি জাস্টিন। এরপরই সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করতে দেখা যায় জবিকে। উত্তপ্ত হয় পরিস্থিতি। ম্যাচ শেষ হতেই রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে মোহনবাগান মাঠ। তর্ক-বিতর্ক থেকে পরিস্থিতি হাতাহাতিতে গড়ায়। শেষমেশ পুলিশি প্রহরায় মাঠ ছাড়েন ইউনাইটেড কলকাতার ফুটবলার ও রেফারিরা।

এদিন দলের খেলা দেখেও অবশ্য সবুজ-মেরুন সমর্থকরা খুশি হতে পারেননি। মাঠ ছাড়ার সময় অনেককে এমন কথাও বলতে শোনা গেল, 'এভাবে চলতে থাকলে এবারও কলকাতা লিগের খেতাব ঘরে তুলবে ইস্টবেঙ্গল।' দলের খেলা ঘিরে হতাশা আর রেফারির একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তই বোধহয় ক্ষোভ হয়ে ঝড়ে পড়ছিল ইউনাইটেড ফুটবলারদের ওপর। ম্যাচ শেষে বাগান কোচ বাস্তব রায়ের অভিযোগ, 'ম্যাচজুড়েই যেভাবে রেফারিং হয়েছে তাতে অত্যন্ত হতাশ। জবি যেভাবে ফাউল করেছে কমপক্ষে তিন ম্যাচ নির্বাসন হয়। আমার ধারণা হয় এই রেফারিদের হয় যোগ্যতা নেই না হয় ইচ্ছাকৃত সিদ্ধান্ত। এভাবে চলতে পারে না।'

গোলস্কোরার সুহেল আহমেদ বাটের সঙ্গে উচ্ছ্বাস সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছবি : ডি মণ্ডল

পাঠচক্রকে পঞ্চবাণ দুরন্ত লাল-হলুদের

ইস্টবেঙ্গল-৫ (আকাশ-২, উত্তম-২, বিলাল)
পাঠচক্র-১ (সৌভিক)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ জুলাই : টানা চার ম্যাচে জয়। কলকাতা লিগে অপ্রতিরোধ্য ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার পাঠচক্রকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করল তারা।

এদিন দলে ছিলেন না জেসিন টিকে ও পিভি বিষ্ণু। কিন্তু তাতেও বড় জয় তুলে নিতে কোনও অসুবিধাই হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। ম্যাচের ৫ মিনিটেই গোলের খাতা খোলে তারা। বিজয় মুর্মুর পাস থেকে গোল করেন আকাশ হেমরম। ৯ মিনিটের মাথায় সেই গোল শোধ করে দেন পাঠচক্রের সৌভিক অধিকারী। এরপর বাকি সময় জুড়ে ইস্টবেঙ্গলের দাপট। ২১ মিনিটে বিজয় মুর্মুর পাস থেকে ইস্টবেঙ্গলের দ্বিতীয় গোল করেন উত্তম হাঁসদা। সংযোজিত সময়ে দলের তৃতীয় গোলটিও উত্তমের।

৬২ মিনিটে চতুর্থ গোল লাল-হলুদের। বিজয় মুর্মুর পাস থেকে ফিনিশ করেন আকাশ। ৮৮ মিনিটে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু আকাশের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বলে শট নেন পরিবর্ত মহম্মদ বিলাল। এবারও বল পোস্টে লেগে ফিরে আসে তাঁর কাছে। দ্বিতীয়বার বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি বিলাল। এদিন হ্যাটট্রিক না পেলেও নজর কেড়েছেন আকাশ। বর্ধমানের এক কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন তিনি। তাঁর দাদা তুলসী হেমরম এই বছর পিয়ারলেসের হয়ে খেলছেন। গত মরশুমে আকাশ ছিলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি-তে। এবার লাল-হলুদে সুযোগ পেয়ে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। এই ম্যাচে ৩ পয়েন্ট ছাড়াও ইস্টবেঙ্গলের প্রাপ্তি আকাশ, উত্তম হাঁসদার মতো একঝাঁক বাঙালি প্রতিভা।

এদিকে, মঙ্গলবার থেকে সিনিয়ার দলের অনুশীলনে যোগ দিলেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার নাচো মনসালভে ও নরিন্দার গেহলট।

টানা ৫ ওভারে মেডেন-উইকেট!

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইতিহাস গ্রিভসের

টারৌবা, ২৮ জুলাই : ইতিহাস তৈরি করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের জাস্টিন গ্রিভস। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনে অন্তিম স্পেলে টানা পাঁচ ওভারে মেডেন-উইকেটের নজির গড়েন! ১৪৯ বছরের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনও বোলার যে কৃতিত্ব নেই। ভাঙেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে স্টুয়ার্ট ব্রডের (২০১৬, জোহানেসবার্গ) টানা চার ওভারে মেডেন-উইকেটের নজির।

প্রথম স্পেলে ৬ ওভারে ২৭ রান দিয়ে উইকেটহীন ছিলেন গ্রিভস। কিন্তু অন্তিম স্পেলে একেবারে বিশ্বরেকর্ড! টানা ৫ ওভারে উইকেট নেন, মেডেন সহ! গ্রিভসের বিরল ইতিহাসের ধাক্কায় ২৩১/৪ থেকে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২৮২-তে গুটিয়ে যায়।

গ্রিভসের স্বপ্নের স্পেল ২৯ রানের লিড এনে দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে যার ফায়দা পুরোপুরি তুলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৮১ রানে গুটিয়ে যায়। মহম্মদ আব্বাসের (২২/৫) সামনে শুরুতে তেগনারায়ণ চন্দ্রপল (৩৫) এবং শেষে সামার জোসেফ (৩৮) ছাড়া বাকিরা প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ। সবমিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লিড ২১০।

২১১ রানের জয়লক্ষ্যে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ১২০ রানে অল আউট হয়। জাডেন সিলস ৫ উইকেট নিয়েছেন। দুটো করে উইকেট গিয়েছে কেমার রোচ ও গ্রিভসের দখলে। বাবর আজম একটা দিক ধরে রেখে ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রথম ইনিংসে শতরানের পথে আঙুলে চিড় ধরা শান মাসুদ ব্যাটিংয়ে নামেন আট নম্বরে।

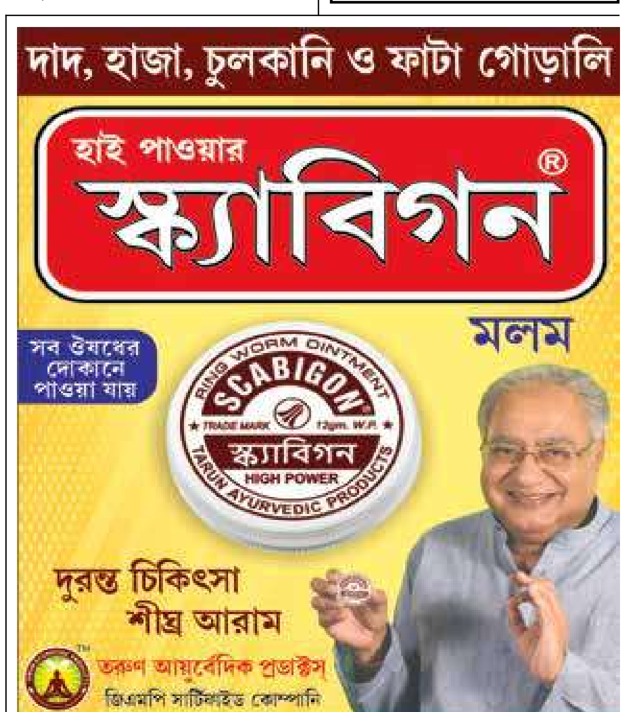

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন বানারহাট-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বানারহাট - এর একজন বাসিন্দা চম্পা দেবী সাহ - কে 16.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93A 71750 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি কোনো বড় বাধা ছাড়াই আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার ভূমিকা নিয়েছে। আমার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তন আমাকে আমাদের পরিবারের সমস্ত খরচ মেটাতে সাহায্য করেছে এবং ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য কিছু বিনিয়োগ করতেও উদ্বুদ্ধ করেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সেমিতে লাইম লাইট, ওয়েস্ট পয়েন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল লাইম লাইট স্কুল ও ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল। মঙ্গলবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে লাইম লাইট ৩-১ গোলে হারিয়েছে হেব্রন স্কুলকে। লাইম লাইটের গোলস্কোরার অনুকুল খেশ, অনীক পাসওয়ান ও ম্যাচের সেরা বিবেক মিঞ্জ। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্ট পয়েন্ট ২-০ গোলে জিতেছে লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুলের বিরুদ্ধে। জোড়া গোল করে জয় রাউথ। ম্যাচের সেরা ওয়েস্ট পয়েন্টের মহম্মদ ফাশাদ। বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টারে মুখোমুখি হবে হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-ডিএভি স্কুল। চতুর্থ কোয়ার্টারে নামবে সিজার স্কুল ও রয়্যাল অ্যাকাডেমি।

রয়্যাল অ্যাকাডেমির ফুটবলে ম্যাচের সেরা হয়ে মহম্মদ ফাশাদ ও বিবেক মিঞ্জ। মঙ্গলবার।

মিস্টার ইন্ডিয়ায় নামবেন সানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই : আগামী ২৬ নভেম্বর থেকে পুদুচেরিতে অনুষ্ঠেয় মিস্টার ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির সানি ভার্মা। সেখানে তিনি মেন্স ফিজিকে ১৭২ সেন্টিমিটার উর্ধ্বের উচ্চতা বিভাগে নামবেন। পরে ১৮-২০ ডিসেম্বর মুম্বইয়ে হতে চলা শেরু ক্লাসিক অলিম্পিয়াতেও একই ইভেন্টে তাঁর নামার কথা রয়েছে।

জিতল ভান্ডারপুর

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ২৮ জুলাই : রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার ভান্ডারপুর আদিবাসী সুরক্ষা ক্লাব ৩-২ গোলে হারিয়েছে জুরাবান্ধা শ্রী নিগমানন্দ সংঘ ও পাঠাগারকে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে ম্যাচের সেরা হয়েছেন জুরাবান্ধার গোলকিপার সুজয় রায়। পরে সাহাপাড়া নবীন সংঘ ও মা সারদা ফুটবল অ্যাকাডেমির ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। রাজগঞ্জ শ্রীসংঘ ক্লাবের মাঠে ম্যাচের সেরার মা সারদার এমডি রিপন।